মালতীমাধব নাটক

শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ
১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দেশে যে সকল সংস্কৃত নাটক প্রচলিত আছে মালতীমাধবও তন্মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা সহৃদয়সম্বেদ্য ও অতীব মনোহর। ইহার আখ্যায়িকা অতি চমৎকারিণী। মহাকবি ভবভূতি এই নাটকে একপ্রকার প্রণয়-রসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমি ইহার বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। অনুবাদ অবিকল হয় নাই, অভিনয়ের উপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত পরিত্যক্ত ও প্রক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে, পরন্তু মূলগ্রন্থের অবিকল রস ভাবাদি ভাষান্তরে অবতীর্ণ করা সুদূরপরাহত, তবে অনুবাদে সাধ্যমতে যে পর্য্যন্ত পরিরক্ষিত হইতে পারে তাহা আমি চেষ্টা

করিয়াছি। এক্ষণে সাধারণের নিকট গ্রাহ্য হয় ইহাই প্রত্যাশা। নাটকের সঙ্গীত কয়েকটী শ্রীযুত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন ইতি। ১২৭৪ সাল তারিখ ১৫ আশ্বিন।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।
সংস্কৃত কলেজ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

মাধব... ... .. বিদর্ভ দেশাধিপতির মন্ত্রী-
দেবরাতের পুত্র।

মকরন্দ .... মাধবের সখা।

কলহংস ... ... মাধবের ভৃত্য।

ভূরিবসু .... পদ্মাবতী অর্থাৎ উজ্জয়িনীর অধীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী।

অঘোরঘণ্ট ... ... যোগী

ছাত্র, রাজদূত, রক্ষিপুরুষ, প্রতীহারী প্রভৃতি।

মালতী ... ... ভূরিবসুর কন্যা।

লবঙ্গিকা... ... ... মালতীর সখী।

মন্দারিকা ... ... মালতীর দাসী।

মদয়ন্তিকা ... ... প্রতিবাসিনী ও মালতীর সঙ্গিনী।

কামন্দকী... ... ... পরিব্রাজিকা।

অবলোকিতা }
বুদ্ধরক্ষিতা } কামন্দকীর শিষ্যা।

কপালকুণ্ডলা ...... অঘোরঘণ্টের শিষ্যা।

সৌদামিনী ... ... যোগিনী।



মালতীমাধব নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পদ্মাবতীনগরী—কামন্দকীর বাসস্থান সন্নিহিত প্রদেশ।

(কামন্দকী দণ্ডায়মানা। অবলোকিতার প্রবেশ।)

কাম। (দেখিয়া) এই যে,—আঃ বাঁচ্‌লেম; আমি তোমারি আসবার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি; এসো বাছা এসো। তবে মাধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে ছিল ত?

অব। আজ্ঞে হাঁ, সাক্ষাৎ হয়েছিল; তাঁকে মদনোদ্যানে শীঘ্র যেতে বল্যে এলেম।

কাম। তবে বোধ হয় মাধব এতক্ষণ সেখানে গিয়ে থাক্‌বেন; কি বল?

ক

অব। হাঁ, এতক্ষণ গেছেন তার সন্দেহ নাই, তা ভগবতি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, – ভাল, আপনি যে মাধবকে মদনোৎসব দেখাতে এত ব্যগ্র হয়েছেন, এর কারণ কি?

কাম। বাছা, এত দিন তোমাকে কিছুই বলি নাই তার কারণ এই, পাছে কথাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে; কিন্তু তোমার কাছে সে বিষয় গোপন করা আর উচিত হয় না। দেখ, আমার একান্ত বাসনা যে মালতীতে আর মাধবেতে বিবাহ হয়, তা আজ না কি মালতী মদনোৎসব দেখ্‌তে যাবেন তাই মাধবও মদনোদ্যানে যান এই আমার আকিঞ্চন; কেননা তা হলে সেখানে তাঁদের পরস্পর দেখা শোনা হবে, আর তাতে পরস্পরের প্রণয়সঞ্চারও হতে পারবে। (আত্মগত) একি! আমার বামচক্ষু স্পন্দন হয়ে উঠ্‌লো যে? এ যে অতি সুনিমিত্ত। (প্রকাশে) অবলোকিতে, এতে বোধ হয় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

অব। (ঈষৎহাস্যবদনে) ভাল ভগবতি, এ তো অতি আশ্চর্য্যের বিষয়; আপনি

ও বিষয়ে বিব্রত কেন? ও আপনার চীরবাসের বিরুদ্ধ, ওতে আপনার ইষ্ট কি?

কাম। না, আমার ইষ্ট কি, তা নয়, তবে কি না অমাত্য ভূরিবসু আমার অতি আত্মীয়, তাঁর অনুরোধই আমাকে আবদ্ধ কচ্চে। দেখ, চন্দ্রসূর্য্যের কোন আবরণই নাই, কিন্তু তাঁরাও সময়ে সময়ে পরিধি-বেষ্টিত হয়ে থাকেন। আর তাও বলি, মিত্রও যে আমাকে অনুরোধ করেছেন সে তাঁর অকপট স্নেহেরই কার্য্য, সুতরাং ওবিষয়ে কৃতকার্য্য হতে আমাকে প্রাণ পণ করতে হবে।

অব। হাঁ, তা বটে, কিন্তু কেবল অমাত্য ভূরিবসুই আপনার মিত্র কেন, আপনি যে ধর্ম্ম আশ্রয় করেছেন তাতে জগৎ শুদ্ধ সকলেই ত এক্ষণে আপনার মিত্র।

কাম। সে সত্য, কিন্তু আমি এখনকার কথা বল্‌চি না; আমি যখন বাল্যাবস্থায় এই পদ্মাবতীতে অধ্যয়ন করি, তখন অমাত্য ভূরিবসুও আমার সঙ্গে পড়ে ছিলেন; উনি আমার সহাধ্যায়ী মিত্র।

অব। ভাল, অমাত্য ভূরিবসু মাধবকে

জান্‌লেন কেমন করে্য ? আর তাঁকেই যে মনঃ-পূত করেছেন, এর কারণ কি ?

কাম। না, তিনি যে মাধবকে দেখে শুনে মনঃপূত করেছেন তা নয়; তবে পূর্ব্ব কথা সকল বলি শোন। আমাদের সঙ্গে দেবরাতও সেই সময়ে পড়্‌তেন;—দেবরাত কে তা তুমি চিন্তে পার্‌লে ত ?

অব। আজ্ঞে হাঁ, তাঁকে আমি জানি; তিনি এক্ষণে বিদর্ভদেশের রাজার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন।

কাম। হাঁ; আমাদের সেই পাঠশালায় অমাত্য ভূরিবসুর সঙ্গে তাঁরও অত্যন্ত প্রণয় হয়েছিল। যখন পাঠ সমাপন হয় সেই সময়ে কি একটা কথা উপলক্ষে ভূরিবসু সেই দেবরাতকে বলেছিলেন আমাদের পরস্পর যেরূপ মিত্রতা জন্মেছে এটা যাতে চিরকাল থাকে তাই কত্তে হবে, অতএব আমাদের পুত্র কন্যা জন্মিলে তাদের পরস্পর বিবাহ দিব এই আমাদের প্রতিজ্ঞা রইল।

অব। হাঁ, এ বিবেচনা ভাল করেছিলেন। সংসারীদের মিত্রতা কোন একটা বিষয় সম্বন্ধ

ব্যতীত চিরস্থায়ী হয় না। তা সে ত ভালই হয়েছে, অমাত্য দেবরাতের পুত্র মাধব ত রূপে গুণে অতি সুপাত্র, অমাত্য ভূরিবসু তাঁকে কন্যাদান করুন্ না কেন? এতে এতো গোপনই বা কি, আর আপনাকে এতো অনুরোধই বা কেন?

কাম। তার কারণ একর্ম্মে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়েছে।

অব। কি প্রতিবন্ধক?

কাম। রাজা সম্প্রতি নন্দন নামে তাঁর নর্ম্ম-সচিবের সঙ্গে মালতীর বিবাহ দিতে অনুরোধ করেছেন, সে অনুরোধও ছাড়াতে পারেন না, এদিগে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাও আছে, তাই গোপনে এর কোন উপায় কত্তে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আর অমাত্য দেবরাতও এই উদ্দেশে মাধবকে ন্যায় শাস্ত্র পড়বার ছল করে এখানে পাঠিয়ে দেছেন। আমাকেও এবিষয়ে একটু যত্ন কত্তে অনুরোধ জানিয়েছেন।

অব। ভাল ভগবতি, অমাত্য দেবরাত বিদর্ভ দেশ থেকে মাধবকে যে উদ্দেশে এখানে পাঠিয়েছেন মাধব তা জানেন?

কাম। না, না, আমার সরল-বুদ্ধি মাধব তার কিছুই জানতে পারেন নাই, তিনি একান্ত মনে কেবল আপনার পাঠাদি কার্য্যই সাধন কোরে থাকেন। সুতরাং একথা তাঁকে এখনও জানান উচিত নয়, তাদের এখন অল্প বয়স, তরল বুদ্ধি, কি জানি যদি বিপরীত ঘোটে ওঠে। তা আমাদের অতি সাবধানে কার্য্য কোত্তে হবে, যেন কোন ক্রমেই না প্রকাশ হয়, আর এমনি উপায় কত্তে হবে যাতে রাজা ও নন্দন উভয়েই প্রতারিত হন, মাধবের সঙ্গে মালতীর বিবাহ হয়, অথচ অমাত্য ভূরিবসুকে কোন দোষ না স্পর্শে।

অব। তা ভগবতি, আপনার বুদ্ধির অসাধ্য কি আছে?

কাম। আমি ত যথাশক্তি চেষ্টা কর্‌বো, কিন্তু এতে তোমারও কিঞ্চিৎ সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

অব। (ঈষৎহাস্য মুখে) ভগবতি বলেন কি, আপনকার বুদ্ধির উপর আমার আবার সাহায্য কর্‌বার ক্ষমতা আছে?

কাম। বাছা, অমন কথা বোলোনা, দাবা-

নল স্বয়ং প্রবল বটে কিন্তু সমীরণের সহায়তাও তো চাই।

অব। আপনকার কৌশল-সৃষ্টির উপর আমার সাহায্য দাবানলে ফুৎকার প্রদান মাত্র। তা সে যা হোক, অমাত্য ভূরিবসু মাধবের পরিচয় পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে মালতীর বিবাহ দিতেও উদ্যত আছেন, কিন্তু বাহ্যে সে রূপ কোচ্চেন্ না, যেন কিছুরই মধ্যে নন, মাধবের নামও যেন জানেন্ না, এওতো আশ্চর্য্য সামান্য নয়!

কাম। এ আর আশ্চর্য্য কি? বিষয়-চতুর বিজ্ঞ ব্যক্তির ঐ রূপই তো কর্ত্তব্য। তাঁদের অভিপ্রায় কি সকলে বুঝ্‌তে পারে? তাঁরা প্রকাশে ঔদাস্য ভাব দেখান যেন কিছুই জানেন্ না, কিন্তু গোপনে সমীহিত সিদ্ধি করে লয়ে থাকেন।

অব। হাঁ, তা বটে, তবে আপনি যে আমাকে অমাত্য ভূরিবসুর ভবন-সন্নিহিত পথ দিয়ে মাধবকে সর্ব্বদা লয়ে যেতে আদেশ করেছেন তার কারণ এখন বুঝ্‌তে পারলেম।

কাম। কারণ আর কি? মাধব মালতীর দৃষ্টিপথে পতিত হন এই আমার অভিপ্রায়।

অব। হাঁ, ও উত্তম অভিপ্রায় বটে। বর কন্যা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয় সঞ্চারই বিবাহ বন্ধনের মূলীভূত। তা আপনার ও অভিপ্রায় অবশ্যই সিদ্ধ হবে। মাধবের যেরূপ ভুবনমোহন মূর্ত্তি তাতে এমন কে কামিনী আছে যার মন নয়ন আকৃষ্ট না হয়!

কাম। হাঁ, একথা সত্য বটে, আর আমিও শুনেছি যে মালতী প্রাসাদ-বাতায়ন-তল হতে মাধবের মনোহর রূপ লাবণ্য দেখে অবধি তদ্‌-গত অভিলাষের একান্ত বশীভূত হয়ে পড়েছেন, এখন তাঁর বিলক্ষণ পূর্ব্বরাগ উপস্থিত, দিবসে আহার নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, মাধবের সমাগম চিন্তায় তাঁর মুখ-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আস্‌চে, আর নব অনুরাগের যা যা লক্ষণ তা সকলি ক্রমে প্রকাশ হচ্চে। শুনলেম, তাঁকে দেখ্‌লেই এমন বোধ হয় যেন কোন অসহ্য আন্তরিক যাতনা ভোগ কচ্চেন।

অব। ও! তবে তাই বুঝি মালতী আপ-নার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত স্বহস্তে মাধবের

প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত চিত্রিত করেছেন, আজ আবার লবঙ্গিকা না কি সেই ছবিখানি মন্দারিকার হস্তে দিয়েছেন।

কাম। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) বটে! তা লবঙ্গিকার এ যুক্তি মন্দ নয়; মাধবের ভৃত্য কলহংসের সঙ্গে মন্দারিকার প্রণয় আছে, তা লবঙ্গিকা বিলক্ষণ জানে, সে তাকে অবশ্যই দেখাবে, তা হলে ঐ ছবি মাধবের নয়নগোচর হতে পারবে।

অব। বোধ হয় ঐ অভিপ্রায়েই লবঙ্গিকা ওরূপ করে থাক্‌বে। তবে আজ মদনোৎসব দেখ্‌তে মাধবকে মদনোদ্যানে পাঠান হয়েছে বেস হয়েছে, মালতী সেখানে গেছেন সেখানেই পরস্পরের চারি চক্ষু একত্র হতে পার্‌বে।

কাম। তা নৈলে আমি আর তোমাকে পাঠাবো কেন;—আহা! এইসকল কর্ম্মেতে আমি সৌদামিনীকে পাঠাতাম, সৌদামিনী এবিষয়ের পূর্ব্ব কথা সকল জান্‌তো, সে থাক্‌লে আমাকে অনেক সাহায্য করতো। আহা! বাছা সৌদামিনী আমার এখন না জানি কোথায় আছে, অনেক দিন সংবাদ পাই নাই!

অব। শুনেচি আপনার সৌদামিনী শ্রী-পর্ব্বতে আছেন।

কাম। কার নিকট শুন্‌লে ?

অব। ঐ বড় শ্মশানে যে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির আছে——

কাম। হাঁ, হাঁ, ঐ দারুণ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, যাঁর উপাসকেরা বলেন তিনি বড় নরবলি-প্রিয়া ?

অব। আজ্ঞে হাঁ, সেই মন্দিরে যে অঘোর-ঘণ্ট যোগী থাকেন তাঁরি শিষ্যা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে হঠাৎ সে দিন সায়ংকালে সাক্ষাৎ হও-য়াতে তিনি আমাকে কথায় কথায় বল্লেন যে সৌদামিনী এখন শ্রীপর্ব্বতে মন্ত্র সিদ্ধি কচ্যেন, অঘোরঘণ্ট অনতিপূর্ব্বে তাঁকে সেই স্থানে দেখে এসেছেন।

কাম। হতে পারে, আমার সৌদামিনীতে সকলি সম্ভবে।

অব। ভাল, আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—আপনার মকরন্দের যে মদয়ন্তি-কার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হয়েছে তার আপনি কি কর্‌ছেন ?

কাম। (সহাস্য বদনে) বাছা, আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, তারও উপায় করেছি। ঐ উদ্দেশে বুদ্ধরক্ষিতাকে মদয়ন্তিকার নিকটে নিযুক্ত করে দিয়েছি।

অব। হাঁ, সে ভাল হয়েছে। বুদ্ধরক্ষিতা অতি চতুরা, তাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত কর্‌বেন, তাই সফল কর্‌তে পারে।

কাম। তা যা যা কত্তে হয় সকলি হচ্চে, কিন্তু বিধাতার ভবিতব্যতাই প্রধান। যা হোক্, মদনোদ্যানে আজ মাধব মালতীর পরস্পর দেখা শোনা হলে বুঝ্‌তে পার্‌বো।

অব। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ভগবতি, মদনোৎসব বুঝি সমাপন হলো, ঐ দেখুন পুরবাসিনীগণ ক্রমে ক্রমে নগরাভিমুখে পুনরাগমন কচ্চে।

কাম। হাঁ, তাই তো, তবে চল আমরা এই সময় গিয়ে তত্ত্ব নিই, আজকার উৎসবে মাধব কি প্রকার ব্যবহার কল্যে, আর মালতীকে দেখে কি অবস্থাতেই বা এখন আছে; তার পর মালতীকেও একবার দেখ্‌তে যেতে হবে, তারও মনের ভাবটা জান্‌তে হবে। যত্ন তো করা যাক্,

তার পর বিধাতার নির্ব্বন্ধ যা আছে তাই হবে। আহা, এমন দিন কি হবে, যে আমার মাধবের সঙ্গে মালতীর বিবাহ আমি চক্ষে দেখ্‌তে পাবো!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মদনোদ্যান।

(বকুল বৃক্ষতলে মাধব উপবিষ্ট।)

মাধব। (দীর্ঘ নিশ্বাসে স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা সামান্য বিষয় আমার মনকে এক্‌কালে প্রকৃতিভ্রষ্ট কর্‌লে! আমার মনতো কখন এমন অস্থির হয় না, সর্ব্বদাই স্ববশে থাকে, এখন কেন এমন হলো? আমি যত তাকে আয়ত্ত কত্তে চাই সে ততই সেই অনুপম রূপরাশির প্রতি ধাবমান হয়! ভাবি যে, দূর হোক, আর এ অনর্থক চিন্তা কর্‌বো না; কিন্তু তা পারি কই? আবার সেই সকল চিন্তাই মনে উদয় হয়ে পড়ে। মনের আবেগ তো সম্বরণ কত্তে

কিছুতেই পাচ্চিনে, আমার জ্ঞান, মান, লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সকলই সেই রূপ-সাগরে নিমগ্ন হয়ে পড়েছে, আমি যেন আর আমি নই, যা হৌক্ এঁরা কি আমাকে ছলনা কত্তেই এসেছিলেন, আমি যে কিছুই বুঝ্তে পাচ্চিনে। নামটি কি ভাল—হাঁ, হাঁ, মালতী, মালতী—কি মনোহর নামটি, ভূরিবস্থর কন্যা মালতী। এমন কমনীয় কন্যা কৈ আমি তো কখন নয়নে দেখি নাই। কি দেখ্লেম! (দীর্ঘনিশ্বাস) আহা! সে লোচনানন্দদায়িনী আর কি আমার নয়ন-পথে উদিত হবেন! (চিন্তিতভাবে অবস্থিতি)।

(কিঞ্চিদ্দূরে মকরন্দের প্রবেশ।)

মক। (স্বগত) অবলোকিতা বল্যে, সখা এই উদ্যানে—(নিরীক্ষণ করিয়া) এইযে বসে আছেন। এ কি? আজ সখাকে এমন চিন্তিত-ভাব দেখ্চি কেন? শূন্য দৃষ্টি, শরীর অবসন্ন, মুখ বিষণ্ণ, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস,—এ কি? এতো ব্যাকুল হয়েছেন কেন?——(চিন্তা করিয়া) হাঁ, হতেও পারে, যে দুঃসহ সুরভি সময় সমাগত, তাতে আবার আজ মদনোৎসব উপ-

'লক্ষে যাবতীয় সুরূপা কামিনী একত্রিত হয়েছিলেন, এ সকলেতে দীর্ঘতপা তপস্বীরাও চিত্ত-চাঞ্চল্য সম্বরণ কত্তে পারে না, তাতে সামান্য যুবজনের মন ব্যাকুল হবে আশ্চর্য্য কি? তা দেখিই দেখি ব্যাপার টা কি হয়েছে। (নিকটে গিয়া প্রকাশে) সখা, কি হচ্চে? (আত্মগত) কৈ, উত্তর করেন না যে, দেখ্‌চি কি একটা ভাব্‌চেন। (প্রকাশে) বলি সখা, একাকী এখানে বসে কি কচ্চো?

মাধ। (মকরন্দকে দেখিয়া অপ্রস্তুত ভাবে) সখা, এসো এসো বসো,—বসো ভাই বসো।

মক। (বসিয়া) তা ভাই, কি ভাব্‌ছিলে বল দেখি?

মাধ। কৈ, আমি তো কিছুই ভাবি নি।

মক। সাত ডাকে উত্তর দেও না, আবার ভাব নি কেমন করে; ভাব নি তবে অমন অন্য-মনস্ক হয়ে বসে আছ কেন?

মাধ। হাঁ সখা, আজ যেন কিছু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছি বটে, কিছুই ভাল লাগছে না।

মক। এর কারণ কি বল দেখি?

মাধ। কারণ আর কি।

মক। (হাস্য বদনে) কারণ আছে বৈ কি। ভাই, কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি, ন্যায়শাস্ত্র পড়ে এমন অন্যায় কথা বল? যাহোক্ আমার কাছে তুমি গোপন কচ্চো, কিন্তু আমি কতক কতক বুঝ্‌তে পেরেছি।

মাধ। কি বুঝেচ?

মক। বলি মদনোৎসবের এ দিনটি বড় বিষম দিন গেলো। আজ্ মদনোদ্যানের ব্যাপার সন্দর্শন করে কত যুবজনের মন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো, তা ভাই বল্‌তে কি, তোমার আকার দেখে আমি অনুমান কচ্চি তুমিও দুর্জ্জয় মদনের শরাসনের লক্ষ্য হয়েছ। (মাধবকে অধোমুখ দেখিয়া) তায় লজ্জা কি ভাই? কন্দর্পের কুসুমবাণের বশবর্ত্তী দেবতারাও হয়ে থাকেন, আমরা সামান্য মনুষ্য বৈ ত নয়। তা কি হয়েছে বল, আমার কাছে গোপন কি।

মাধব। সখা, যদি নিতান্তই বল্‌তে হবে, তবে বলি শোন।

মক। হাঁ, ব্যাপারটা কি বল দেখি ভাই।

মাধ। এই দেখ সখা, আজ মদনোৎসব

দেখ্‌তে বিস্তর জনতা হয়েছিল, অনেকগুলি পুরবাসিনীও এসেছিল, তার মধ্যে একটি নবীনা কামিনী—আহা ! সখা, এমন আশ্চর্য্য রূপ আমি কখন দেখি নাই! সেই মোহন মূর্ত্তি যখন আমার নয়নপথে পড়্‌লো, ভাই, অয়স্কান্ত মণির ন্যায় আমার লৌহ কঠিন মনকে অমনি আকৃষ্ট করে তুল্লে, তাঁর আকার প্রকার বসন ভূষণ কিঙ্করী সহচরী প্রভৃতি দেখে বোধ হলো তিনি কোন প্রধানকুলোদ্ভবা হবেন। যা হোক্ ভাই, এমন অপরূপ রূপ বোধ হয় জগতে আর নাই। বিধাতা কি উপাদানে সেই কমনীয় কন্যা-রত্ন যে নির্ম্মাণ করেছেন তা কিছুই বল্‌তেপারিনে, বোধ হয় তাঁকে নির্ম্মাণ করে অবশিষ্ট সাধন দ্বারাই চন্দ্র, চন্দন, কাঞ্চন, কর্পূর, কমল, কুমুদ, তড়িত, নবনীতাদির সৃষ্টি করেছেন অথবা অগ্রে সেই সকল মনোহর বস্তু নির্ম্মাণ করে নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষায় নৈপুণ্য লাভ হওয়ায় অবশেষে ঐ কন্যাটিকে নির্ম্মাণ করে থাক্‌বেন, আর এমনও বোধ হলো যে, মদন আপনি মনো-ভিনিবেশ করে জগদ্বিজয়ের নিমিত্ত দুর্জয় অস্ত্র স্বরূপে তাকে নির্ম্মাণ করে থাক্‌বেন। ভাই,

এমন প্রেমার্দ্র কটাক্ষ আমি কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এমন স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, মধুর-মূর্ত্তি, মানবীতে অসম্ভব। ভাই, অধিক বল্‌বো কি, সেই অপরূপা রূপ-সাগরে আমার মন নয়ন মগ্ন হয়ে গেছে। এখন উপায় কি করি বল।

মক। সখা, তুমি দেখ্‌চি দর্শন করেই তাঁর আশাপথের পথিক হয়েছ, কিন্তু তাঁর মনের ভাব কিছু জাস্তে পেরেছ? তোমার প্রতি তাঁর ভাবভঙ্গি কিছু হয়েছিল?

মাধ। ভাব ভঙ্গি কেমন?

মক। রমণী জাতির অভিপ্রায় নয়নেই প্রায় প্রকাশ পায়,যুবজন তাকেই প্রধান উপায় জ্ঞান করে, তাও কি ভাই তুমি জাননা আজও।

মাধ। সখা, সে কথাও তোমাকে আনুপূর্ব্বিক বলি শোন। ও দিগে লোকের অত্যন্ত জনতা, ভারি কোলাহল, আমি এই স্থানটীতে বসে উৎসব দেখ্‌ছি, আর এই বকুল গাছ থেকে ফুল পড়্‌চে তাই নিয়ে যদৃচ্ছাক্রমে এক ছড়া মালা গাথ্‌চি, এমন সময় উৎসব সমাজের মধ্যে হতে সেই নবীনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কএক জন সখী সঙ্গে (অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ) এই দিগের

পুষ্প চয়ন কর্‌তে কর্‌তে এসে এই বৃক্ষতলে দাঁড়ালো; দাঁড়ালে একটি সখী অমনি বলে উঠ্‌লো "সেই তিনি লো তিনি" এই কথা শুনে তারা সকলেই আমার প্রতি চেয়ে দেখ্‌লে।

মক। তবে বোধ হয় পূর্ব্বে তারা তোমাকে কোথাও দেখে থাক্‌বে, এ নূতন দেখা নয়।

মাধ। হাঁ ভাই, সেই রূপ বোধ হলো, কিন্তু আমি ভাই তাদের কখন দেখি নাই।

মক। তা হবে, তার পর।

মাধ। তার পর আর একটি সখী আমা-প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সেই নবীনাকে বল্যে "কেমন প্রিয়সখি, বলি চিন্তে পার" এই কথা বলে সে হাস্‌তে লাগ্‌লো, তাতে সেই নবীনা যেন লজ্জা পেয়ে অমনি অধোবদন হলেন। অধোবদন হলেন সত্য, কিন্তু তাও বলি, আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টির বিরতি হলো না, কখন সেই মোহন নয়নযুগল বিকশিত ইন্দীবরের ন্যায় প্রকটিত মাধুর্য্য-লাবণ্য প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লো, কখন ভ্রূরূপ লতাকৃত মুকুলিত কুসুমের ন্যায় বক্রভাবে মুগ্ধ কত্তে লাগ্‌লো, আর কখন বা আমার নয়নগোচর হলে, তড়িতের ন্যায়

চমকিত হয়ে নেত্রাচ্ছদের আশ্রয় অবলম্বন কর্ত্তে লাগ্‌লো। সখা, সে মনোহর ভাবটি এখনো আমার অন্তঃকরণে জাগরিত রয়েছে, সে স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মধুর মূর্ত্তি আমি কখনই বিস্মৃত হতে পার্‌বো না। সে যা হোক, আমাকে দেখেই তাঁদের পুষ্পচয়ন গেলো, অন্য আলাপ গেল, নূপুরধ্বনি বিরত হলো, কঙ্কনের ধ্বনি নিবৃত্ত হলো, সকলে অমনি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে কানাকানি কর্‌তে লাগ্‌লো, তাতে ভাই আমার যেন কিছু লজ্জা হলো, আমি যেন কত অন্য মনে আছি, মালা গাঁথা যেন আমার বড়ই প্রয়োজন, না হলেই যেন নয়, আমি এমনি ভাবটি প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লাম, কিন্তু তা কর্ল্যে কি হবে ? মন কি আমার আছে যে আমি তাকে বশীভূত করে রাখ্‌বো ? আর মনই যখন পরবশ হলো তখন নয়ন আর আমার অনুগত থাক্‌বে কেন ? নয়নও মনের সঙ্গে সেই সুরূপার রূপামৃত-সাগরে সন্তরণ দিতে লাগ্‌লো, ফলতঃ ইন্দ্রিয়গণকে আর আমি আয়ত্ত কর্ত্তে পার্‌লেম না, অমনি হতচৈতন্য হয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় রৈলেম !

মক। তা এমন স্ত্রীরত্ন সন্দর্শনে জ্ঞান সামান্য শূন্য হবে আশ্চর্য্য কি ?

মাধ। সখা, তদবধি সেই মোহিনীমূর্ত্তি আমার অন্তঃকরণে কি মিশ্রিত হয়ে পড়েছে, কি প্রতিবিম্বিত বা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে, অথবা ভগবান পঞ্চশর নিজ পঞ্চশরে আমার হৃদয়ে সেই লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিটি প্রোথিত করে দিয়েছেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

মক। কন্যাটি কতক্ষণ সেখানে ছিল ?

মাধ। তা বড় অধিক ক্ষণ নয়। কিঞ্চিৎ পরে পরিজনের অনুরোধে একটি সুসজ্জিত গজ-পৃষ্ঠে আরোহণ করে সেই গজেন্দ্রগামিনী কিঙ্করী-সহচরীগণ লয়ে গমন কর্‌লেন। গমনকালে সেই সুলোচনা, যেমন মৃণালের উপর প্রফুল্লপদ্ম পবনহিল্লোলে এক এক বার বিবর্ত্তিত ভাবে দোলায়মান হয় সেই রূপ, আমার প্রতি মুখ-কমল ফিরিয়ে সুধাধিক স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্‌তে কর্‌তে জনতামধ্যে প্রবিষ্ট হলেন আর আমি দেখ্‌তে পেলেম না। (দীর্ঘনিশ্বাস)।

মক। (স্বগত) উঃ! মন যত দূর আকৃষ্ট হতে পারে তাতো হয়েছে, এখন কি প্রবোধ

দিব ?—(চিন্তা করিয়া) না, এখন উপদেশের সময় নয়। (প্রকাশে) সখা, কন্যাটি কি এমনি সুন্দরী ?

মাধ। ভাই, এমন মধুরমূর্ত্তি ত্রিলোকীতলে দেখা যায় না, কিন্তু দেখ ভাই, তার অঙ্গলতা মৃদিত মৃণালের ন্যায় অতি ম্লান ও অবসন্ন কেন দেখ্‌লাম বল দেখি ?

মক। তবে বুঝি তিনি কোন নায়ক-রত্নের নিমিত্ত দীর্ঘকাল বিরহ-বেদনা ভোগ কচ্চেন।

মাধ। ঠিক্ বলেছ, তাই বটে, যেমন পূর্ব্বদিগ পাণ্ডুবর্ণ হলে তার অভ্যন্তরে চন্দ্রোদয়ের অনুমান হয়, তেমনি সেই নবীনার শরীর-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ দেখে বোধ হলো কোন ক্ষণ-জন্মার বদন তাঁর অন্তরে সমুদিত হয়ে থাক্‌বে, তার সন্দেহ নাই।

মক। ভাল সখা, তার পরিচয় কিছু পেয়েছ ?

মাধ। হাঁ, পরে পেলেম, তাও বলি শোন। সেই রমণীরত্ন আমার নয়নপথের বহির্ভূত হয়ে গেলে আমি কি করি, পূর্ব্বে যে বকুলমালা গাথ্‌তে আরম্ভ করেছিলেম তা অমনি যেমন

তেমন করে সমাপন করে আপনার গলায় দিলাম; দিয়ে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এসে যে স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই স্থানের প্রতি নয়ন সমর্পণ করে আছি, এমন সময়ে তাঁর একটি সখী পুনর্ব্বার ফিরে এসে এই বকুল বৃক্ষের পুষ্প চয়নচ্ছলে ক্রমে আমার নিকটে এলো, এসে আমাকে একটি প্রণাম করে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে হেঁসে হেঁসে বল্লে, মশায়, আপনার এই কুসুমহার ছড়াটি বড় সুন্দর গাথা হয়েছে, তা এই দেখুন এই মাত্র যিনি হস্তিতে আরোহণ করে গেলেন উনি অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, ওঁর নাম মালতী, আপনি বোধ করি দেখে থাক্‌বেন, ওঁর গাঁথুনিও বড় চমৎকার, কিন্তু তা হলে হবে কি, আপনার গাঁথা ওঁর বড় মনে ধরেছে, কত ব্যাখ্যা কর্‌লেন, তা আমি ওঁর সখী, অভিপ্রায় বুঝে আপনার কাছে এলেম, তা আপনি ঐ মালা ছড়াটি যদি অনুগ্রহ করে ওঁকে দেন, আমরা বড় বাধিত হই। আর তাও বলি এমন মনোহর বস্তু মালতীর কণ্ঠার হার হলে, নির্ম্মাণ-কৌশলও সার্থক হয়। আর

দেখুন্, দিলেই পায়, সকল সামগ্রীরই বিনিময় আছে।

মক। হাঁ কি বল্যে, অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা মালতী? হাঁ হাঁ! ভগবতীর মুখে তাঁর নাম সর্ব্বদাই শুনি, অভিলাষের যোগ্য সামগ্রী বটে, কিন্তু শুনিছি রাজা না কি তাঁর নর্ম্মসচিব নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহের যত্ন কচ্ছেন। (সহাস্যবদনে) তা সে যা হউক, সখা, সহচরীর কথা গুলির বিশেষ ভাব বুঝেছো তো, দেখো সমুদয় কথা গুলিই দুই অর্থ প্রতিপন্ন করে আস্‌ছে——বেস——উত্তম——চতুরা। তা তুমি ভাই কি বল্লে?

মাধ। আমি কি বল্‌লেম তা এখন স্মরণ হচ্চে না, বাস্তবিক আমার মনটা সে সময় কেমন অনবস্থিত হয়েছিল। যা হোক, আমি মালা গলায় থেকে খুলে তার হাতে দিলে সে আমাকে প্রণাম করে মালাছড়াটি অতিযত্নে নিয়ে ঈষৎ হাস্য করে চলে গেলো।

মক। দেখ সখা, আমার অনুমান হচ্চে তুমি যে তাঁর শরীর অবসন্ন, আর মুখমণ্ডল বিবর্ণ দেখেছিলে, বোধ হয় সে সকলি তোমার

জন্যে। তোমাকে অবশ্যই পূর্ব্বে দেখে থাক্‌বেন, আর দেখে অবধি তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়েচেন তার সন্দেহ নাই, নতুবা সখীরাই তোমাকে দেখে কানাকানি কর্‌বে কেন, মালতীই বা তোমার প্রতি সতৃষ্ণে কটাক্ষ নিক্ষেপ করবেন কেন, আর তার সখীই বা মালা চাইবার ছল করে এসে ভঙ্গিক্রমে মালতীর মনোগত ভাব তোমার কাছে ব্যক্ত কর্‌বে কেন?

মাধ। হুঁঃ! ভাই, এমন কি আমার অদৃষ্ট! আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্চ, ও কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁর অনুরাগপাত্র হয়ে থাক্‌বে। আমি——কলহংস এখানে আস্‌চে কেন? মৌনাবলম্বন)।

(কলহংসের প্রবেশ।)

কল। মশায়, এই পটখানি কেমন লিখেছে একবার দেখুন দেখি। (পট অর্পণ)।

মক। (লইয়া) এ যে সখার প্রতিমূর্ত্তি, কলহংস, জানিস্ কে লিখেছে?

কল। আজ্ঞে জানি বৈ কি, মন্ত্রী মহাশয়ের কন্যা মালতী লিখেছেন।

মাধ। কৈ? কৈ? দেখি, দেখি। (আপন হস্তে লইয়া) তাই তো, মালতী লিখেছেন? তা তুই এ পট কোথায় পেলি?

কল। আজ্ঞে, আমি মন্দারিকার কাছে পেয়েচি, তাকে মালতীর সখী লবঙ্গিকা দেখ্‌তে দিয়েছিল।

মাধ। হাঁ, হাঁ, লবঙ্গিকা, লবঙ্গিকা, সেই যে সখীটি আমার কাছে হতে মালা চেয়ে নিয়ে গেছিলো তার নাম লবঙ্গিকা বটে, নামটি আমার মনে ছিলনা। যা হোক সখা শুন্‌লে? এতে কি বোধ হয়? আমার অনুমান হচ্যে আমাকে ব্যঙ্গ করেছেন।

মক। সে কি সখা? তাও কি হয়? ব্যঙ্গ করে কেউ কারো প্রতিমূর্ত্তি লেখে? বিশেষতঃ এটি দেখ্‌ছি তোমার অবিকল আকৃতি, যদি ব্যঙ্গ করে লিখ্‌বেন তা হলে অন্য প্রকার এক্‌টা কদাকার আকৃতি লিখ্‌তেন। তা সে যা হোক, তুমি এক কর্ম্ম করো, তুমিও তো চিত্র বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ, তা তুমিও কেন মালতীর এক্‌খানি প্রতিমূর্ত্তি লিখে দাওনা?

মাধ। তা হোলে কি হবে?

মক। যা হবে তা পরে বল্‌বো।—কলহংস, ওরে একবার রং তুলিগুলো শীঘ্র এখানে আন্‌তো।

কল। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

মক। (সহাস্যবদনে) কেমন সখা, হোলো তো! আমি যা বলেছি এখন তার প্রমাণ পেলে?

মাধ। কি প্রমাণ?

মক। আর ভাই ও কথা বলো কেন? মালতীর যে তোমার প্রতিই অনুরাগ হয়েছে তার আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে শীর্ণ আর বিবর্ণ হয়েছেন তার কারণই তুমি; তোমারই চিন্তাতে তাঁর অন্তঃকরণ জড়িত হয়ে আছে, আর তুমি যে ক্ষণজন্মার কথা বলছিলে সে অন্য কেউ নয়, (ঈষৎহাস্যবদনে) সে আমারই সখা মাধব। এই দেখ সখা, মালতী যে পুনঃ পুনঃ তোমার প্রতি সতৃষ্ণে কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিলেন আর সেই সখীরে তোমাকে দেখে যে কাণাকাণি করেছিলো সে যে নূতন দেখা তা নয়, এই চিত্রপটেতেই তা স্পষ্ট বোধ হচ্চে। আবার মালতীর সেই সখীটি যে

তোমার নিকটে মালা চাইতে এসে বলেছিলো "দেখো দিলেই পায়" সেটিতেও মালতীর এক প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যে মালার বিনিময়ে মালাই পাবে, তবে আর কি বাকি আছে ভাই ?

মাধ। ভাই, বিধাতা কি আমার প্রতি এমন অনুকূল হবেন ?

মক। হয়েছেন আর হবেন কি ? কেবল বিধাতাই কেন, মদনও তোমার সহায়তা কচ্যেন, আর ভাবনা কি ?

মাধ। ভাই, ও সকল কেবল স্তোভ বাক্য মাত্র, রাজাই যখন এ বিষয়ে প্রতিকূল, তখন আর ভাবনার বাকি কি বল দেখি। রাজার অনভিমতে কি মন্ত্রীমহাশয় কোন কর্ম্ম কত্তে পারেন ?

মক। হাঁ তা বটে, মন্ত্রীমহাশয় রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী বটেন, কিন্তু সখা, বিধাতা তো আর রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী নন, আর মদনও রাজার হাত ধরা নন্।

(রং তুলি লইয়া কলহংসের পুনঃপ্রবেশ।)

তা যা হোক্ সখা, এখন এই নেও রং তুলি নিয়ে লেখো দেখি, যে মনোমোহিনী তোমার

মন হরণ করেছেন তাঁর সেই মোহিনী মূর্ত্তিটি লিখে আমাকে একবার দেখাও দেখি, আমারও নয়ন সার্থক হোক।

মাধ। ভাই, যে মূর্ত্তি বিধাতা যত্ন সাধনে সৃজন করেছেন, তার যথার্থ প্রতিরূপ চিত্র করা কি মনুষ্যের সাধ্য? সখা, এমন রং কোথায় পাবো? আর তুলিরই বা তত দূর ক্ষমতা কি? যদি অভিলাষানুরূপ রং ফলাতে পারা যায়, আর মনের সহিত তুলির অভেদ হয়, এবং নির্জ্জনে শত বর্ষ সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌তে পারি, তবুও তার স্বরূপ লেখা সাধ্য হয় কি না সন্দেহ।

মক। দেখ সখা, তিনি অনুরক্ত হয়ে তোমার প্রতিমূর্ত্তি লিখেছেন, তোমাকেও তো তার পরিশোধ দেওয়া উচিত, তা যতদূর পার লেখ।

মাধ। ভাল, তবে লিখি; কিন্তু ভাই, আমার হৃদয়-পটে সে নিরুপমার রূপ যেরূপ চিত্রিত আছে, তার অনুরূপ এ পটে কখনই হবে না। (লিখনারম্ভ)।

মক। হাঁরে কলহংস, ভগবতী এখন কোথায় জানিস্?

কল। আজ্ঞে, তিনি মন্ত্রীমহাশয়ের বাড়ী গেলেন, এইমাত্র আমি দেখে আস্‌চি।

মক। বটে, তা তুই যা, তিনি ফিরে এলেই বলিস্ আমি তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে যাচ্যি কিছু বিশেষ কথা আছে।

কল। যে আজ্ঞে, আমি বলি গে।

[প্রস্থান।

মক। (উঠিয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) ভগবতীকে আনুপূর্ব্বিক ঐ সকল কথা গিয়ে বলি, দেখি তিনিই বা কি বলেন, তিনি বোধ করি কোন সংযুক্তি স্থির করে দিতে পার্‌বেন, বিশেষতঃ শুনেছি মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে তাঁর না কি যথেষ্ট প্রণয় আছে। (মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! সখা দেখ্‌চি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন! হাঁঃ! যতই ধৈর্য্য গম্ভীর্য্যগুণ থাকুক না কেন, সর্ব্বজয়ী কন্দর্পের শরাসনে মুগ্ধ না হয় এমন লোকই নাই। আমি ভেবেছিলাম আমি লঘুপ্রকৃতি, কিন্তু কার্য্যগতিকে সখাও যে দেখি আমার চেয়ে বাড়িয়ে তুল্‌লেন। সে যা হোক, এখন কি করা যায়? বোধ

হয় ভগবতী কামন্দকী ব্যতীত এর কোন উপায় হবে না।

মাধ। এই নাও ভাই, তোমার কথা রাখ্‌লেম। (পটার্পণ)।

মক। (পুনর্ব্বার বসিয়া ও দেখিয়া) আহা! কি চমৎকার রূপ! বোধ করি ভূমণ্ডলে এরূপের উপমা নাই। ভাই, এমন রূপে তোমার মন মুগ্ধ হবে আশ্চর্য্য কি? (শ্লোক দেখিয়া) নীচে আবার কি লিখেছ? এ একটি শ্লোক যে? (শ্লোকপাঠ)।

শশধর ইন্দীবর আর কত কত
সুখকর বস্তু আছে এ জগতে। হয়
কিছু কারো মনোগত, কেহ কাতে রত
বিশেষে। লাগিল কিন্তু মনে যে সময়
অনুপম রূপ তব আর কিছু নয়
মনোমত সে অবধি মোর, অন্য জন
যা বলে বলুক্, মম চিতে এই লয়
ভুবন-সুন্দর, মন-নয়ন-রঞ্জন
জীবন-সর্ব্বস্ব নিধি হৃদয়ের ধন।

আহা! শ্লোকটিও দিব্য রচনা হয়েছে।

(নেপথ্য হইতে সঙ্গীত করিতে করিতে মন্দারিকার প্রবেশ।)

খাম্বাজ।—খেমটা।

গেলো প্রাণ রে স্বজনি, তাঁরে সঁপে মন ধন্।
পরের বেদনা পরেতো তা জানে না,
তবু বোঝেনা অবোধ মন্।
ছিল যে বাসনা সফল তা হলো না,
সুদ্ধু হতে হলো জ্বালাতন্।

মন্দা। (প্রণয়কোপে) মর্! আবার মত্ত্যে কোথায় গেলো, সৈতে পারিনে, রঙ্গ দেখে গা জ্বালা করে, যা বারণ কর্বো তাই কর্বে, বল্লেম বলি ছবি খানা কোথাও নিয়ে যাস্নে, তা আমার কথা শুন্বে। এই বাগানের ভিতর এলো দেখ্লেম, আবার কে জানে কোন্ দিকে মত্ত্যে গেলো। (দেখিয়া সচকিতে) ও মা! এখানে এঁরা বসে আছেন! (দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন)।

মক। কিগো মন্দারিকা, এত রাগত কেন?

মন্দা। না, এই—বলি বলি আপনাদের কলহংস এদিকে এসেছে?

মক। হাঁ, কেন সে কি করেছে?

মন্দা। অগো বল্বো কি অভাগ্যির কথা। এই দেখ মন্ত্রী মহাশয়ের মেয়ে মালতী আপন

হাতে একখানি ছবি লিখেছেন, সেখানি তাঁর বড়ই প্রিয়, তাঁর সখী লবঙ্গিকা সেই ছবি খানি আমাকে একবার দেখ্‌তে দিয়েছিলো, আমি ঘরে রেখেছিলাম; কলহংস তাই কেমন করে দেখ্‌তে পেয়ে সেখানি নিয়ে পালিয়েচে। কি জানি কোথা গেলো, এখন কত খুজলাম, লবঙ্গিকা না পেলে কত রাগ কর্‌বে, মালতী কত গাল্ দিবেন তাই ভেবে মচ্যি।

মক। কলহংসকে আমি এক কর্ম্মে পাঠিয়েছি, তা সে ছবিখানি এই যে এখানে রয়েছে, নিয়ে যাবে যাও।

মন্দা। (আনন্দিতার ন্যায়) আঃ! বাঁচলুম, এখন যার সামগ্রী তাকে গিয়ে দিই, তা হলেই আমার দায় খালাস। (পট গ্রহণ ও দর্শন করিয়া শঙ্কিতার ন্যায়) ওমা একি সর্ব্বনাশ? কে আমার মাথা খেলে? এতে আবার কে কারে লিখ্‌লে গা?

মক। মালতী যাঁকে লিখেছেন তিনিই আবার মালতীকে লিখেছেন, তায় ক্ষতি কি?

মন্দা। (হাস্যমুখে) তবেই তো গো, এ যে বিষম বিভ্রাট ঘট্‌লো। ওমা! এ আবার কি? এর

নীচে আবার কতগুলো কি হিজি বিজি কেটেছেন! কি দায় গা! এখন কি হবে, সে দেখে যে এখন মহা অনর্থ করূবে।

মক। না, না, তোমার কিছুই ভয় নাই,—এতে কেউ বিরক্ত হবে না। ভাল মন্দারিকা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল দেখি, মালতী সখাকে কেমন করে দেখ্‌লেন, আর কোথায় দেখ্‌লেন, যে তিনি এঁর প্রতিরূপ লিখ্‌লেন।

মন্দা। ও মা! আমি তা কেমন করে জান্‌-বো, তবে বুঝি উনি ঐ পথ দিয়ে যান এসেন, তাই লবঙ্গিকা জানালার কাছে ডেকে দেখিয়ে থাক্‌বে?

মক। হাঁ, ঠিক বলেচো, আমিও তাই মনে ভেবেছিলেম, আমরা মন্ত্রীমহাশয়ের বাড়ীর নিকট দিয়ে সর্ব্বদা যাতায়াত করি বটে। তা কোন কথাবার্ত্তা নেই মালতী যে অনায়াসে এক ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি লেখেন, এ তাঁর অতি অন্যায়, এর কারণ কিছু জানো।

মন্দা। এর কারণ আমি কেমন করে জান্‌বো, যিনি লিখেছেন আর যাঁকে লিখেছেন

তাঁরাই বুঝ্‌বেন। আমরা এই বুঝি যে মালতীর গলায় একটা বুড় বর পড়্‌বে, সেই মনের দুঃখ ভোল্‌বার জন্যেই এঁকে লিখে থাক্‌বেন। আর তাও বলি তাঁর রং, তাঁর তুলি, তাঁর মন, তিনি লিখেছেন, এতে অন্যায়ই বা কি? আমি এখন যাই, আবার লবঙ্গিকা আমায় খুজ্‌বে।

[প্রস্থান।

মক। কেমন সখা? বলি সব শুন্‌লে তো? তবে আর কি? এখন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার অনেক উপায় হলো।

মাধ। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, ও উপায়ে কি হতে পারে বল? (চিন্তা)।

নেপথ্যে মাধ্যাহ্নিক সঙ্গীত।

সারঙ্গ—তাল আড়া।

ভানুতাপে তাপিত ধরণী,
বিহগ সব হয়ে নীরব হরে কাল অমনি।
হইল ম্লানতর ফুল্ল ফুলদল, সুখী কেবল নীরে নলিনী,
পতি সোহাগে চারু হাসিনী।
নিভৃত শীতল বনে মৃগ নিকরে, প্রবেশ করে কাতর স্বরে,
শাখী উপরে ডাকে চাতকিনী।
দহিছে চরাচর খরতর কিরণে, পথিকগণে ছায়া বিহনে,
শাপে তপনে যম সম গণি।

মক। চল সখা, এখন বাসায় যাই, অনেক বেলা হয়েছে।

মাধ। তবে চল যাই। কি আশ্চর্য্য, যখন মদনোদ্যানে এসেছিলেম, তখন মন প্রাণ সকলি আপনার ছিল, এখন যাবার সময় সে সব কোথায় হারিয়ে চল্লেম! আমার এ কি হলো? আমি যে দিগে চাই, সেই কনক-পদ্মই আমার নয়ন-পথে উপস্থিত হয়। সখা, সেই চারু-শীলার চিন্তায় আমার মন দগ্ধ হচ্যে। ভাই, আমি এখন কিরূপে শীতল হই বল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালতীর গৃহ সম্মুখস্থ অলিন্দ।

(উৎকণ্ঠিতভাবে মালতীর পরিক্রমণ।)

মাল। (স্বগত) লবঙ্গিকা এখনো এলো না। তার এত বিলম্ব হচ্যে কেন? আমরা কোন্ কালে এসেচি, তার এখনো দেখা নাই। তাঁর

কাছে মালা ছড়াটি চেয়ে নিয়ে চলে আস্‌বে, তাতে এত বিলম্ব ? কি কচ্যে কে জানে। তাঁর সঙ্গে দেখা অবশ্য হয়েছে; তিনি বুঝি বা আমারি কথা জিজ্ঞাসাবাদ কচ্যেন তাই বিলম্ব হচ্যে। ভাল, তাঁরও মনটা কি কিছু অস্থির হয়েছে?—আর আমার মতন তাঁরও মন কি পুনরায় দেখ্‌তে বাসনা কচ্যে ? হয় তো সেই সব কথাই লবঙ্গিকার সঙ্গে হচ্যে—— হয় তো মালাছড়া তার হাতে দিয়ে বল্‌চেন, "সখি, এই নেও মালা, আমার মালতীর গলায় দিও, আর তাঁকে বলো, যে 'এই বকুল-মালার সঙ্গে আজ্‌ অবধি আমিও তাঁর হলেম'—— ঈস্‌! আমার মনের অভিলাষ তো কম নয়। আহা! বিধাতা এমন দিন কি দিবেন, যে প্রাণ-নাথের সঙ্গে আমার মিলন হবে, হয়ে আমি প্রাণেশ্বরকে নিয়ে আনন্দসাগরে ভাস্‌বো ? যা হোক্‌, এবার দেখা হোলে অম্‌নি তাঁকে কণ্ঠহার করে পর্‌বো, আর যত দিন বাঁচ্‌বো আপনার হৃদয়নিধি করে রাখ্‌বো। (সচকিতে) এ কি! ছি! ছি! আমি কি উন্মত্তা হয়েছি, না আমি সপ্ন দেখ্‌চি ? (উপবেশন) আমি যে কাল্পনিক

সুখে মত্ত হলেম। মনে কতো আশা হচ্যে, কত সাধ হচ্যে; কিন্তু এ সকল সাধ তো পূর্ণ হবার নয়; আমি তাঁকে ভাল বাসি বলে কি তিনিও আমাকে ভাল বাসেন। হুঁঃ! লবঙ্গিকার হাতে কি তিনি মালা দিবেন? এমন তো বোধ হয় না; বরঞ্চ উপহাস কৌতুক করে উড়িয়ে দিবেন, হয় তো বিরক্ত হবেন, কি দুটো অপমানের কথা বল্‌বেন। ওমা! ছি, ছি! কি লজ্জার কথা! বড় কুকর্ম্ম হয়েছে! আমি কেন লবঙ্গিকাকে পাঠালেম? তিনি কি মনে কর্‌বেন? লোকে শুন্‌লে কত নিন্দা কর্‌বে, পরিজন সকলে গঞ্জনা দিবে, গুরুজন তিরস্কার কর্‌বেন, আমি আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বো না। ছি, ছি! আমি কেন এমন কর্ম্ম কল্যেম? ধিক্ আমাকে! আমি ভাল মন্দ ফলাফল বিবেচনা কল্যেম না, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা কল্যেম না; কেবল সেই সুধাময় মনোহর রূপ দেখেই এক্‌কালে কুল, মান, জ্ঞান, সকলকে জলাঞ্জলি দিয়ে বস্‌লেম। আমার এ কিঁ হলো? আমার মন যে কোন ক্রমেই স্থির হচ্যে না।

হায়, হায়! আমি কেন তাঁকে দেখেছিলেম!
(অধোমুখী হইয়া সঙ্গীত।)

শঙ্করাভরণ—আড়া।

হায় কি লাগি হলে মন নয়নের অধীন,
এ কেমন ব্যবহার।
জান ত যেমন, আঁখির গুণ,
আমার হইয়ে নহে আমার।
হয়ে মম ধন কেন রে মন,
ভুলিলে তুমিও কুহকে তার।
নয়ন কারণে ভাব যে ধনে,
সে কি এ ভাবের ভাবি তোমার।
আঁখির মন্ত্রণা, বুঝে বোঝ না,
দিও না যাতনা সহে না আর।

আঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আর কি। সেই ভুবনমোহন মূর্ত্তিই আমার কালস্বরূপ হয়ে উঠ্‌লো। এখন কি করি?——দূর হোক্! আর ভেবে কি কর্‌বো? যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

(মাল্য পশ্চাতে গোপন করিয়া লবঙ্গিকার প্রবেশ এবং কম্পিত ম্লানভাবে অবস্থিতি।)

মাল। (লবঙ্গিকাকে দেখিয়া) এই যে, এস এস সখি, তবে সম্বাদ কি বল?——কেন? তোমাকে এমন ম্লান দেখ্‌চি কেন?——কিছু

বল্‌চো না যে? যার জন্যে গেলে তার কি করে এলে বলো দেখি?

লব। আর ভাই, আমার পরিশ্রমই সার হলো, মালা তো পেলেম না। তিনি বল্যেন মালতী আবার কে? আমি চিনিনে, কাকে মালা দোবো। তা তাতে আর আমি কি বল্‌বো? চেয়ে ভারি অপ্রস্তুত হলেম; তার পর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে ফিরে এলেম, আর কি কর্‌বো?

মাল। হা বিধাতঃ! আমি যা ভেবেছিলেম তাই হলো। (অধোমুখে অবস্থিতি)।

লব। (ঈষৎ হাস্য বদনে) আর ভাই, মিছে দুঃখ করে কি হবে, পরের ধন না দিলে কি কর্‌বে বল——তা আর ভেবে চিন্তে কাজ নাই, এই নেও, তোমার সাধের মালা নেও। (মাল্য প্রদান)।

মাল। (সহাস্য বদনে) অ্যাঃ, এতোও জানো? আমি একে আপ্‌নার জ্বালায় মচ্যি তোমার কি এখন কৌতুকের সময়?

লব। কেন ভাই, তোমার আবার এতো জ্বালা কি হলো?

মাল। (সহাস্য বদনে) আর তোমার কথায় কাজ নাই, এখন বসো।

লব। হাঁ বসি এই। (উপবেশন)।

মাল। (মাল্য গ্রহণ ও দর্শন করত) সখি, ঠাউরে দেখেছ্‌ মালা ছড়াটী কেমন চিকণ গাঁথা হয়েছে।

লব। তা হবে না কেন ভাই? যার অমন রূপ, তার যে তেম্‌নি গুণ হবে তা আর আশ্চর্য্য কি?

মাল। ভাল সখি, বল দেখি মালাছড়াটীর এ দিক্‌টী এমন সুন্দর হয়েছে ও দিক্‌টে অমন হয় নি কেন?

লব। তা বল্‌বো? কিন্তু ভাই বল্যে রাগ টাগ কর্‌বে না বল?

মাল। না সখি, রাগ কর্‌বো কেন।

লব। দেখ প্রিয়সখি, সে কিন্তু ভাই তোমা-রই দোষ।

মাল। কেন? আমি আবার কি কর্‌লেম?

লব। নয় কেন? তিনি আপন মনে গাথ্‌ছিলেন ভাল হচ্ছিলো, তা তুমি গিয়ে যে ঘন ঘন কটাক্ষপাত কর্‌তে লাগ্‌লে তাতে তাঁর মনটী তুমি কেড়ে নিলে, কেমন করে আর ভাল

হয় ? ও কটাক্ষ কি সামান্য কটাক্ষ, ওতে কত মুনি ঋষির মন ভুলে যায়, তা সে তো এক জন সামান্য পুরুষ।

মাল। সখি, ক্ষান্ত হও, আর তোমার ব্যঙ্গয় কাজ নাই। তিনি কি আমাকে একবার দেখেই জ্ঞানশূন্য হলেন ?

লব। প্রিয়সখি, আমি ব্যঙ্গ করিনে, তোমাকে দেখে অবধি যথার্থই তিনি অস্থির হয়েচেন, আর সেই জন্যই মালার আধখানা ভাল গাঁথা হয় নাই।

মাল। তাতে যদি ভাই অমন হয়ে থাকে তা হলে ঐ মন্দ দিক্‌টীই আমার ভাল।

লব। (সহাস্য বদনে) হাঁ, তা তো হবেই গো, তা এখন গলায় পরো।

মাল। হাঁ সখি পরি (মাল্য পরিধান)। তা আর কোন কথা হলো ?

লব। না ভাই, আর কথা বার্ত্তা কি হবে ? আমি তোমার পরিচয় দিয়ে মালা চাইলে অমনি গলায় থেকে খুলে দিলেন।

মাল। কিছুই বল্‌লেন না।

লব। বল্‌বেন আর কি ? তবে একটী কথা

ভাই বেস্ বলেচেন, সেটি লক্ষ কথার এক কথা, কিন্তু তা আমি তোমার কাছে বল্‌বোনা।

মাল। (আগ্রহাতিশয়ে) কি বল্ না সখি, তোমার পায়ে পড়ি বলো।

লব। ও কি কথা ভাই, অমন করে বল্‌তে আছে? তা শোন বল্‌চি। আমি বল্‌লেম মালা ছড়াটীতে আপনার গলাটীর কেমন শোভা হয়েছিলো, খুলে দিলেন যেন শূন্য শূন্য বোধ হচ্যে, তা তিনি বল্‌লেন "কেন সখি, বকুল-মালা খুলে দিলেম এখন আশা যে এইবার মালতী-মালা পর্‌বো, তা শূন্য হবে কেন?" (সহাস্য বদনে) কেমন কথাটী বলেচেন বলো?

মাল। তা ওতে কি হলো? এমনও তো হতে পারে তাঁর আর এক ছড়া মালতীফুলের মালা আছে তাই এখন পর্‌বেন, ওতে পষ্টতো কিছুই বোঝা গেলো না?

লব। প্রথম দর্শনে এ অপেক্ষা পষ্ট আর কি চাও ভাই? তুমি যেন তাঁকে আর পাঁচ বার দেখেছো, তাঁর এই নূতন দেখা বৈ ত নয়।

মাল। তা ভাই তুমি আমাকে যা বলে ভোলাও।

লব। কেন, এ আর ভোলানো কি? তুমিও তো স্বচক্ষে সে ভাবভঙ্গী দেখে এসেছ?

মাল। হাঁ দেখিছি, কিন্তু সে তাঁর স্বাভাবিক হলেও তো হতে পারে?

লব। (হাস্য করিয়া) তবে ভাই তোমারও ওগুলি স্বাভাবিক।

মাল। তা সে যা হোক। তার পর কি হলো? আর কোন কথা হয়েছিল?

লব। না প্রিয়সখি, আর বড় আমি সে কথায় দাঁড়াতে পাল্যেম না।

মাল। কেন, আর একটু থাক্‌লে না কেন?

লব। থাক্‌বো কি, আবার মন্দারিকার হাতে তোমার লেখা সেই চিত্রপট খানি দিতে যেতে হলো।

মাল। কেন, তার হাতে দিতে গেলে কেন?

লব। কেন তা বল্‌বো, এই কলহংস বলে মাধবের একটী ভৃত্য আছে, তার সঙ্গে মন্দারিকার না কি বড় ভাব; অতএব মন্দারিকা অবশ্যই তাকে দেখাবে, তা হলে মাধবও দেখ্‌তে পাবেন, এই ভেবেই আমি তার হাতে দিয়ে এলেম।

মাল। (স্বগত) সে কি তাঁকে দেখাবে? (প্রকাশে) চিত্রপট দেখে মাধবের কি লাভ হবে? ছি ভাই, সেটা ভাল হয় নাই। তা কেন কর্‌লে? তিনি না জানি কি মনে কর্‌বেন।

লব। মনে আর কর্‌বেন কি? তিনি তোমার অদর্শন দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত আছেন, তা তোমার হস্ত-লিখিত আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌লে তাঁর সন্তাপিত হৃদয় কিঞ্চিৎ সুশীতল হতে পার্‌বে এই অভিপ্রায়ে আমি চিত্রপট খানি——

মাল। না না, সে ভাল হয় নাই,আমার ভাই ভারি লজ্জা কচ্যে, তুমি সে খানি মন্দারিকার কাছ থেকে নিয়ে এসো গে—যাও।

লব। (হাস্যমুখে) আচ্ছা তবে যাই।

[প্রস্থান।

মাল। (স্বগত) ভরসাও দেখ্‌চি, ভয়ও দেখ্‌চি, কিন্তু ভরসা অপেক্ষা ভয়ের ভাগই অধিক। কি করি এখন উপায় তো কিছু দেখ্‌তে পাইনে; অন্তঃকরণটা কি হয়ে উঠ্‌লো কি জানি, আমাকে অত্যন্ত অস্থির কল্যে যে!

(সঙ্গীতচ্ছলে রোদন।)

কীর্ত্তন—তেহট।

কেন এমন হইলো মন্ তাহারে হেরিয়ে নয়নে,
করি কি এখন।
আমি যার সুখে হব সুখী, বল সে বিনে কেমনে থাকি,
বোঝে না নয়ন।
বিধি করেছে অবলা নারী, তাতে দুখানলে জ্বলে মরি,
না হয় নিবারণ।
কৈনে মনদুখ কারকাছে, পাছে প্রকাশিলে লোকে হাসে,
হলেম জ্বালাতন॥

(লবঙ্গিকার পুনঃপ্রবেশ।)

লব। এই নেও, আমাকে আর বড় যেতেও হলো না, মন্দারিকা আপনিই দিতে আস্‌ছিল, পথে দেখা হলো, তিনি শুন্‌লেম এর মধ্যে দেখে ফেলেছেন (চিত্রপট অর্পণ)। যা হোক এই নেও ভাই, তোমার ধন তুমি পেলে।

মাল। (গ্রহণ করত দেখিয়া) এ কি? এ আবার কে কল্যে? আমার প্রতিমূর্ত্তি এর পাশে কে আঁক্‌লে?

লব। কৈ দেখি? —তাই তো; তা আর কে

আঁক্‌বে, তুমি যাকে এঁকেছ তিনিই তোমাকে এঁকে থাক্‌বেন।

মাল। তবে কি বিধাতা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন, না সেটি ছলনা মাত্র?' এর নীচে আবার লেখা কি? একটি শ্লোক যে। এই দেখ সখি, কেমন একটি শ্লোক লিখেচেন। (শ্লোক পাঠ)।

শশধর ইন্দীবর আর কত কত
সুখকর বস্তু আছে এ জগতে। হয়
কিছু কারো মনোগত কেহ কাতে রত
বিশেষে। লাগিল কিন্তু মনে যে সময়
অনুপম রূপ তব আর কিছু নয়
মনোমত সে অবধি মোর; অন্য জন
যা বলে বলুক্, মম চিতে এই লয়
ভুবন-সুন্দর, মন-নয়ন-রঞ্জন
জীবন-সর্ব্বস্ব নিধি হৃদয়ের ধন!

লব। এই তো পড়্‌লে সখি, এখন কি বোধ হয়?

মাল। আহা হা হা! রচনার কি মাধুর্য্য! ভাল, বিধাতা যাঁকে গুণ দেন তাঁকে কি সকল

গুণই দিয়ে থাকেন! (স্বগত) আহা নাথ! তোমার সকলি ভাল কেবল তোমার অদর্শনই ভয়ানক দুঃসহ সন্তাপদায়ক! তোমাকে যে না দেখেছে সেই নারীই ধন্য। (অধোমুখে অবস্থিতি)।

লব। কেন প্রিয়সখি এমন ম্লান-মুখে রৈলে, এতো সদুপায় হচ্চে তবে তুমি দুঃখ কচ্চো কেন? তুমি যার জন্য এত কাতরা, ভগবান কন্দর্প তাঁকেও তো তোমার বিচ্ছেদে কাতর করে তুলেছেন, তবে আর ভাবনা কি? তিনিই আপনি ক্লেশ দূর কর্‌বার জন্য ভগবান কন্দর্পকে সাধনার দ্বারা প্রসন্ন কর্‌বেন, সুতরাং তোমার ও ক্লেশ দূর হতে পারবে।

মাল। না না সখি, তাঁর ক্লেশ যেন না হয়, আমারি অদৃষ্টে যা আছে হোক। আমার আর ভর্‌সাই বা কি বল? রাজাও বিরুদ্ধ আর পিতা মাতা ও আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তবে তোম্‌রাই বা এতে কি সহায়তা কর্‌তে পার্‌বে; ফলে এ যে দুরাশা মাত্র তা আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু কি করি, সখি আমার মন কোন মতেই বোঝে না। হায়!

আমার এ কি হলো ? যে বস্তু আমার হবার নয় তাতে আমার এতো অনুরাগ হলো কেন ? সেই অনুরাগ নির্ধূম অনলের ন্যায় নিরন্তর আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ কচ্যে। সখি, এ যাতনা আমি আর সহ্য কত্যে পারিনে। (রোদন)।

লব। প্রিয়সখি, অতো ব্যাকুল হও কেন ? অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, কিঞ্চিৎ কাল সহ্য কর ; এ অনল তোমাদের উভয়ে একত্র হলেই নির্ব্বাণ হবে। ভাল সখি, তা গোপনে কোন উপায় কর্‌লে হয় না ? তুমি যদি বলো তো তারই কোন চেষ্টা করি—কি বল—কৈ, তাওতো কিছু বল্‌চো না ; তবে আর কি কর্‌বো বল, শুধু এতো ব্যাকুল হলে কি হবে, ব্যাকুল হওয়ায় কেবল আপনার শরীর নষ্ট হবে বৈ তো নয়।

মাল। যাও, যাও, আর তোমার উপদেশ দিতে হবে না, মালতীর শরীরই বুঝি বড় বুঝেছ ? প্রাণধন বিনা শরীর থেকে কি লাভ ? আর এমন জীবন থেকেই কি হবে ? যাঁর সং-সর্গই আমার সুখের মূল, তাঁর বিহনে আমার জীবন ধারণ করা কেবল যন্ত্রণা ভোগ বৈ

তো নয়। দেখ সখি, এখন নিশিতে শশিকলা আমার প্রতি অগ্নিকণ্প কিরণ বর্ষণ কচ্চ্যে, সুশীতল চন্দন-রস দেহ দাহ কচ্চ্যে, কোকিল কর্ণমূলে বজ্রাঘাত কচ্চ্যে, দুর্দ্দান্ত মদন পঞ্চশরে অন্তঃকরণ জর্জ্জরীভূত কচ্চ্যে।——করুক্! দেখি এরা কতদূর কর্‌তে পারে! মৃত্যু পর্য্যন্ত বৈ তো নয়, আর কি কর্‌বে? দেখ, জীবন কিছু চিরস্থায়ী নয়, দেহও নিত্য পদার্থ নয়, তা বলে, যাতে পিতা মাতার অপমান হবে, কুলে কলঙ্ক জন্মিবে এমন কর্ম্ম আমি কখনই কর্‌তে পার্‌বো না। তাতে জীবন না থাকে সেও স্বীকার। আর দেখ সখি, মৃত্যুই এখন আমার বাসনা, কারণ এখন বেঁচে থাকাই আমার মরণ, আর মরণই আমার পক্ষে পরম বিশ্রাম লাভ।

লব। তবেইতো, এখন উপায় কি হবে? তা—

(মন্দারিকার প্রবেশ।)

মন্দা। দিদি ঠাকুরুণের সঙ্গে ভগবতী দেখা কর্‌তে আস্‌চেন।

লব। কে? ভগবতী কামন্দকী?

মন্দা। হাঁ?

মাল। আচ্ছা, এখানেই আস্‌তে বলো।

মন্দা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

মাল। সখি, শীঘ্র ঐ চিত্রপট খানা গোপন করে রাখ, কি জানি ভগবতী দেখ্‌তে পেলে কি মনে কর্‌বেন।

মন্দা। হাঁ, ভাল বলেছ। (চিত্রপট গোপন)। ভাল প্রিয়সখি, একটা কথা বলি, ভগবতীকে এর কোন উপায় কর্‌তে বল্‌লে হয় না? আমি বলি ওঁকে এ কথা বলা যাক্।

মাল। না, না, ওঁকে ও কথা বল্যে কি হবে। (অধোমুখে অবস্থিতি)।

লব। তবেই তো কি করা যায়? (চিন্তা)।

(কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রবেশ।)

কাম। (প্রবেশ করিতে করিতে জনান্তিকে) আহা অমাত্যের উত্তরের কি কৌশল! বলেছেন "মহারাজ, আপনার কন্যা, আপনি যা করেন" এতে রাজাও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, অথচ তাঁর কিছুই স্বীকার করা হয় নাই, কারণ মালতী তো রাজার কন্যা নন।

অব। (জনান্তিকে) ভগবতি, এ দিগে মালতীর অবস্থাটা একবার দেখুন্।

কাম। (দেখিয়া জনান্তিকে) তাই তো, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শরীর শীর্ণ ও অবসন্ন, কেশ সকল আলু থালু, বসন শৈথিল্য, নিশ্বাস দ্বারা যেন হৃৎ-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গ উত্থিত হচ্চে।——এই যে, আবার সেই বকুল ফুলের মালা ছড়াটিও যত্ন করে গলায় পরেছেন। আহা! দেখে আহ্লাদও হয়, দুঃখও হয়।

(উভয়ের আগমন)।

মাল। (দেখিয়া গাত্রোত্থান) এই যে ভগবতী এসেছেন। আসুন্, আসুন্, প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) বসুন্।

কাম। এসো বাছা, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, বসো (সকলের উপবেশন)।

মাল। ভগবতি, ভাল আছেন?

কাম। (সনিশ্বাসে) হাঁ——আছি অমনি।

অব। ওঁর আর ভাল মন্দ কি? তোমাদের ভালতেই ওঁর ভাল।

কাম। (পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস) গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব।

মাল। ভগবতি, আপনাকে আজ এমন বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন?

কাম। না, বিষণ্ণ আর কি, তা নয়, তবে কি না এই মাত্র একটা কথা শুনে অবধি মনটা যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

লব। আপনার মন চঞ্চল হয়েছে, এমন কথা কি শুন্‌লেন?

কাম। বল্‌বো কি বাছা, বল্‌তে গেলে আমার এ চীরবাসের বিরুদ্ধ পরিচয় দিতে হয়।

লব। কি, হয়েছে কি?

কাম। শুন্‌লেম রাজার অনুরোধে না কি অমাত্য ভূরিবসু নন্দনের করে মালতীকে সমর্পণ কর্‌বেন, স্থির করেছেন।

মাল। (স্বগত) পিতা তবে যথার্থই আমাকে রাজার উপহার কর্‌লেন।

লব। হাঁ, আমি-ও শুনেচি বটে। আঃ! লোকে যে কর্ত্তাকে নিন্দাটা 'কচ্চে, তা কাণে শুন্‌তে নাই।

কাম। হাঁ, বর পাত্রটা মালতীর যোগ্য হলোনা বটে, তা আর কি হবে, পিতার যা

অভিপ্রায় তাতে অবশ্যই স্বীকার কর্‌তে হয়, বিশেষ বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন হবার নয়।

অব। কি আশ্চর্য্য! অমাত্যের মনে কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই? এ কি; এমন রূপ, এমন গুণ মেয়ের, এ বিবেচনা কর্‌লেন না? আর বিবেচনাই বা কে কর্‌বে, যারা কুটিল বিষয়-বুদ্ধিতেই মগ্ন, আর যাদের অর্থতেই পরমার্থ বোধ, তাদের কি আর বিবেচনা আছে, না স্নেহ মমতাই আছে? তা থাক্‌লে অমন কুৎসিত কদাকার বুড়ো ধেড়ে এক মিন্‌ষেকে কেউ মেয়ে দেয়? নন্দনকে মেয়ে দিয়ে মনে করেছেন রাজার প্রিয় হবেন, তাই দিচ্যেন আর কি!

লব। (সানুনয়ে) ভগবতি, আপনি অনুগ্রহ করো্য যদি এর কোন উপায় কর্‌তে পারেন, তা হলেই তো রক্ষা; নচেৎ এ ঘোর বিপদে পরিত্রাণ নাই। আপনি এঁকে যে রূপ স্নেহ করেন তাতে আপনি এ বিষয়ে মনোযোগ না কর্‌লে, আমাদের আর কে আছে?

কাম। আমি কি কর্‌বো বল। এ কার্য্যের কর্ত্তা পিতা আর বিধাতা; তাঁদের উভয়ের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী এঁকে হতে হবে। যদি বল যে,

ঊর্ব্বশী শকুন্তলা প্রভৃতি কন্যারা পিতার অজ্ঞাত-সারে আপনারাই ইচ্ছাবরী হয়েছেন অথবা বাসবদত্তা তাঁর পিতার অবাধ্য হয়ে স্ব-ইচ্ছায় উদয়ন রাজাকে বিবাহ করেছিলেন, আর মনো-মত পতি পেয়ে চির সুখে কালাতিপাতও করে-ছিলেন, এ সকল প্রমাণ আছে বটে, কিন্তু সে সকল উপদেশতো আমি দিতে পারিনে। তা আর কি হবে? যখন রাজার এতো অনুরোধ আর পিতারও একান্ত মানস, তখন আর এঁর নন্দনের সঙ্গে বিবাহে অমত হওয়া বৃথা। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) গুরুদেব, গুরুদেব। যা হোক, অমাত্যের পক্ষে বড় ভালই হলো, মিত্রলাভ কর্‌লেন, এর পর কি আছে, তবে কি না আমার মালতী শশীকলার ন্যায় সেই রাহু স্বরূপ নন্দনের করে পতিত হলেন, এই বড় দুঃখ।

অব। ভগবতি এত বিলম্ব কচ্যেন, মাধব যে অসুখী আছেন, তা কি আপনার মনে নাই। চলুন্ আজ যাওয়া যাক্।

কাম। হাঁ এঁদের একবার দেখা শোনা হলো, এখন তবে চল। মালতি, বাছা আজ্ আমি আসি; এই বিবাহের সম্বাদটা পেয়ে

বড় মনটা উতলা হলো, তাই একবার এলেম্, বলি দেখে আসিগে, মালতী কেমন আছে।

মাল। ভগবতি, এখুনি যাবেন? বসুন্ না একটু।

লব। (মালতীর প্রতি জনান্তিকে) মাধবের পরিচয়টা এই সময় জেনে নেবো?

মাল। (জনান্তিকে) তোমার যা ইচ্ছা হয়।

লব। (প্রকাশে) ভগবতি, আপনি সর্ব্বদা মাধব মাধব করেন; ভাল, মাধব কে?

কাম। বাছা, সে কথা তোমাদের শুনে আর কি হবে?

লব। বলুন্ না শুনি।

কাম। সে যে অনেক কথার কথা। বল্‌বো? তবে শোন বলি। দেবরাত্ নামে কোন মহাত্মা বুদ্ধিজীবী ধর্ম্মপরায়ণ অতি যশস্বী ব্যক্তি, তিনি বিদর্ভাধিপতির প্রধান মন্ত্রী। মালতি, কেন তিনি যে তোমার পিতার সহাধ্যায়ী মিত্র, তাঁর নাম কি তুমি শোন নাই?

মাল। হাঁ হাঁ, পিতা তাঁর নাম সর্ব্বদা করে থাকেন বটে, শুনেছি।

কাম। শুনেছ তো? সেই দেবরাতেরই পুত্র মাধব। আহা! বাছা, মাধবের রূপ গুণের কথা

একমুখে বলে শেষ করা যায় না, সেটী সে দেশ হতে এসে আমার কাছে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন কচ্চ্যে, আমার কাছেই আছে। আমার মাধবের এমনি সরল প্রকৃতি, যে এই নগরের মধ্যে কত শত কুল-কামিনী তাঁর প্রতি মোহন কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করে, কিন্তু বাছা আমার কারোদিগে দৃষ্টিপাতও করে না, কেবল মকরন্দ নামে তাঁর যে একটি মিত্র আছে, তাঁরই সঙ্গে সর্ব্বদা শাস্ত্রের আলোচনা করে। আহা! আমার বাছা মাধবের শরীরে দোষটি মাত্র নাই।

লব। (জনান্তিকে) প্রিয়সখি শুন্‌লে? আমি আগেই তো বলেছি, পারিজাত নন্দন-কাননেই জন্মে।

(নেপথ্যে বৈতালিক সঙ্গীত।)

আলাহিয়া—কাওয়ালী।

দিনকর তাপ বাড়িল, ভূমি তাপিল,
শোষিত কুসুম নীহার।
আকুল করিগণ, মজ্জন কারণ,
ছাড়িল বিপিন বিহার॥
কাতর মহিষ, সরোবর পূরিল,
শতদল মর্দ্দিত তাহে।
ভ্রমর নিকর, হইয়ে অতি দীন,
বিলাপ করে অনিবার॥

কাম। আর আমি বস্‌তে পারিনে, এ দিকে বেলাটাও হলো আবার মাধব অসুস্থ আছেন, আমার প্রাণটি সেখানেই পড়ে রয়েছে. (গাত্রোত্থান)। বাছা মালতি, তবে আজ্ আমি আসি।

মাল। চল্যেন, তবে প্রণাম করি। (প্রণিপাত)। আবার শীঘ্র যেন দর্শন পাই?

কাম। হাঁ, আস্‌বো এক দিন।

লব। প্রিয়সখি, চল, আমরাও তবে গৃহান্তরে যাই।

মাল। হাঁ চল তবে?

[মালতী ও লবঙ্গিকার একদিকে প্রস্থান।

কাম। (অবলোকিতার সহিত অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) অবলোকিতে?

অব। আজ্ঞে!

কাম। এই তো, নিরপেক্ষভাবে এক প্রকার সূত্রপাত করা হলো, কেমন কথা বার্ত্তাগুলি হলো বলো, ভাল হয়েছে কি না? প্রথমতঃ নন্দনের প্রতি বিলক্ষণ দ্বেষ জন্মে দিয়েছি, এঁর পিতার স্নেহের প্রতিও কতক্ক সন্দেহ জন্মেছে, আবার ইতিহাসচ্ছলে প্রমাণ প্রদর্শন

করে সমীহিত সাধনের পথও দেখিয়ে দিলেম। আমাদের মনোগত ইচ্ছাও ব্যক্ত করা হলো, প্রসঙ্গ ক্রমে মাধবের পরিচয়টাও এক প্রকার দেওয়া হলো,এতে করে মাধব যে মহাকুলোদ্ভব, তা জানান হয়েছে, এবং মালতীর মনও বিশেষ আকৃষ্ট করা গেছে, এক্ষণে বিধাতার ভবিতব্যতা।

অব। হাঁ, তা বৈ কি।

[হাস্যবদনে উভয়ের প্রস্থান।



দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবালয় সমীপস্থ পুষ্পোদ্যান।

(এক দিক্ দিয়া বুদ্ধরক্ষিতা ও অন্য দিক্ দিয়া অবলোকিতার প্রবেশ।)

বুদ্ধ। (দেখিয়া) ও অবলোকিতে, বলি ভগবতী কামন্দকী কোথায় জানো? তাঁকে বাড়িতে তো দেখ্‌তে পেলেম না?

অব। কেন? তুমি কি কিছু জান না, আকাশ থেকে পড়্‌লে না কি? এখন তিনি দিবা নিশি কেবল মালতীরই কাছে আছেন, সকল দিন স্নান ভোজনও তাঁর সময়ে হয় না।

বুদ্ধ। হাঁ, তাতো জানি, তবে বুঝি এখনো সেই খানেই আছেন, তা তুমি গিছিলে কোথায়?

অব। আমি এক কর্ম্মে গিছিলেম, তা তোমার কাছে বল্‌তেই কি? আমি ভগবতীর আদেশে মাধবকে এই রক্তাশোক কুঞ্জে আস্‌তে বলে এলেম?

বুদ্ধ। কেন?

অব। আজ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, তাই ভগবতী শিবপূজা কর্‌বার ছল করে মালতীকে এখানে আন্‌বেন, এনে কোন ছলে কৌশলে তাঁর সঙ্গে আবার মাধবের সাক্ষাৎ করিয়ে দিবেন—যেন সে ঘটনাটা হঠাৎ হয়ে উঠ্‌লো, তা তুমি এখন কোথা যাচ্য?

বুদ্ধ। আমিও মদয়ান্তিকাকে এই শঙ্করের মন্দিরে শিব পূজা কর্‌বার নাম করে আন্‌তে যাচ্ছি? তাই ভাব্‌লেম, যে এক বার ভগবতীর সঙ্গে দেখা করে যাই, তা কৈ, তিনি তো এখানে নাই, আর দেখা হলো না।

অব। ভাল, ভগবতী তোমাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়েছেন তার কি হলো বল দেখি শুনি?

বুদ্ধ। তার অনেক সুযোগ হয়ে এসেছে, মকরন্দের গুণ-কথা সর্ব্বদা প্রসঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে মদয়ান্তিকার মন এম্‌নি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে যে তাঁকে একবার দেখ্‌বার জন্যে সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

অব। ভাল ভাল, তবে তো কাজ এগিয়েছে, তা তুমি যে কর্ম্মে যাচ্য যাও, আর বিলম্ব করো

না। আমিও যাই, পূজার সকল উদ্যোগ করি গে।

[উভয়ের ভিন্নপথে প্রস্থান।

(কামন্দকীর প্রবেশ।)

কাম। (স্বগত) মালতী স্বভাবতই সলজ্জ-প্রকৃতি, বিশেষতঃ আমাকে অতিশয় সম্ভ্রম করে, কিন্তু এই কয়েক দিবস আমি অনবরত যাতায়াত করায় এক প্রকার বিশ্বস্ত সখীর ন্যায় হয়ে উঠিছি। নানা উপদেশে অন্তঃকরণ এমনি আকৃষ্ট করেছি যে, এখন আর আমাকে না দেখ্‌লে বাঁচে না, নিকটে গেলে যেন প্রাণ পায়, আস্‌তে চাইলে হঠাৎ ছেড়ে দেয় না, কত অনুরোধ করে, কত মাথার দিব্যি দেয়, দিয়ে আবার কখন্ যাবো স্বীকার করিয়ে নেয়, যা চাই তাই দেয়, যা বলি তাই করে, আবার আমি যখন শকুন্তলা প্রভৃতির প্রণয়ঘটিত উপাখ্যানগুলি অবান্তরে বর্ণন করি, অবহিত মনে তা শোনে, শুনে মনের অভিলাষ তো একেবারে প্রকাশ কর্‌তে পারে না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আমার কোলেতেই অমনি মাথাটি

রেখে শয়ন করে, করে আবার সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ করে। তাদের কি হয়েছিল, পরিণামেই বা কি হঁলো, সব আদ্যোপান্ত শোনে, শুনে নীরব হয়ে থাকে। দেখ্‌লে এমনি ভাবটি বোধ হয় যেন কি মনে ভাব্‌চে। এতো দূর তো হয়েছে, এখন দেখি আজ্‌কার ঘটনায় আরো কি হয়ে উঠে। (দূরে দেখিয়া) ঐ যে মালতী আস্‌ছেন। (প্রকাশে) এস বাছা, এই দিগে এস।

(লবঙ্গিকা-সহ মালতীর প্রবেশ।)

আগে যাও দেখি, পূজার জন্যে ঐ গাছগুলি থেকে চাড়্‌টি ফুল তুলে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ কিঞ্চিৎ বিল্বপত্র গন্ধাদি আহরণ করি, তার পর তোমাকে পূজা কত্তে নিয়ে যাব।

মাল। যে আজ্ঞে।

[কামন্দকীর প্রস্থান।

মাল। (লবঙ্গিকা-সহ পুষ্পচয়ন করিতে করিতে চতুর্দিগ্‌ দেখিয়া) হাঁ সখি, তাই বল্‌ছিলেম, বলি পিতা আমার কি নির্দ্দয়? তাঁর কিছুমাত্র দয়া নাই।

লব। তা বৈ কি ভাই, দয়া যদি থাক্‌বে, তবে আর ভাবনা কি? তা আর কি কর্‌বে বল? অন্য কোন উপায়ও তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে। তবে ভগবতী যদি এর কিছু উপায় কর্‌তে পারেন তা হলেই তো রক্ষা, তা আমি ওঁকেই একবার ভাল করে্য ধরি, কি বলো?

মাল। (দীর্ঘ নিশ্বাস) উনিই বা এর কি উপায় কর্‌বেন? সখি, আমার মত হতভাগিনী কি আর আছে? (পুষ্পচয়ন।)

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধ। (স্বগত) ভগবতী আমাকে এখানে আস্‌তে আদেশ করেছেন, তা তিনি কোথায়? (দেখিয়া) লবঙ্গিকা যে এখানে? (দেখিয়া সচকিতে) মালতীও যে? বুঝেচি; এ ভগবতীর বুদ্ধির কৌশল। আহা! প্রিয়ার মূর্ত্তি আমার নয়নের রসাঞ্জন, অন্তঃকরণেরও অয়স্কান্ত মণি——। (ক্ষণকাল দেখিয়া) ভাল, আজ্ মালতীর এ নূতন ভাব দেখ্‌ছি কেন? সন্তাপ-সম্পর্কে মৃদিত চম্পক-কুসুম-দলের ন্যায় অঙ্গ অতি অলস অথচ অপূর্ব্ব লাবণ্যময়। আহা!

কি মনোহর ভাব ! তা এখানে লুকিয়ে থেকে একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। (বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিতিপূর্ব্বক সাভিলাষে দৃষ্টিদান।)

(পুষ্পাচয়ন করিতে করিতে মালতীর মৃদুস্বরে সঙ্গীত।)

লুম ঝিঁঝোটী—আড়া।

কেন হলো হেন বিচলিত মন,
সে জনে হেরে পাপ নয়নে।
না হেরিলে ছিল ভাল, হেরে হল কাল,
একি ঘটিলো জ্বালা বাঁচি কেমনে॥
প্রকাশিতে নারি ত্রাসে, পাছে লোকে হাসে,
আর না সহে এতো দুখ জীবনে।
মমতা স্বজনগণে, মান গুরু জনে,
গেল সকল মোর, তার কারণে॥
কিছুতে না সুখ বাসি, আঁখি নীরে ভাসি,
প্রাণ দহিছে সদা দুখ দহনে॥

লব। প্রিয়সখি, এতো ব্যাকুল হয়ো না, দেখা যাক্, এতই নিরাশ হচ্যো কেন ? চল, ঐ গাছ কটিতে অনেকগুলি ফুল ফুটেছে তুলে আনি গে।

মাল। চল সখি, যাই। (সেই দিগে গমন ও পুষ্পচয়ন)।

মাধ। আ মরি মরি, প্রিয়ার কণ্ঠের কি মধুর ধ্বনি! শুনে আমার শরীর কদম্বকোরকের ন্যায় লোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো।

(বিল্বপত্রাদি লইয়া কামন্দকীর প্রবেশ।)

কাম। মালতি?

মাল। আজ্ঞে।

কাম। বাছা! যথেষ্ট হয়েছে। এসো, সুকুমার শরীরে আর পরিশ্রম করো না, দেখ তোমার অঙ্গ অবসন্ন প্রায় হয়ে পড়েছে, মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মবিন্দুগুলি মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় উদয় হয়েছে, নয়ন দুটিও যেন মুকুলিত হয়ে এসেছে। (হাস্যবদনে) বল্‌তে কি, বল্লভজন-সন্দর্শনে নব নায়িকার যেমন ভাবটি হয়, বাছা, তোমার যেন ঠিক তাই হয়েছে।

লব। (হাস্য করিয়া) ভগবতী ঠিক বলেছেন; আমিও তাই দেখ্‌চি। (মালতীর লজ্জায় অধোবদন)।

কাম। বাছা, এই আমার নিকটে এসে বসো,

দেখ্‌চি তোমার অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে, তা এখানে এসে বরং একটু বিশ্রাম কর, আমি ততক্ষণ একটী গল্প করি শোন।

মাল। (লবঙ্গিকা-সহ নিকটে আসিয়া উপবেশন) আজ্ঞা করুন্।

কাম। এই দেখ বাছা, বিদর্ভ দেশের রাজার প্রধান মন্ত্রীর পুত্র মাধব নামে একটী সুকুমার কুমার আছে। এই তোমাকে আমি যেমন ভাল বাসি, তাকেও তেমনি ভাল বেসে থাকি।

লব। আমরা তা শুনেছি।

কাম। হাঁ, শুন্‌বে বৈ কি, আমি তার কথা এক দিন তোমাদের কাছে প্রসঙ্গক্রমে বলে-ছিলেম না?

লব। হাঁ, বলেছিলেন বটে।

মাধ। (স্বগত) বোধ হয় ভগবতীর এটী কপট নাটকের প্রস্তাবনা।

কাম। তারি কথা বল্‌চি। এই মদনোদ্যান যাত্রার দিন অবধি সেই মাধবের অন্তরে কি এক প্রকার পীড়া হয়েছে, সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে কিছুই বলে না, কিন্তু সকল বিষয়েই যেন ভগ্নোৎসাহ, কোন রম্য বস্তুতেও

তার আর প্রীতি নাই, যেন সুখাভিলাষ সমুদয় বিসর্জ্জন করেছে, এমন যে মনোহর বর্ণ তা যেন চিন্তায় দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আস্‌চে, শরীরও ক্রমে কৃশ হয়ে পড়েছে, অধিক বল্‌বো কি, সে যেন আপনাতে আর আপনি নাই।

মাল। এর কারণ কি?

কাম। (হাস্যবদনে) এর কারণ—তুমি—লোকে তো এই বলে। আর তা হলেও হতে পারে। সেই মদনোদ্যান যাত্রার দিন (অঙ্গু-ল্যগ্রে মালতীর চিবুক উত্তোলন করিয়া) মাধব কি এই মুখ-শশী নিরীক্ষণ করেছিলো?

লব। হাঁ ভগবতি, করেছিলেন বটে, আমি দেখেছি।

কাম। তবে আর সন্দেহ কি আছে? এতো মুখ নয়, এ যুবজনের মন বশীকরণের রত্ন বিশেষ, তবে আর বাছা—মাধবের দোষই বা কি? যতই ধৈর্য্য গম্ভীর্য্যশালী হোক্ না কেন, এ মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর্‌লে, কোন্ পুরুষ আপনাকে আপনি না হারায়। আহা! অভিলাষ তো পূর্ণ হবার নয়, বাছা—মাধব তাইতেই একেবারে জীবনাশা পরিত্যাগ করে

বসেছে। এখন কপালে কি ঘটে বল্‌তে পারিনে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) গুরুদেব, গুরুদেব!

মাধ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ভগবতী আমার মনের ভাব সকলই জেনেছেন।

লব। ভগবতি, আপনি মাধবের কথা যদি বল্যেন, তবে আমাকেও লজ্জা খেয়ে বল্‌তে হলো। দেখুন, এক দিন প্রিয়সখী প্রথমে গবাক্ষ-দ্বারথেকে সেই মাধবকে পথে যেতে দেখে ছিলেন, দেখ্‌বামাত্রে এঁর নয়ন মন মাধবে এমনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে যে তদবধি সেই চিন্তাতেই আছেন, আর কারো সঙ্গে ভাল করে কথা কন্‌না, ক্রীড়া কৌতুক তদবধিই প্রায় সকলি পরিত্যাগ করেছেন, কেবল কর-কমলে কপোল সমর্পণ করে তদ্গত চিত্তে তাঁরই চিন্তায় দিন যাপন করেন, রাত্রি-তেও নিদ্রা নাই তাও দেখেছি, মাধবের মুখচন্দ্র ইনি নিজ হৃদয়ে সদা সমুদিত রেখেছেন, তথাপি সর্ব্বদাই মোহ-তিমিরে আবৃত, সম্প্রতি আবার মদন-যাত্রার দিন সেখানে উভয়েরই পরস্পর চারি চক্ষু একত্র হয়েছিল, তাতে প্রিয়-সখী ভগবান্‌ অনঙ্গের শরাসন-গোচর হয়ে যে

কতদূর ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন তা বর্ণন করা যায় না।

কাম। (ঈষদ্ধাস্যমুখে) বল কি লবঙ্গিকে ?

লব। ভগবতি বল্‌বো কি ? প্রিয়সখী এখন শরীরে চন্দ্রকিরণ স্পৃষ্ট হলে কমলিনীর ন্যায় ম্লান হয়ে পড়েন, মাধবের প্রতি এঁর এমন অনুরাগ জন্মেছে এই স্বচক্ষে দেখুন, সে মুখশ্রী কোথায় ? সে স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, দেখুন দেখি, ক্রমে ক্রমে বিবর্ণ হয়ে আস্‌চে কি না ? প্রিয়সখী এখন কৃষ্ণপক্ষের শশি-কলার ন্যায় দিন দিন কৃশ হয়ে পড়্‌চেন, আর পূর্ব্ব হাস্য পরিহাস যেন একেবারে ভুলে গিয়েছেন ; আমরা সেই মধুর হাস্য দেখ্‌বার নিমিত্ত কতই যত্ন করি, কিন্তু ঐ আস্য-চন্দ্রে আর হাস্য-সুধা ক্ষরিত হয় না। যে পথ দিয়ে মাধব গমন করেছিলেন সেই পথেই দৃষ্টি দিয়ে কালক্ষেপ করেন, ডাক্‌লে ডাক্ শোনেন না, মাধবের কথা যে সখী সর্ব্বদা বল্‌তে পারে সেই এঁর প্রিয়, অধিক প্রমাণ আর কি দেখাবো ; মাধবের হস্ত-গ্রথিত এই বকুল-মালা ছড়াটী দেখুন (বকুল মালা প্রদর্শন)। এ ছড়াটী শুষ্ক

হয়ে পড়েছে তথাপি যত্নে হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছেন।

কাম। (বিস্মিতার ন্যায়) ওমা, তাই তো! এ কি? (মালতীর মুখপ্রতি দৃষ্টি)।

মাধ। (দেখিয়া স্বগত) ভাই বকুল-মাল্য, তোমারই সার্থক জন্ম, আমার করে নির্ম্মিত হয়ে গিয়ে প্রিয়ার হৃদয়ের সামগ্রী হলে, কিন্তু আমি কোথায় রৈলেম বল দেখি।

লব। ভগবতি, আপনাকে আর অধিক কি বল্‌বো? মাধবের প্রতি যে রূপ এঁর অনুরাগ দেখা যাচ্যে, অভিলাষ যদি পূর্ণ না হয় তা হোলে এঁরও জীবনে সন্দেহ।

কাম। (সহাস্য বদনে) তবেই তো গো, এখন কি করা যায়? (কিঞ্চিৎ চিন্তিতার ন্যায় থাকিয়া) আর তাও কিন্তু বলি, মালতী যে গুণ চেনেন, গুণপক্ষপাতিনী হয়েছেন, এতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। না হবে কেন বলো? এমন কন্যার যদি ওরূপ পাত্রে অনুরাগ না জন্মিবে তবে বিধাতা যোগ্য যোজনার আর উপায় কি পাবেন?

লব। এখন আমাদের আশু উপায় কি তা

বলুন্, এর উপায় আপনি না কর্‌লে আমাদের আর্ কে আছে ?

কাম। হাঁ, তা তো বটে, কিন্তু বাছা, আমিই বা এর উপায় কি কর্‌তে পারি বলো। এ বিষয়ের কর্ত্তা বিধাতা, তার পর পিতা ; আর রাজা ও বটেন, কিন্তু মালতীর অদৃষ্টক্রমে এঁর পিতা আর রাজা এঁরা দুজনেই বিবেচনা-বিহীন হয়েছেন। এখন বিধাতাও যে কি করেন, তাঁর মনে কি আছে, কে বল্‌তে পারে।

লব। ও কথা আমরা শুন্‌বোনা, আপনাকেই এ বিষয়ের কোন উপায় করে দিতে হবে।

কাম। তাই তো, তোমরাতো আমাকেই বল্‌বে, তা আমি এখন উপায় কি করি তাই ভাব্‌চি (চিন্তা)।

নেপথ্যে। ও বাপ্ রে, গেলেম্ রে, ধর্‌লে রে, খেলে রে, ঐ বাঘ, ঐ এলো, ঐ ঐ এলো, এলো, বাঘ—বাঘ—বাঘ, ও মা ও মা হায়! কি হবে! আমি কোথা যাবো! বাঘ—বাঘ, উঃ! কি সর্ব্বনাশ! খেলে আর কি! আজ গেলেম আর কি! (সকলে সশঙ্কিত)।

মাল। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! আমরা কোথা যাবো!

মাধ। বৃক্ষের অন্তরাল হইতে হঠাৎ বেগে বহির্গত হইয়া প্রকাশে) কৈ, কৈ, বাঘ কোথা। (কটি-বন্ধন ও করবাল নিষ্কোষ করণ। সম্মুখে দেখিয়া) এ কি, তোমরা এখানে যে? কি সর্ব্বনাশ! তা ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আছি, স্থির হও, স্থির হও। (মালতী লজ্জায় অধোবদন)।

(সত্বর সভয়ে বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।)

বুদ্ধ। (শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে) বা——আঁ——আ——আগ? কি হবে, মদয়ন্তিকা গেল। (সকলের অত্যন্ত ত্রাস)।

মাধ। কৈ বাঘ, কৈ বাঘ।

বুদ্ধ। (সভয়ে) ওগো, ঐ গো ঐ! কি হবে গা! (দেখিয়া) ঐ যে মদয়ন্তিকা, কি সর্ব্বনাশ! বাঘটা পিছনে-পিছনে দৌড়েছে, কি হবে হায়, হায়, তোমরা দেখনা গা (রোদন)।

মাধ। হাঁ তো, ঐ ধর্‌লে ধর্‌লে, কি সর্ব্বনাশ, এঁদের ফেলে যাই বা কেমন করে, কিন্তু না

গেলেও তো নয়। আমি যাই। (গমনে উদ্যত)।

মাল। (লবঙ্গিকার প্রতি জনান্তিকে) কি সর্ব্বনাশ! উনি আবার কেন যান্, বারণ কর না বারণ কর না।

লব। (সত্বর নিকটে আসিয়া) ও কি? না না, না না, আপনি এমন সময় আমাদের ফেলে যাবেন না।

কাম। (নিরীক্ষণ করিয়া) স্থির হও, ঐ কে এক জন বাঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তরবাল হাতে করে দৌড়ে আস্‌চে না? ঐ যে তরবাল ব্যাঘ্রের প্রতি ক্ষেপ কর্‌লে, ঐ আবার দৌড়িচ্যে। ও কে? উঃ! সাহস তো সামান্য নয়!

মাধ। (ব্যস্ত ভাবে) তাই তো, ও কে? এ কি! না? হাঁ হাঁ তিনিই বটেন, ভগবতি, ঐ যে সখা মকরন্দ।

কাম। অ্যাঁ মকরন্দ? হাঁ তো, মকরন্দের তো সাহস সামান্য নয়। কি সর্ব্বনাশ! বাছার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভেসে গিয়েছে, ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। আহা হা হা! গুরুদেব রক্ষা করুন্! আঃ দুজনের প্রাণ রক্ষা হলে হয়।

মাধ। ভগবতি আর চিন্তা নাই, ঐ দেখুন

বাঘটা সখার অস্ত্রাঘাতে নিপাত হলো। ধন্য সখা ধন্য, যথার্থ বীরের কার্য্য করলে।

বুদ্ধ। আহা, কি পরোপকারী গো! তবে আমি যাই দেখিগে মদয়ন্তিকা কোথায় গেলো।

[প্রস্থান।

মাধ। ও কি? সখা অমন কচ্চ্যেন কেন? অত্যন্ত ক্লান্ত আর দুর্ব্বল দেখ্‌চি যে। মূর্চ্ছা হবার পূর্ব্ব লক্ষণ না কি? ভগবতি, আমি আর থাক্‌তে পারিনে, আমি যাই।

কাম। হাঁ যাও, যাও, শীঘ্র যাও, ওঁকে এই সুশীতল ছায়াটাতে—নিয়ে এসো গে।

[মাধবের প্রস্থান।

লব। (নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! ঐ যে মদয়ন্তিকা, ঐ যে আঁচল ভিজিয়ে জল আন্‌লেন, ঐ যে মকরন্দের মুখে দিচ্চ্যেন, ঐ যে আঁচলের বাতাস কচ্চ্যেন।

কাম। আহা! করবে না গা এমনো কথা। যে প্রাণ রক্ষা করে তাকে প্রাণ দান কর্‌লেও অঋণী হওয়া যায় না। চল বরং আমরাও ঐখানে যাই।

লব। তা ওঁরাই যে সকলে এ দিকে আস্‌চেন।

কাম। হাঁ, এই যে সকলেই এখানে আস্চেন। আঃ! কি বিপদ "দিন যায় তো ক্ষণ যায় না।" বাঁচা গেল, আজ্ গুরুদেব এঁদের রক্ষা কর্লেন।

(মাধবাবলম্বিত মকরন্দ, পশ্চাতে বুদ্ধরক্ষিতা ও মদয়ন্তিকার প্রবেশ।)

কাম। (সস্নেহে) আহা, বাছার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। এ কি? মকরন্দ অমন কচ্যেন কেন! ধরো ধরো——(মকরন্দের পতন ও মূর্চ্ছা)।

মদ। (ব্যাকুলভাবে) এ কি, এ কি হলো!

মাধ। ভয় নাই, ভয় নাই, পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মূর্চ্ছা গেছেন, তোমরা সকলে একটু বাতাস কর, এখনি সুস্থ হবেন। (সকলে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।)

মদ। (সাতিশয় ব্যাকুলভাবে অঞ্চলের বাতাস করিতে করিতে) আহা! কি হবে গা? এই মহাত্মা আমার প্রাণ রক্ষার জন্যে এমন দুঃসাহসিক কর্ম্ম কর্লেন, এখন আমি করি কি?——কৈ, এখনো যে চৈতন্য হলো না, কি হবে গা। (মকরন্দের ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলন।)

মাধ। ভয় নাই, ভয় নাই, এখনি আরোগ্য হবেন।

বুদ্ধ। আহা! হোক্ হোক্। (মদয়ন্তিকার প্রতি) সখি, তুমি এঁকে জান তো, ইনি সেই। (নয়নেঙ্গিত)।

মদ। (জনান্তিকে) সেই কে?

বুদ্ধ। (অনুচ্চস্বরে) ইনি সেই মকরন্দ—— সেই যে, যার কথা আমি——

মদ। (ঈষৎ লজ্জিত ও সঙ্কোচিত ভাবে স্বগত) ইনিই সেই সকল-গুণনিধান, আবার এঁরি নিকটে আমি প্রাণ প্রাপ্তির ঋণে আবদ্ধ হলেম। (অধোবদনে সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়া অবস্থিতি, মকরন্দের চৈতন্য লাভ।)

কাম। এই যে চৈতন্য হয়েছে, ভয় নাই, ভয় নাই। মদয়ন্তিকা, তুমি খুব একটু বাতাস করো ত, আর ভয় নাই, আর ভয় নাই।

মাধ। সখা, এ কি? ওঠ ওঠ।——ছি ভাই, এমন দুঃসাহসিক কর্ম্ম কর্‌তে হয়?

মক। (উঠিয়া) কি করি সখা, দেখ্‌লেম একটী সুকুমারী কুমারীকে ব্যাঘ্রে বিনাশ করে,— (দেখিয়া) এই না তিনি? (সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত)।

কাম। ভাল বাছা মকরন্দ, তুমি এ দিকে কি নিমিত্তে এসেছিলে ?

মক। ভগবতি, আমি সখার তত্ত্বে এসে-ছিলেম।

লব। তা বুদ্ধরক্ষিতা, তোমরা এমন সময় কেন এলে ?

বুদ্ধ। ওগো, আমরা শিবপূজা কত্তে আস্‌-ছিলেম, তা আমরা কি জানি যে রাজার বাগা-নের বাঘ পিঁজিরে ভেঙ্গে বেরিয়েছে।

(রাজদূতের প্রবেশ।)

দূত। অগো, সে মহাত্মা বীরপুরুষ কোথায় ?

মাধ। কাকে তত্ত্ব কচ্চো ?

দূত। যিনি অসামান্য সাহসে নির্ভর করে নন্দন মশায়ের ভগিনীকে রক্ষা করেছেন, মহারাজ শুনে তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে-ছেন, তাঁকে একবার রাজসভায় যেতে হবে, মহারাজ দেখ্‌তে চাচ্যেন।

কাম। বাছা, রাজ-আজ্ঞা মান্য কত্তে হয়। এক বার যাও।

মাধ। সখা, মহারাজ সন্তুষ্ট হয়েছেন, রাজ সভায় একবার গেলে কিন্তু ভাল হয়।

মক। আমি এ অবস্থায় রাজসভায় কেমন করে যাব ?

মাধ। তাতে ক্ষতি কি ?

দূত। মহারাজ আপনাকে এই অবস্থাতেই দেখ্‌তে চান, আর তিনি আপনার নিমিত্তে ঐ পাল্কি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মক। আচ্ছা তবে চল যাই। (গাত্রোত্থান)।

দূত। আর নন্দন মশায়ও বাঘের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন, তাঁর লোক সব আস্‌চে, পথে দেখে এলেম।

মদ। (ত্রস্তভাবে) তবে আমি চল্‌লেম।

বুদ্ধ। হাঁ, চল আমিও যাই।

মদ। (গমন করিতে করিতে জনান্তিকে) সখি, আমার জীবন-প্রদাতাকে কি আমি আর দেখ্‌তে পারো না ? আমি কি দিয়ে এ কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধ কর্‌বো।

বুদ্ধ। প্রিয়সখি, ভবিতব্যতাই মূল, তা এখন চল।

[মকরন্দের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিদান করত বুদ্ধরক্ষিতার সহিত মদয়ন্তিকার প্রস্থান।

কাম। মালতি, চল বাছা আমরাও যাই,

বেলাটা হয়েছে, তোমাকে পূজা করাই গিয়ে।

মাল। আজ্ঞে চলুন তবে।

[মাধবের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করিতে২ কামন্দকী ও লবঙ্গিকার সহিত প্রস্থান।

মাধ। সখা, কি ভাব্‌চো? মদয়ন্তিকাকে দেখে তোমার মন্‌টা কিছু চঞ্চল হয়েছে বটে, সত্য বল দেখি?

মক। হাঁ ভাই, যথার্থ বল্‌তে কি, কিছু হয়েছে। প্রকৃতিটী অতি-সরল, আমার কষ্ট দেখে অত্যন্ত কাতরা হয়েছেন, আমার যথেষ্ট শুশ্রূষাও করেছেন। সখা, বল্‌বো কি ভাই, ঐ উপকারিণীকে আমি জন্মে ভুলতে পার্‌বো না।

মাধ। সখা, তুমি ওর জীবন রক্ষা করেছ, তোমার যে কিঞ্চিৎ শুশ্রূষা কর্‌বে তার আশ্চর্য্য কি? যা হোক, এখন তুমি রাজ-সভায় যাচ্যো যাও, আমিও বাসায় যাই, পরে কথা হবে।

মক। চলনা দুজনেই রাজ-সভায় যাই।

মাধ। আমার সেখানে যাওয়াটা নিষ্প্রয়োজন, তা বরং চল কিয়দ্দূর সঙ্গে যাচ্যি, পরে ঐ পথদিয়ে আমি অমনি বাসায় যাবো এখন।

মক। ভাল, তাই চল।

[দূত-সহ উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানের অপর খণ্ড।

(কামন্দকী ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।)

কাম। (পুলকিত ভাবে) বল কি?

বুদ্ধ। আজ্ঞে আমি যথার্থই বল্‌চি। মদয়ন্তিকা মকরন্দের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়েছে। একে মকরন্দের নানা গুণ-কথাতে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট-চিত্ত হয়েছিল, সে দিন আবার সেই ব্যাঘ্রের ঘটনা হওয়াতে তাঁর তদবধি সেই জীবন-প্রদাতার প্রতি অনুরাগের আর পরিসীমা নাই; দিবারাত্র এখন স্বপনে শয়নে মকরন্দর কথা ছাড়া আর অন্য কথা নাই; বলে যিনি আমাকে বাঘের মুখ হতে রক্ষা করেছেন তাঁকে দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন সকল প্রদান কর্‌লেও সে ঋণ পরিশোধ হবে না।

কাম। (আহ্লাদে) মকরন্দেরও আকার প্রকারে বোধ হয় যে তারও মন মদয়ন্তিকার প্রতি অতি আকৃষ্ট হয়েচে। যা হোক, তবে ব্যাঘ্রটা তো আমাদের সমীহিতকার্য্য সাধনে অনেক সাহায্য করেছে।

বুদ্ধ। হাঁ, তা বিধি অনুকূল হলে বিপদও সম্পদ রূপে পরিণত হয়। সে যা হোক, এ দিগে যে মালতীর বিবাহ নন্দনের সঙ্গেই আজ্-কাল্ হয়, সব আয়োজন হচ্যে, তবে তার তো কোন উপায় হলো না।

কাম। (ঈষৎ হাস্য বদনে) তা মদয়ন্তিকা মালতীর বিবাহের কথা কি বলে?

বুদ্ধ। আঃ! তার আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই, বলে মালতীর সঙ্গে বাল্যাবস্থাবধিই আমার অত্যন্ত প্রণয়, চিরকাল একত্রে খেলা করেছি, এখন আমার দাদা আবার তাকে বিবাহ করে ঘরে আন্‌বেন; মালতী আমাদের ঘরের লক্ষ্মী হবে এর চেয়ে আর কি। এই বলে কত আমোদ করে, কিন্তু আমার সে আমোদ ভাল লাগে না। আহা, মাধব বঞ্চিত হলেন?

কাম। বাছা, সকলই জগদীশ্বরের হাত!

গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব! সে যা হোক, তুমি মদয়ন্তিকার কাছে যাও, মকরন্দের প্রতি মদয়ন্তিকার অনুরাগ যাতে উত্তেজিত হয় তাই তুমি করগে।

বুদ্ধ। আজ্ঞা, আমরা তো সেই চেষ্টা বিধিমতে কচ্চি। (দেখিয়া) ঐ যে মকরন্দ এ দিগে আস্‌চেন, তবে আমি যাই।

[বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান।

(মকরন্দের প্রবেশ।)

মক। (দেখিয়া) এই যে, এখানেই ভগবতী আছেন।

কাম। কি মকরন্দ, কেন বাছা আজ্ যেন তোমাকে উৎকণ্ঠিতের ন্যায় দেখ্‌চি যে?

মক। আজ্ঞে হাঁ, উৎকণ্ঠিতই বটে, আমি আপনারই কাছে এলেম একটা কথা বল্‌তে।

কাম। কি বল দেখি?

মক। ভগবতি, সখা মাধবের মালতীতে যত দূর অনুরাগ তা তো সকলি আপ্‌নি জেনেছেন. আমিও নিবেদন করেছি। এক্ষণে নন্দনের সঙ্গেই মালতীর বিবাহ স্থির হয়েছে শুনে সখা একে-

বারে নিরাশ-সাগরে পতিত হয়েছেন। বলতে কি, এক্ষণে তাঁর যেরূপ মানসিক ভাব উপস্থিত, কি অনিষ্টই বা অদৃষ্টে ঘটে, কেননা অত্যন্ত অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হলে জীবনের প্রতি উপেক্ষা কার না জন্মে? এক্ষণে এত দূর হয়ে উঠেছে মাধব প্রাণধারণও ভার বোধ কচ্যেন। আমার সেই বড় আশঙ্কা হচ্যে; কি হবে, উপায় কি ভগবতি?

কাম। হাঁ, আমিও শুন্ছি যে মালতীর বিবাহ অতি শীঘ্রই হবে, সকলই উদ্যোগ হয়েছে, তা এতে মাধবের দুঃখ করা বৃথা, কারণ, যাঁর কন্যা তিনি যদি এক জনকে অর্পণ করেন, তায় অন্যে কি কত্যে পারে, তবে আমাদের চেষ্টা করে দেখা বৈ তো নয়, কিন্তু কর্ম্ম সম্পন্ন করা বিধাতা ভিন্ন অন্য কারো সাধ্য নাই। অতএব তুমি মাধবকে বিশেষ করে বুঝিয়ে বলো যে তিনি যেন উতলা না হন্। উতলা হওয়ায় আপনার মনের কষ্ট ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই।

মক। তা তো আমি অনেক বলেছি, তা বল্যে কি হবে, তাঁর মন এমনি বিচলিত হয়েছে

যে তিনি কোন উপদেশই গ্রহণ করেন না। সখা বলেন জীবনের যে প্রধান আশা তাই যদি বিফল হলো তবে আর এ জীবন ধারণে ফল কি? কেবল অসহ্য ক্লেশ ভোগ করা বৈ তো নয়।

কাম। আঃ! কি বাল-চাপল্য! এমন ইচ্ছা কি কত্যে আছে? মাধব বুদ্ধিমান হয়ে এমন নির্ব্বোধের মত কথা কেন কন? তুমি তাঁকে বিশেষ করে সান্ত্বনা করোগে, আর আমিও স্বয়ং তাঁকে বোঝাবো এখন।

মক। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই, তাঁকে একা ফেলে এসেছি।

কাম। হাঁ যাও, আমি একবার মালতীর কাছে যাই, কি হচ্চে দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয়াঙ্ক।

শ্মশানস্থ চামুণ্ডার মন্দির।

(অঘোরঘণ্ট পূজায় উপবিষ্ট, মালতী বধ্য-বেশে বদ্ধ ও বিচেতন, কিঞ্চিৎ অন্তরে তরবালহস্তে মাধবের প্রবেশ।)

মাধ। (স্বগত) তার সন্দেহ কি ? অবিচ্ছেদ সুখভোগ মানবের অদৃষ্টে কখনই ঘটে না। দিবা রাত্রির ন্যায় সুখ দুঃখের পরস্পর সম্বন্ধ, একটির উদয় ও অপরটির অবসান, এই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম; সুতরাং যেমন নিরন্তর দিবা স্বভাবের ক্রমবিরুদ্ধ, তেমনি নিরন্তর সুখভোগও মানব জাতির পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু এটি সম্যক জেনেও মনুষ্য অবিচ্ছেদ সুখ-চেষ্টায় বিব্রত, আর সুখ ভিন্ন দুঃখের অনুভবে সততই পরাঙ্মুখ। যদ্যপি বর্ত্তমান সুখে বঞ্চিত হয়, তথাপি ভাবী সুখ-আশার মোহিনী-মূর্ত্তি এমনি চিত্তবিনোদন করে যে, লোকে তাতেই মত্ত হয়ে উপস্থিত ক্লেশ অনায়াসে বিস্মৃত হয়। অতএব

সুখ উপস্থিতই হোক অথবা ভাবীই হোক, তার ভোগের আশা আমাদের জীবন যাত্রার প্রধান সম্বল। তার বিরহে অন্তঃকরণ মরুভূমির ন্যায় নীরস হয়, এবং জীবন কেবল যন্ত্রণার ন্যায় দুঃসহ হয়ে উঠে। আমি কিন্তু এম্‌নি হতভাগা যে আমার কোন সুখই নাই; উপস্থিত সুখেও বঞ্চিত হলেম, আর ভাবী সুখের যে আশা ছিল তাও এককালে নির্ম্মূল হয়েছে; তবে আর এ জীবন ধারণে ফল কি? এ সংসার-অনলে দগ্ধ হওয়ায় কি প্রয়োজন? দূর হোক, আর এ ভবযন্ত্রণা ভোগ কর্‌বোনা। ত্বরায়ই হোক আর বিলম্বেই হোক, এ অনিত্য দেহ কালগ্রাসে পতিত হবে, তবে আর এঁর প্রতি যত্ন করে যন্ত্রণা ভোগের কাল দীর্ঘ করা কেন? না, আর এ দেহ রাখ্‌বোনা।—আহা! প্রিয়ার কি নির্ম্মল মুখশ্রী, সেই অলৌকিক রূপ লাবণ্য মনে হলে আর মৃত্যু-বাসনা থাকে না, বরঞ্চ অভিলাষ হয় যে অখণ্ড পরমায়ু পেয়ে অনন্তকাল কেবল সেই মোহিনী-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর্‌তে থাকি, কিন্তু বেঁচে থেকে সেই হৃদয়নিধি অন্যের ক্রোড়ে স্থিত দেখায় যে উৎকট মর্ম্ম-



বেদনা তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিমিত্তে মরণই আমার পক্ষে সুখকর, মরণই আমার বাঞ্ছনীয়। মাধব! তোমার এ জন্মের ক্রিয়া অদ্য সমাপন হলো, এখন অবসর হও।—মালতি! আমার এ জীবন তোমাতেই উৎসর্গ করেছিলাম এখনও তোমার উদ্দেশে সমর্পণ করি। আহা! প্রিয়ে, এমন সময় তোমার একবার শেষ দর্শন যদি পেতেম? ওঃ! সে কথা আর মনে করা কেন? ছি-ছি! আমি কি ভাব্‌চি? তিনি কোথা, আমিই বা কোথা? দূর হোক, এস্থানে এসে আর ও বৃথা চিন্তা কেন? না, আর কর্‌বো না। বিলম্বে অভীষ্ট সাধনের ব্যাঘাত হতে পারে।—উঃ! কি ভয়ঙ্কর স্থান! নিরন্তর মাংস ভক্ষণে সাতিশয় নৃশংসস্বভাব হৃষ্টপুষ্ট এক একটা শৃগাল আর কুক্কুর আহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ গমনাগমন কচ্চে। উঃ! কি ভীষণাকার গাঢ় অন্ধকার, তড়িতের তীক্ষ্ণ প্রভাও বোধ হয় এ ঘোর তমোভেদ কত্তে পারে না। এ কি? নক্ষত্র সকল রক্তবর্ণ কেন? কি আশ্চর্য্য! ঐ আবার কি? তাল-বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ অথচ মানুষের

আকার। কি ভয়ঙ্কর! ক্রমে ক্রমে পাদক্ষেপণ করে এই দিকে আস্‌চে না কি? তা আসুক, আমার আর ভয় কি? উঃ! দর্শনমাত্রেই শরীর লোমাঞ্চিত হয়। বৃহৎ আকার বটে, কিন্তু কেবল অস্থিসার মাংসহীন কায়, কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মে মাত্র যেন আচ্ছাদিত। কি অদ্ভুত ব্যাপার! এমন তো কখনো দেখা যায় না। এটা কি প্রেত না পিশাচ?—না বোধ হয় এ কোন প্রাণী বা হবে, আমার বুদ্ধিরই ভ্রম হতে পারে। না, তাই বা কেমন করে বলি (নয়ন মার্জ্জন)। এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্যে, এতো ভ্রম বোধ হয় না, ঐ যে মস্তক আছে, হস্ত-পদাদিও আছে।—ঐ! কোথা গেলো, আর তো দেখ্‌তে পাইনে। কি চমৎকার! তবে ওটা ভ্রমই বটে; তা চক্ষেরই হোক আর মনেরই হোক। এমন সকল ভয়ানক স্থানে অমন বোধ হয়ে থাকে। (চিন্তা করিয়া) যা হোক, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এই ত জগদম্বার মন্দির, এখন ভগবতী চামুণ্ডাদেবীর নিকটে স্বহস্তে আপনাকে বলিদান করি, দেখি জন্মান্তরে যদি তাতেও জননীর অনুগ্রহ হয়। (প্রণাম করিয়া) আঃ! মা গো, মাধবের

বলি গ্রহণ কর, মা! মা! মা! এই করো মা যেন জন্মান্তরে আর এমন মনঃক্ষোভ না পেতে হয়। আর কি? এই সময়েই ভাল। (অসি নিষ্কোষ করত দেখিয়া ত্রস্তভাবে) ও কে এখানে বসে? (নিরীক্ষণ করিয়া) এটি একটি মহাপুরুষের মত বোধ হচ্যে; মন্ত্র-সাধন কচ্যেন না কি? হতে পারে, আজ শনিবার অমাবস্যা, মন্ত্রসিদ্ধি কর্‌বার দিনও বটে। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) তা উনি তো ধ্যানে আছেন, বোধ হয় কিছুই জান্তেও পার্‌বেন না। (কিঞ্চিদ্দূরে দেখিয়া) ওঁর নিকটে উটী কে? দীপটে অনুজ্জ্বল, ভাল দেখ্‌তেও পাইনে।—একটি যুবতী না? বধ্যবেশে বদ্ধ রয়েছে, তা ভূতলে পতিত কেন? নিদ্রিত আছে না কি? হাঁ, তাই তো। এ কি? এমন দৃঢ় বন্ধনেও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই! মূর্চ্ছিতই বা হবে? ব্যাপার টা কি? স্ত্রীলোকটি কে? ইনিই বা কে? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; সবিশেষ জান্তে হলো; এর পর বরং এখানে না হয় ঐ দূরেতে ভগবতী চামুণ্ডার উদ্দেশে আত্মবলি প্রদান কর্‌বো, সেটা এতো গোলোযোগে কর্ত্তব্য নয়, তা কিঞ্চিৎকাল এই বৃক্ষ ব্যবধানে থেকে

যতদূর জান্তে পারি চেষ্টা করে দেখি। (করবাল কোষমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া তদ্রূপে অবস্থিতি)।

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ।)

কপা। (স্বগত) এঁর এখনো পূজা সমাপন হয় নাই।

মাধ। (স্বগত) ইনি আবার কে? উঃ! কি বিকট মূর্ত্তি! রাক্ষসী বল্যেই হয়! ওঃ! বোধ হয় এই যোগীর শিষ্যা হবে।

(ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক অঘোরঘণ্টের স্তবপাঠ।)

নমশ্চামুণ্ডায়ৈ।

প্রচণ্ডা বিমুণ্ডা বিখণ্ডা ত্রিনেত্রা।
জ্বলৎপাবকাক্ষী মহাভীমবক্ত্রা॥
মহাদেববক্ষঃস্থিতা ভদ্রকালী।
বৃহল্লোলজিহ্বাট্টহাসা করালী॥
গলদ্রক্তবক্ত্রা জগত্ত্রাণকর্ত্রী।
বিপক্ষান্তকারিণ্যশেষাঘ হর্ত্রী॥
বিবাসা বিশালা ধরাধীশপুত্রী।
শরণ্যা সতী শ্রেয়সঃ সংবিধাত্রী॥
মৃগেন্দ্রাধিরূঢ়া কৃপাণাগ্রহস্তা।

মহামোহরূপা শিবা ছিন্নমস্তা ॥
ত্বমেকা মহামন্ত্র-চৈতন্যহেতু।
র্ভবাম্ভোধিপারে ত্বমেবৈক সেতুঃ ॥ (পুনঃ ঘণ্টা বাদন।)

ভবার্ণবৈকতারিণী বিপদ্বিঘাতকারিণী।
মহাভয়প্রণাশিনী প্রচণ্ডচণ্ডঘাতিনী ॥
রণেপ্রকম্পিতাধরা ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী।
শ্মশানবাসিনী শবাসনাট্টচারুহাসিনী ॥
বৃহদ্বপুর্ব্বর প্রদা ত্রিশূলখড়্গাধারিণী।
নবীননীরদপ্রভা বিপক্ষবিঘ্নকারিণী ॥
কপালকুণ্ডলা শুভপ্রদা স্থরক্তদন্তিকা।
গভীরঘোরনাদিনী স্বভক্ত-মুক্তিদায়িকা ॥
নিশুম্ভশুম্ভমর্দ্দিনী কৃতান্তকৃত্যকৃন্তনী।
গিরীশগেহিনী গণাধিপপ্রসূ র্বিমোহিনী ॥
ত্বমেব মে গতি র্মতিস্তবাস্ত পাদপঙ্কজে।
প্রসীদ মন্ত্রসিদ্ধিদা ভবপ্রিয়ে ভবাধুনা ॥

(ঘণ্টা বাদ্য এবং কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক শঙ্খ ও কাংস্য বাদন)।

মাল। (চৈতন্য পাইয়া সবিষাদে স্বগত) এ কি! আমি কোথা এসেছি? আমি ছাদের উপর শুয়েছিলাম, এখানে আমাকে কে নিয়ে

এলো? (সভয়ে) এ কি? আমার হাত পা বাঁধা কেন? এ কি হলো? ও মা? মা? ও সখি? তোরা কোথা গেলি? কৈ? কেউ যে কোথাও নাই। আমি কোথা এসেছি? আঁ!—(রোদন)।

মাধ। (চকিতভাবে) এ কি? ব্যাপার টা কি? এ যুবতীটী কে? কণ্ঠের স্বর বোধ হচ্যে যেন আমি পূর্ব্বে শুনেছি, কিন্তু চিন্তেও পাচ্যি নে; দীপটে যে ভাল জ্বল্‌চে না ইনি কে? এঁকে এখানেইবা কে নিয়ে এলো?

কপাল। স্থির হও, রোদন করো না।

মাল। (সকাতরে) ওগো তুমি কে গা? আমি কোথা এসেছি বলনা গা? আমায় এমন করে বাঁধ্‌লে কে? আমার বন্ধন খুলে দেওনা গা। হাঁগো খুলে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বড় লাগ্‌ছে—আর আমার বড় ভয় কচ্যে।

কপাল। ভয় কি, এই ভয় শেষ হয়।

মাল। (সকাতরে) অগো কেন গো? ও কি কথা বল্‌চো? আমি যে কিছু ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চিনে, তুমি কে গা বল না।

কপাল। আমি কে তা তোমাকে বল্যে কি হবে, আর তুমি বুঝ্‌বেই বা কি করে।

মাল। হাঁগো তুমি কে আমাকে বলো। আমার মাথা খাও বল।

কপাল। বল্যে কি চিন্তে পার্‌বে? আমার নাম কপালকুণ্ডলা, আমি যোগিনী।

মাল। হাঁ গো, তুমি আমার বন্ধন খুলে দাও না গো——কৈ কেন দিচ্য না, আমাকে এখানে কে আন্‌লে গা?

কপাল। আমিই যোগবলে এনেছি।

মাল। কেন এনেচো গা? আমি কি অপরাধ করেছি? আমাকে এনে কেন বেঁধে রেখেছ?

কপাল। বেঁধে রেখেছি মুক্ত হবে বলে, আর সকল যাতনা তোমার দূর হবে।

মাল। সে কি? ওগো, তোমার কথা আমি যে বুঝ্‌তে পাচ্যিনে। কি কর্‌বে আমাকে বলনা গা, বলনা।

কপাল। এখনই জান্তে পার্‌বে, বলে কি হবে? আর বলাতেই বা হানি কি? তা তুমি এ অবধি ঈশ্বরের নাম করো, দেহ পবিত্র হবে,

পরকালে ভাল হবে। এই দেখ আমার গুরু অঘোরঘণ্ট যোগী মন্ত্র-সিদ্ধি কর্‌বেন বলে তোমাকে এই শ্মশানস্থ চামুণ্ডার মন্দিরে আনিয়েছেন, তোমাকে স্বহস্তে দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করে দেবেন, আর তুমি জন্মের মত মুক্ত হয়ে যাবে। এ তোমার পরম সৌভাগ্য, তার জন্যে আবার কাঁদ কেন ?

মাল। (অত্যন্ত ত্রাসে) কি বল্যে, অাঁ ?—আমাকে তবে কি বলি দেবেন ? হা ! আমার কপালে এই ছিল ! হা পিতামাতা ! তোমরা কোথা রৈলে ! (অতীব ভয়ে অনুচ্চস্বরে রোদন)।

মাধ। (স্বগত) এ কি নির্দ্দয় ব্যাপার ? এই সেই দুরাত্মা অঘোরঘণ্ট যোগী, আপনার মন্ত্র চৈতন্য করবার জন্যে, আহা হা হা, এই স্ত্রীটীকে বলি দেবে, এ তো দেখে আর আমি উপেক্ষা কর্‌তে পারিনে।

মাল। হা পরমেশ্বর ! আমার অদৃষ্টে কি এই হলো ! হতভাগিনীর মৃত্যু হোক তাতে দুঃখ নাই স্বভাবের নিয়মানুসারে মৃত্যু হতো তায় এতো খেদ ছিল না, কিন্তু রাজমন্ত্রীর

কন্যা হয়ে এমন অল্প বয়েসে অহেতু বিপাকে পড়ে অপঘাত মরণটা হলো, আর কেউ জাঁন্তেও পাল্যে না, এই বড় মনে দুঃখ রৈল! তা কি কর্‌বো, সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা! হা পিতা মাতা! আমি তোমাদের বড় আদরের ছিলেম, আমার শোক তোমাদের অসহ্য হবে! (রোদন)। ভগবতি, তুমি আমাকে এতো ভাল বাস্‌তে, আমাকে তুমিও রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না! হা সখি লবঙ্গিকে! তুমি কোথা রৈলে? আমি তোমাদের সকলের কাছেই জন্মের মত বিদায় হই। হা নাথ মাধব! আমি তোমাকে মনে মনে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলেম, কিন্তু আমার মনের অভিলাষ মনেই রৈল, তুমি কিছুই জান্তে পাল্যে না। মনে এই বড় খেদ রৈল যে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। যা হোক, নাথ! আমার মরণের পর তুমি যদি কখনো কোন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে স্মরণ করো তা হলেও আমি চরিতার্থ হবো। (অত্যন্ত রোদন)।

মাধ। (স্বগত) তবে আমি যা বিতর্ক করেছিলেম তাই বটে? আমার জীবন-সর্ব্বস্ব

মালতী? আমার মালতীকে বলিদান কর্‌বে? মাধব আত্মহত্যা হলে এ দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পার্‌তো, এখন ত মাধব বেঁচে আছে, মাধবের জীবিতেশ্বরী মালতীকে কে বিনাশ করে? সাক্ষাৎ যম এলেও তা হবে না। এই সময় (তরবাল নিষ্কোষিত করিয়া) এ চণ্ডালিনী কপালকুণ্ডলাকে অগ্রে প্রতিফল দিই, পরে এই ভণ্ড পাষণ্ডের শিরশ্ছেদ কর্‌বো। (কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া) না, ও অবধ্য শত্রু, স্ত্রীলোক। দূরহোক, স্ত্রীহত্যা কর্‌লে কি হবে? ঐ বেটাকেই সংহার করি। না, এখন তাও কায্‌ নাই, ও পূজা কচ্চে, অলক্ষিত রূপে ওকে অনায়াসেই সংহার কর্‌তে পারি, কিন্তু সেটা বীরের কার্য্য হয় না। ভয় কি? দেখি না ও কি করে।

অঘোর। (জপ সমাপন করিয়া) কপালকুণ্ডলে! বলি-সামগ্রী এনেছ?

কপাল। আজ্ঞা এনেছি।

অঘোর। তবে রক্তবস্ত্র পরিধান করাও, রক্তপুষ্পের মাল্য গলায় দেও, রক্তচন্দন ললাটে মাখিয়ে দেও।

কপাল। আজ্ঞা, সে সব করা হয়েছে।

অঘো। তবে আর কি? এখানে নিয়ে এসো।

কপা। যে আজ্ঞা। (মালতীকে গ্রহণ, মালতীর অত্যন্ত রোদন)।

মাধ। (সক্রোধে স্বগত) আর তো আমার বিলম্ব করা উচিত হয় না। (সত্বর গিয়া) ওরে দুষ্টে পাপীয়সি! প্রিয়া মালতীকে কোথা নিয়ে-

(কপালকুণ্ডলার হস্ত হইতে মালতীকে বলে আহরণ ও তাহার বন্ধন মোচন)।

কপা। (তটস্থ হইয়া) ভগবন্, দেখুন্ দেখুন্ এ কে এক দুরাত্মা এসে মালতীকে কেড়ে নিয়ে যায়?

অঘোর। কে রে আমার মন্ত্র-সিদ্ধির ব্যাঘাত করে?

কপাল। ভগবন্, আমি চিন্তে পেরেছি, এ কামন্দকীর শিষ্য মাধব।

মাল। (স্বগত) সে কি? তিনি?

অঘো। কি? দুরাত্মা মাধব আমার মন্ত্র-সিদ্ধির ব্যাঘাত কর্‌তে চায়? আসুক্, ওকেই অগ্রে বলি দিই (গাত্রোত্থান)।

মাল। (সভয়ে মাধবকে আলিঙ্গন করিয়া) নাথ! কি হবে! কি হবে!

মাধ। প্রিয়ে, ভয় নাই, ভয় নাই, স্থির হও, তুমি আমার পশ্চাতে থাক, আমি দুরাত্মাকে এখনি যমালয়ে পাঠাচ্চি। (মালতীকে পশ্চাতে রাখিয়া) অরে দুরাত্মা! কে কারে বলি দেয় দেখি; আয়, চণ্ডাল! জানিস্ নে প্রণয়ী সখীজন কোমল শিরীষ কুসুমদ্বারা পরিহাস করে তাড়ন কর্‌লে যে শরীর ক্লিষ্ট হয় সেই শরীরে তুই অস্ত্র প্রহার কর্‌তে উদ্যত হয়েছিস্? রে নির্দয় পামর! মাধব তোকে আজ্ যমাতিথি কর্‌বে।

অঘো। ওরে দুরাত্মা! তোর নিতান্ত মরণ ইচ্ছা হয়েছে; তবে আয় তোকেই বলি দিই।

মাধ। আরে বেটা দুরাচার ভণ্ড পাষণ্ড পামর স্ত্রীহত্যাকারি মহাপাতকি! তোর কোন্ শাস্ত্রে এমন অযথাভূত বিধি আছে? আর কোন্ মূঢ় তোকে এমন উপদেশ দিয়েছে? মোহান্ধ হয়ে দয়া ধর্ম্মে এক কালে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হয়েছিস্? তোকে বিনাশ কর্‌লে পৃথিবীর ভার লাঘব হবে। আয় বেটা তোকে অধঃপাত করি (উভয়ের যুদ্ধারম্ভ)।

কপাল। ভগবন্, আপনি নিরস্ত হবেন না; ও দুরাত্মা এখনি বিনাশ হবে।

মাল। (সবিষাদে) হায়! কি হলো কি হলো! ইনি আমাকে প্রাণদান দিতে এসে এই বিপদে পতিত হলেন। মা দয়াময়ি জগদম্বে! আমার জীবিতেশ্বরের জীবন রক্ষা কর। (মালতীর মোহ এবং অঘোরঘণ্ট ও মাধব যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

কপাল। (অবলোকন করিয়া) উঃ! কি ভয়ানক সংগ্রাম! মাধব এখনই নিপাত হবে সন্দেহ নাই! ঐ! ঐ! এ কি হলো? প্রভুই পতিত হলেন যে? (পলায়নোদ্যতা হইয়া) রে দুরাত্মা মাধব! মালতীর নিমিত্ত আমার গুরুকে বিনাশ কর্‌লি? ভাল, এর প্রতিফল অচিরেই প্রাপ্ত হবি! তোর মুখের গ্রাস নষ্ট কর্‌বো। এই তোর মালতীকে নিয়ে চর্‌লেম। (মালতীকে ক্রোড়ে লইয়া গমন)।

মাধ। (বেগে প্রবেশ করিয়া) রে দুষ্টে পাপীয়সি! আমার মালতীকে নিয়ে কোথায় যাস্? এইবার তোর সমুচিত করি। (বেগে গমনপূর্ব্বক মালতীকে আহরণ। কপালকুণ্ডলার সভয়ে প্রস্থান)। পাপীয়সি! তুই স্ত্রীলোক, অবধ্য শত্রু, তোকে বধ্ কর্‌লে কি হবে? যা,

তোকে ছেড়ে দিলাম ! (মালতীর বন্ধন মোচন করত) প্রিয়ে, ভয় নাই, ভয় নাই।

মাল। (চৈতন্য পাইয়া) নাথ, আত্ম-রক্ষা কর, আত্ম-রক্ষা কর, শীঘ্র আমাকে পরি-ত্যাগ করে তুমি এস্থান থেকে পলায়ন কর।

মাধ। সে কি প্রিয়ে ? তোমাকে পরিত্যাগ করে, আমি গিয়ে জীবন রক্ষা কর্‌বো, এমন জীবনে প্রয়োজন কি ? তা প্রিয়ে, আর ভয় নাই, সে দুরাত্মা অঘোরঘণ্টকে ঐ দেখ যমা-লয়ে পাঠিয়েছি, দেবীর নিকটে ওকেই বলি দিলেম আর ভয় কি ?

মাল। (ব্যগ্রতা সহকারে দেখিয়া) নাথ, সত্যই কি শত্রু-সংহার করেছ।

মাধ। হাঁ প্রিয়ে, আর ভয় নাই।

মাল। আর সে কপালকুণ্ডলা কোথায় ?

মাধ। সে পলায়ন করেছে, চল এখন তোমার পিত্রালয়ে তোমাকে রেখে আসি গে।

মাল। নাথ, যে জীবন তোমাতে সমর্পণ করেছি সেই জীবন আজ তোমার দ্বারাই রক্ষা হলো। তোমার দ্রব্য তুমিই রক্ষা কর্‌লে তাতে আমি আর অধিক কি বল্‌বো।



নেপথ্যে। কৈ, কৈ, কোন্ দিকে?—এই যে এই দিকে এসো না। আঁলোটা ভাল করে ধর না হে। ঐ মন্দির বুঝি, হাঁ—হাঁ—ওরি চতুর্দ্দিক ঘেরে ফেল।

মাধ। এ কোলাহল কিসের ?

মাল। নাথ, আমার আশঙ্কা হচ্যে, আমরা পলায়ন করি।

(আলোক ও অস্ত্রাদি লইয়া রাজ-
সৈন্যদলের প্রবেশ।)

প্রথম। চারিদিক দেখো না হে।

দ্বিতীয়। ঐ যে দুজন কে দাঁড়িয়ে আছে। (নিকটে আলোক ধারণ করিয়া) এই না, মন্ত্রী মহাশয়ের কন্যা।

প্রথম। হাঁ—হাঁ—তিনিই বটেন। আঃ! বাঁচা গেল, তা এ ব্যেটা কে? এরই কর্ম্ম বুঝি। মারো বেটাকে।

প্রথম। না না, মেরে কাজ নেই এখানে, ওকে বেঁধে নিয়ে চল। (মাধবের হস্তধারণ)।

মাধ। কেন আমাকে অহেতু অপমান কর, আমার দোষ কি?

মাল। অগো, উনিই আমার জীবন রক্ষা করেছেন, উনিই আমার জীবনদাতা। ঐ দেখ আমার শত্রু অঘোরঘণ্টকে বিনাশ করেছেন। ওঁকে ছেড়ে দেও।

দ্বিতীয়। ওহে তবে ওঁর হাত ছেড়ে দাও হে, হাত ছেড়ে দাও, তার পর মন্ত্রী মশায় যেমন বল্‌বেন, তাই করা যাবে, রাজ-সভায় গিয়ে যা হবার হবে। এখন সকলে এসো। (মালতীর প্রতি) মা, তোমার জন্যে পাল্‌কি আছে। (মাধবের প্রতি) ভবে তোমাকেও যেতে হবে। এসো হে সকলে, আর বিলম্ব করো না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।



গ্রাম্য দেবালয়।

মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।)

মক। ভাল, তা তুমি শ্মশানে গিছিলে কি কর্‌তে?

মাধ। (হাস্যবদনে) সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ভাই; নন্দনেরই সঙ্গে মালতীর বিবাহ হবে স্থির হয়েছে শুনে আমার জীবন নিবন্ধন যে আশালতা তদুপরি বজ্রপাত হলো বোধ করে আমি প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বার নিমিত্তই শ্মশানে গেলেম, বিবেচনা কল্যেম অন্য কোন স্থানে প্রাণত্যাগ কর্‌লে আমার শব-শরীর সন্দর্শন করে লোকে আমাকে অসার বলে নিন্দা কর্‌বে, কিন্তু চামুণ্ডার সম্মুখে আপনাকে বলি প্রদান কল্যে, আত্মহত্যার পাতকও হবে না, অথচ নিশাতে শ্মশানে দেহত্যাগ কর্‌লে শৃগাল কুক্কুরে শবশরীর ভক্ষণ কর্‌বে, কেউ জান্তেও পার্‌বে না।

মক। সর্ব্বনাশ! এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে উদ্যত হয়েছিলে?

মাধ। হাঁ ভাই, তাই শ্মশানে গিছিলেম, সেখানে গিয়ে দেখি এই পর্ব্ব।

মক। ভাল, তোমাকে মালতীর ..., শ্মশানে দেখ্‌লে পর কেউ তো তোমার প্রতি কিছু অত্যাচার করে নাই?

মাধ। সৈন্যদলের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমে কিছু আমার প্রতি কুব্যবহার করেছিল, কিন্তু মালতীর কথাতে তারা নিরস্ত হলো। পরে মন্ত্রী মহাশয় সবিশেষ সকল জ্ঞাত হয়ে আমাকে অত্যন্ত সমাদর কর্‌লেন, বললেন বাপু, তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ধনকে কাল-গ্রাস হতে রক্ষা করেছ, অতএব তুমি আমার পরম বন্ধু, এ উপকারের পরিশোধ নাই, তথাচ আমার যথাসাধ্য আমি কত্যে ত্রুটি কর্‌বো না।

মক। তা আর কি পরিশোধ কর্‌বেন? আজ তো নন্দনের সঙ্গেই মালতীর বিবাহ দিচ্যেন। কি জান ভাই, রাজার অনুরোধ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে বড় কঠিন।

মাধ। ভাই, ও কথা বৃথা বল্‌চো, এতে

কারো দোষ নাই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। সে যা হোক, এখন আজ যে ভগবতী ...র এই দেবালয়ে এসে লুকিয়ে থাক্‌তে ...মতি করেছেন, এর কারণ কি ?

...মি আ... ...তা ...কি করে বল্‌তে পারি ? তাঁর ...দ্ধি লোকাতীত, কি একটা কর্‌বেন বোধ হয়। দেখাই যাক্ না কি হয়।

মাধ। আমি তাই কলহংসকে পাঠিয়ে দিয়েছি, বলি ভগবতী কি কচ্যেন, কোথা আছেন দেখে আয়্‌——এই যে আস্‌চে।

(কলহংসের প্রবেশ।)

কল। মোশাই, ভগবতী ঠাকুর দেখ্‌তে আস্‌চেন।

মাধ। এখানেই আস্‌চেন ?

কল। হাঁ, আজ নন্দনের সঙ্গে মন্ত্রী মোশাইয়ের মেয়ের বিয়ে হবে কি না, তাই তাঁকে নিয়ে বড় ধূম ধাম করে এই ঠাকুর-বাড়ীতে দেব-দর্শন করাতে আন্‌চেন।

মাধ। তবে তুই এখন এখানে থাকিস্‌নে তিনি আমাদের দুজনকে গোপনে থাক্‌তে বলেচেন।

কল। যে আজ্ঞা, আমি তবে চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

মাধ। এই দেখ ভাই, আমার দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন হচ্চ্যে।

মক। আমারো হচ্চ্যে, দেখা যাক্ — বতীর বুদ্ধিবৃত্তি আজ্ কতদূর সম্পদ প্রসব করে। (দেখিয়া) উঃ! এঁদের অত্যন্ত আনন্দ কোলাহল হচ্চ্যে যে।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও সংগীত।)

সাহানা—আড়া।

কি সুখের দিন, সব সাধ পূরিবে,
মন আজি সুখ-সাগরে ভাসিবে।
সব সখীগণ মিলি গাহ সুমঙ্গল,
এতদিনে বিধি অনুকূল হইবে,
জুড়াবে নয়ন॥

মক। সখা, ওঁরা সকলে আস্‌চেন, এসো আমরা এই স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াই। (একান্তে উভয়ের অবস্থান)।

(কামন্দকী মালতী লবঙ্গিকা ও
প্রতীহারীর প্রবেশ।)

কাম। (নেপথ্যাভিমুখে) দেখ সখিরা, তোমরা এই উদ্যানে ততক্ষণ বিশ্রাম কর। (মাল-

তীর প্রতি) বাছা মালতি, ঐ যাও, লবঙ্গিকাকে সঙ্গে করে ঐ—অনাথনাথ বিশ্বনাথকে পূজা বন্দনাদি করো গে, আমি আবার এখনি আস্‌চি। (প্রতীহারীর প্রতি) এই দেখ বাপু, তুমি আমার সঙ্গে এসো, তোমাকে একটা কথা বলে দিই। (প্রতীহারীকে লইয়া প্রস্থান)।

লব। এসো সখি, এই ফুল নেও, চন্দন নেও, পূজা কর্‌বে এসো।

মাল। সখি, এ দগ্ধহৃদয়ে আর কেন আহুতি দাও? তোমার কি এ উচিত? আমার পূজায় আর কি প্রয়োজন?

লব। সে কি প্রিয়সখি? অমন কথা বল্‌তে আছে? মঙ্গলের দিন আজ মাঙ্গলিক কার্য্য কর্‌তে হয়, দেব-আরাধনা কর্‌তে হয়, চলো বিশ্বেশ্বরকে পূজা কর্‌বে, মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

মাল। সখি, বিশ্বেশ্বর কি আমার বাসনা পূর্ণ কর্‌বেন? এমন দিন কি হবে?

লব। ভাই, সে দুঃখ কর্‌লে আর কি হবে? সে কথা মনে করে কেবল আপনার যন্ত্রণা বাড়ান। আজ্ মাঙ্গলিক দিন, আজ্ আর সে সকল কথা মনে করো না।

মাল। না না সখি, আমি সে কথা বল্‌চিনে, সে আশা তো ভগ্ন হয়েচে, এখন আমার বাসনা এই দেখ। (কবরী হইতে ছুরিকা বহিষ্কার) এই দেবদেবের নিকট আমার প্রাণ ত্যাগ হয় আমি এখন এই চাই।

লব। এ কি? এ কি? সর্ব্বনাশ! (সত্বর মালতীর হস্ত ধারণ)।

মাল! সখি, তুমি আর এতে প্রতিবন্ধক হইও না, আমার একান্ত অভিলাষ যিনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন তাঁরই করে জীবন সমর্পণ করা। তা যখন অদৃষ্টে ঘটে উঠ্‌লো না তখন আর প্রাণ ধারণে প্রয়োজন কি?

লব। বল কি সখি? তুমি কি পাগল হলে? এমন কর্ম্ম কত্যে আছে? অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে? ছি! ছি! সখি, ধৈর্য্য হও, ধৈর্য্য হও।

মাল। সখি, আমার প্রতি বিধাতা বিমুখ, পিতা নির্দ্দয়, আর রাজাও প্রতিকূল হয়েছেন, কিন্তু তুমি আমার স্বপক্ষ আছ এই আমি জান্‌তাম, তা আমার অদৃষ্ট দোষে তুমিও কি প্রতিকূল হলে? সখি, তোমাকে মিনতি করি,

আর আমাকে বাধা দিও না, আমার অভীষ্ট সাধনের আর ক্ষণকাল বিলম্ব হলেই আমি সেই নরাধম রাজ-সহচরের হস্তে পতিত হবো। তা আর বিলম্ব করা উচিত নয়। (সজলনয়নে) সখি লবঙ্গিকা, আমি তো চল্যেম, তুমি আমাকে যথোচিত ভাল বাস্‌তে, কিসে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে, কিসে আমি সুখী হবো কেবল এই যত্নই প্রাণপণে করেছ, আমার নিমিত্ত কত পরিশ্রম করেছ, কত কষ্ট সহ্য করেছ, কত অনুরোধ রেখেছ, সে সকলের পরিশোধ আমি কিছুই কত্যে পার্‌লেম না। তা সখি, আমার একটি শেষ অনুরোধ আছে, এটি তোমাকে রক্ষা কত্যে হবে। দেখ সখি, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাতো এই হলো, তা তুমি এ হতভাগিনীকে কখন কখন মনে করো। হে সখি, আমার এই অনুরোধটি রেখো, আর দেখ, এই বকুলমালা প্রাণেশ্বরের হস্তে গ্রথিত, প্রাণাধিক ধন বোধে আমি হৃদয়ে ধারণ করেছিলেম, সেই ধন অভিজ্ঞান স্বরূপ তোমাকে প্রদান করি, এ ছড়াটি দেখ্‌লেও মধ্যে মধ্যে তোমার এ হতভাগিনীকে স্মরণ হবে। (হস্ত ছাড়াইয়া

নিজ গলদেশ হইতে মাল্য হস্তে ধারণ) এখন আমি তোমার নিকটে জন্মশোধ বিদায় হলেম।

লব। ও কি! ছি ভাই! তুমি কি উন্ম হলে; নেও, নেও, এখন চল, পূজা কর্‌বে চল, তা না হলে আমি ভগবতীকে ডেকে আনি, আর তোমার এই সব কথা বলে দিই।

মাল। সর্ব্বনাশ! না না সখি, তাঁকে ডেকো না। আমি তোমার পায়ে পড়ি (চরণে পতন)। সখি, আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে বাধা দিওনা, একবার প্রসন্নবদনে আমাকে শেষ বিদায় দাও। (লবঙ্গিকার কিঞ্চিদপসরণ ও তদিঙ্গিত ক্রমে মালতীর নিকটে মাধবের আগমন) সখি, তুমি যে কিছুই বল্‌চোনা। হাঁ বুঝেছি, তুমি আপন মুখে এ কর্ম্মে সম্মতি দেবে না, তবে আর কি কর্‌বো বল সখি, আমি এ জন্মের মতন বিদায় হলেম (সহসা চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে গাত্রোত্থান)। সখি, এই মালা নেও, একে যত্নে রেখো; আর তোমার হতভাগিনী সখীকে মনে কোরো, তোমাকে আর অধিক কি বোল্‌বো। (বকুলমালা খুলিয়া

লবঙ্গিকাবোধে মাধবের গলে প্রদান) এখন আমার অভিলাষ পূর্ণ হলো।

লব। (সহাস্যবদনে) প্রিয়সখি, কেবল তোমারই অভিলাষ পূর্ণ হলো তা নয়, আমাদের চিরদিনের অভিলাষ আজ্ পূর্ণ হলো। তুমি এখন একবার চক্ষু উন্মীলন করে জীবন সার্থক কর। (মালতী সবিস্ময়ে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন। মাধবের প্রতি) মশায়, আমি আপনাকে পূর্ব্বে বলে ছিলেম স্মরণ আছে, যে দিলেই পায়, সকল সামগ্রীরই বিনিময় আছে, তা আপনি যে বকুলমালা প্রিয়সখী মালতীর উদ্দেশে আমার হস্তে দিয়েছিলেন তা আজ্ প্রিয়সখী আপনি স্বহস্তে আপনকার গলায় দিলেন।

মাধ। (আহ্লাদে) প্রিয়ে, লজ্জা কি? যা কর্ত্তব্য তাই সম্পূর্ণ হয়েছে।

(কামন্দকীর প্রবেশ।)

কাম। (হাস্যবদনে) মালতি বাছা, এ কি? এতো লজ্জা কেন? ভালইতো করেছ। আপনা হতেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়েছে, অন্য উপায় অব-

লম্বনের আর অপেক্ষা রৈল না। তা যিটি বিধাতার ভবিতব্যতা তা অবশ্যই ঘটে থাকে; এখন কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, দম্পতী সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুক। বৎস মাধব!

মাধ। আজ্ঞে।

কাম। এই দেখ, মালতী আমার প্রিয়মিত্র অমাত্য ভূরিবসুর কন্যারত্ন, ভগবান যোগ্য-যোজক বিধাতা, কন্দর্প আর আমি, আমরা তিন জনে তোমাকে প্রদান কর্‌লেম। বাছা এখন যত্নলব্ধ ধনে যেন চিরকাল সমান যত্ন থাকে—আমি অধিক কি বল্‌বো।

মাধ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ভগবতি, এ কথা কি আমাকে আরো বলে দিতে হবে?

মক। এ ভগবতীর অসাধারণ প্রসন্নতার ফল।

(আভরণ ও বস্ত্র হস্তে দ্বারদেশে প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। ভগবতি, অমাত্য ভূরিবসু রাজদত্ত এই বস্ত্রালঙ্কার পাঠালেন, মালতীকে দেব-সম্মুখে সুসজ্জিত করে এই যে স্বর্ণশিবিকা

এসেছে ঐ শিবিকাতে আরোহণ করিয়ে শীঘ্র পাঠাইয়া দেন, বর এসেছে লগ্ন উপস্থিত।

কাম। (বস্ত্রালঙ্কার লইয়া) ভাল, তুমি গে এই মালতী এলেন বলে।

তী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

মক। ভগবতি, এক্ষণে উপায় কি?

কাম। (সহাস্য বদনে) উপায় যা তা আমি কচ্চি, তুমি ততক্ষণ এই বস্ত্রালঙ্কার পরে মালতীর ন্যায় বেশ করে এসো দেখি।

মক। কেন ভগবতি? এর অভিপ্রায় কি?

কাম। অভিপ্রায় তা পরে জান্তে পার্‌বে, এখন শীঘ্র যাও।

মক। ভগবতি, আমি কতক কতক বুঝেছি, তবে যাই।

[বস্ত্রালঙ্কার লইয়া প্রস্থান।

মাধ। ভগবতি, আপনি মকরন্দকে যে কারণে মালতী সাজ্‌তে বল্যেন তা আমি বুঝেছি, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্চে পাছে ধরা পড়ে।

কাম। বাছা তুমি বালক, কি বুঝ্‌বে? নন্দনের কি সে বুদ্ধি আছে? তুমি আমার

প্রতি নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাক, দেখ দেখি কি হয়ে উঠে।

মাল। (স্বগত) ভগবতীর বুদ্ধির কৌশল কে বুঝ্‌তে পারে?

কাম। বাছা মাধব, এই দিকের দ্বার দিয়ে তুমি মালতীকে লয়ে ঐ বৃক্ষবাটিকার পথ দিয়ে গিয়ে আমার আশ্রমের নির্জন কুসুমকুঞ্জে গোপন ভাবে অবস্থান করো, সেখানে অবলোকিতা বিবাহ দ্রব্যাদির আয়োজন করে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা কচ্যেন, যাও বাছা, মালতীকে লয়ে যাও, পরে যা কত্যে হয় আমি বল্‌বো।

মাধ। (মালতীর কর ধারণ করিয়া) ভগবতীর আদেশ অন্যথা করা উচিত নয়, চল প্রিয়ে আমরা গমন করি।

কাম। যাও বাছা যাও, লজ্জা কি, আমি অনুমতি কচ্চি যাও।

[সলজ্জা মালতীকে লইয়া মাধবের প্রস্থান।

কাম। আঃ, এতো দিনে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হলো, এখন শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হলে হয়।

(মকরন্দের মালতী-বেশে প্রবেশ।)

কাম। আহা বেস হয়েছে, বেস হয়েছে, যেন মালতী।

লব। (সহাস্য বদনে) বা বেস মালতী হয়েছে এই যে। ভগবতি! নন্দনের কপাল ভাল, এমন মালতী লাভ কর্‌বে। (সকলের হাস্য)।

কাম। বাছা মকরন্দ, এই পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধিতে হলো, এখন তোমার নিজের কিঞ্চিৎ সাহস ও বুদ্ধির প্রতিভা আবশ্যক, কিন্তু তোমার উৎপন্নমতিত্বের প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সুতরাং অধিক উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক; বিশেষতঃ নন্দনের বাড়িতেও আমার শিষ্যা বুদ্ধরক্ষিতা আছে; যাও ঐ শিবিকা আরোহণে গিয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা সাধন করগে।

[মালতীবেশধারী মকরন্দকে লইয়া সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দনের শয়ন-মন্দির।

(মালতী-বেশে মকরন্দ শয়ান। লবঙ্গিকা নিকটে দণ্ডায়মানা।)

লব। যা হোক, ভগবতীর বুদ্ধিবৃত্তিকে ধন্যবাদ! কি চমৎকার কৌশলই করেছিলেন। আদ্যোপান্ত যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার বোধ হয়। আবার তোমার সজ্জাটি এমনি অবিকল মালতীর ন্যায় হয়েছিল যে কেউ অনুভব কত্তে পারে নাই। কিন্তু তাও বলি, অবগুণ্ঠনটায় অনেক সাহায্য হয়েছিল। (হাস্য করিয়া) হা—হা—হা—মনে হলে কেবল হাসি পায়, মিন্‌ষে স্বচ্ছন্দে একটা পুরুষ বিয়ে করে নিয়ে এলো গা, ছি—ছি—ছি—এমন নির্ব্বোধ পদার্থ-হীন মনুষ্য তো দেখা যায় না। ভাল, মিন্‌ষে যে এখন গিয়ে বাইরের ঘরে শুলো, এর কারণ কি? তুমি বুঝি কিছু বলেছিলে?

মক। না, বল্‌বো আর কি? এ রূপ বিবাহের বাসরে যে প্রকার ব্যবহার কত্তে হয় তাই করেছিলেম।

লব। তবু শুনি কি করেছিলে?

মক। নন্দন মালতী বল্যে আমাকে তো বিবাহ করে বড় আহ্লাদে বাড়িতে নিয়ে এলো, এসে তাড়া তাড়ি এই বাসরে শয়ন কত্তে এলো, আমার তো অত্যন্ত ভয় হলো, বলি যা, এই বার বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ে, ভেবেই অস্থির হলেম, শেষ আর কিছু না স্থির কত্ত্যে পেরে, ঐ শয্যার উপর আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত হয়ে, শুয়ে রৈলেম। নন্দন এম্নি উন্মত্ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না, প্রথমে আমি মানিনী হয়েছি বলে, মানভঙ্গ কর্‌বার নিমিত্ত কত অনুনয় বিনয় কর্‌তে লাগ্‌লো, কিছুতেই কিছু হলো না দেখে পরিশেষে আমার চরণ ধারণ কর্‌লে, কত্ত্যে আমি নন্দনের বুকে এমন একটি পদাঘাত কর্‌লেম যেন কুষ্মাণ্ড গড়িয়ে যায় এম্‌নি হয়ে কীচক বধ হলো, খাট্‌থেকে হতভাগা পড়ে গেলো।

লব। (হাস্য করিয়া) বল কি? পড়ে গেলো? তা পড়্‌বে বৈ আর কি। সে ধাক্কাটি তো কম নয়, সেটি প্রকৃত পুরুষের লাথি। তার পর?

মক। পড়ে সে রাগ করে একটা কটু কথা বল্যে, বলে বাইরের ঘরে শয়ন কত্যে গেল।

লব। (হাস্য করিয়া) তবু টের পেলে না? কি আশ্চর্য্য! তা এমন হতভাগ্য অদৃষ্টে মালতী ঘট্‌বে কেন? (নিরীক্ষণ করিয়া) ঐ বুঝি মদয়ন্তিকা এই ঘরে আস্‌চে, তুমি মুখ্‌টো ঢাকা দাও আবার চিন্তে পার্‌বে। (মকরন্দ সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদন)।

(মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।)

বুদ্ধ। তা আমি কি কর্‌বো বলো।

মদ। না, তুমি কি কর্‌বে তা নয়, তবে কি না এটি ওঁর ভারি অন্যায়।

বুদ্ধ। অন্যায় কি?

মদ। অন্যায় নয়, লবঙ্গিকা, তুই বল্‌তো ভাই, দাদা কি আমার মন্দ?

বুদ্ধ। না, মন্দ নয় তবে কি না যার যেমন মন। কেন? কি হয়েছে?

মদ। না, হবে আবার কি? বলি মনের মত হয় নাই বলেই কি এতদূর কত্যে হয়? স্বামী পরম গুরু তাঁকে পদাঘাত? তা ভাল সখি

মালতি, আমার কাছেও কি মুখ ঢেকে থাক্‌বে ? ছি ভাই! এ তোমার বড় অন্যায়, এ দিকে পদাঘাতও কল্যে আবার উল্টে রাগ ?

বুদ্ধ। না না তা নয়, উনিও এতে কিছু লজ্জিত হয়েছেন; কিন্তু তা আবার বলি, তুমি আপনার দাদার দোষটি তো ধর্‌চো না, তোমার দাদার এতো তাড়াতাড়িই কি ছিল, আজ না কয় দুদিন বাদে কথা কবে, বিয়ের রাত্রেই কি সকল মেয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা কইতে পারে, তা বলে কি এমনি দুর্ব্বাক্য বল্‌তে হয় ?

মদ। তা দুর্ব্বাক্য কি ? কথাটি তো মিথ্যা নয়, মালতীর কন্যাবস্থাবধিই যে মাধবের প্রতি অনুরাগ আছে তা কে না জানে ?

লব। অনুরাগ আছে বলেই কি ব্যভিচারিণী বলা উচিত ? তোমার তো ভাই মকরন্দের প্রতি অনুরাগ আছে, তা তুমি কি ব্যভিচারিণী ? ঐ দেখ মকরন্দের নামে তোমার নয়নের ভাবান্তর হয়েছে, তোমার শরীর যেন লোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো—এ কি ?

মদ। তিনি আমাকে জীবন প্রদান করেছেন আমি তাঁর কোন প্রত্যুপকার কর্‌তে

পারি নাই সুতরাং তাঁর নাম শুন্‌লেই মনটা কেমন হয়।

বুদ্ধ। তা দেখ দেখি ভাই, উপকার কর্‌লে তার প্রতি অনুরাগ জন্মে কি না? মকরন্দ যেমন বাঘের মুখ থেকে তোমাকে রক্ষা করেছে, মাধবও তো সেই রূপ শ্মশানে মালতীকে র করেছিলেন।

মদ। তা যথার্থ বটে, কিন্তু মালতী যখন আমাদের ঘরের লক্ষ্মী হলেন, তখন আর সে চিন্তা করা উচিত নয়। আমার অবস্থা ভাই স্বতন্ত্র, তা স্বতন্ত্র হলেই বা কি হবে? দেখ বুদ্ধরক্ষিতে, আমার প্রাণরক্ষাকর্ত্তা সেই মকরন্দকে আমি সেই অবধি আর দেখ্‌তেও পেলেম না।

লব। (ঈষদ্ হাস্যমুখে) কেন? দেখ্‌তে পেলে কি করো?

মদ। কর্‌বো আর কি? তাঁর রক্ষিত প্রাণ তো তাঁরই বস্তু হয়েছে অতএব তাঁর বস্তু তাঁরই চরণে সমর্পণ করি! তাতে আর আমার গুরুজনের ভয় কি? কুললজ্জা কিছুই নাই।

বুদ্ধ। ঈষ্! আজ্ যে বড় সদয় দেখ্‌চি,

কিন্তু ভাই এ কথা তোমার আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি তা কখনই সাহস করে পারবে না।

মদ। সখি, তিনি এতো উপকার করেছেন আমি তাঁর উপযুক্ত প্রিয়কার্য্য কি কর্‌লেম ? ভাব্‌না আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা কণ্টক স্বরূপ বিদ্ধ রয়েছে, তা দেখ ভাই, আমি তোমার কাছে ধর্ম্মসাক্ষী করে বল্‌চি সেই হৃদয়-বল্লভ জীবন-দাতাকে যদি আমি পাই, আমি কারু মুখাপেক্ষা করিনে, আপনি উপযাচিকা হয়ে তাঁর চরণের দাসী হই।

বুদ্ধ। তুমি ধর্ম্মসাক্ষী করে বল্‌চো ?

মদ। হাঁ, যথার্থই বল্‌চি।

বুদ্ধ। তবে এই নেও, তোমার সেই হৃদয়-বল্লভ জীবন-দাতা মকরন্দ। (মকরন্দের গাত্রের বস্ত্র উন্মোচন, মকরন্দ উঠিয়া মদয়ন্তিকার হস্ত ধারণ।)

লব। (মকরন্দের প্রতি) এই নেও ভাই, তোমার ধন তুমি পেলে, এখন যা কত্ত্যে হয় কর।

মক। সুন্দরি, তোমার আমা প্রতি স্নেহময়

বচনমাধুরী শ্রবণে আমি কৃতার্থ হলেম; তা প্রিয়ে চল, অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করি, আর এখানে থাকা উচিত নয়।

মদ। (ভয় বিস্ময় লজ্জা ও আনন্দে জনান্তিকে) সখি, এ কি?

বুদ্ধ। প্রিয়সখি, এ সকলি ভগবতী কামন্দকীর বুদ্ধি বিলাস, সেই বুদ্ধিবৃত্তিতেই মালতী মাধবে প্রতিপন্ন হয়েছে, মকরন্দে তুমিও প্রতিপন্ন হলে, সকল মানসই পরিপূর্ণ হলো, এক্ষণে মকরন্দের সহিত সেই ভগবতীর আশ্রম সমীপস্থ বৃক্ষবাটিকার নিকুঞ্জবনে গমন কর, মাধব মালতী সেই স্থানে আছেন, চল আমরাও তথায় যাই, এখানে আর অধিক কথার সময় নাই। চল চল সখি, সত্বরে আমরা পলায়ন করি।

মদ। এই রাত্রিকাল, আমরা স্ত্রীলোক, এখন কেমন করেই বা যাই?

লব। কেন তার চিন্তা কি? আমরা নূপুর গুলো পরিত্যাগ করে ঐ বৃক্ষবাটিকার গুপ্তদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাব, কেউ দেখ্‌তে পাবে না।

মক। চল প্রিয়ে, আমার অনুরোধ রাখ, তোমার হাতে ধরে বল্‌চি আর বিলম্ব করো না,

এখনি প্রকাশ হয়ে পড়্লে আমাদের সকল আশা ভঙ্গ হবে, অতএব এখানে আর থাকা উচিত নয়।

মদ। যা অদৃষ্টে থাকে, তাই হবে, চল সাথে যাই, যথা ইচ্ছা হয় নিয়ে চল।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষবাটিকার নিকুঞ্জ।

(প্রস্তরফলকে মালতী বিমনা, তদেকদেশে মাধব উপবিষ্ট। অবলোকিতা দণ্ডায়মানা।)

মাধ। আমি তো প্রতিদিনই এই উদ্যানে এসে থাকি, কিন্তু আজ্ যেমন এর একটী অপূর্ব্ব শোভা দেখ্ছি এমন শোভা কখনই দেখি নাই।

অব। (হাস্য করিয়া) তা হবেই তো; এক জন কাছে থাকাতেই আজ্ সকল বস্তুই মোনহর বোধ হবে।

মাল। কে অবলোকিতে? কার কথা বল্‌চো?

অব। সে কথা আর বল্‌তে হবে কেন? এই যে জিজ্ঞাসা কচ্চে সেই, আর কে?

মাল। (ঈষদ্ হাস্যমুখে) এমন মনভুলান কথা কৈতে তোমার মতন কৈউ পার্‌বে না।——সে যাক্, (মাধবের প্রতি) নাথ, আজ যথার্থই চন্দ্রের বড় অপূর্ব্ব শোভা হয়েচে; দেখ, যেন সজ্জনের নির্ম্মল যশোরাশির ন্যায় কিরণ-জাল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়েছে, আর তাবৎ বস্তুই যেন রজত-মণ্ডিত হয়ে উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করেছে, স্বভাবতই আজ্ প্রকৃতির মনোহর বেশ, তাতে নাথ তোমার সুখ-বর্দ্ধন হওয়াতে সে আমার পক্ষে দ্বিগুণ সুখকর হয়েছে।

মাধ। প্রিয়ে, তোমার ইন্দীবর-নয়ন এমন পূর্ণচন্দ্র দর্শনে তো সহজে আনন্দিত হতেই পারে, কিন্তু তাই বলে তুমি নিয়ত ঐ দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকোনা, কি জানি ঐ অবসরে যদি লম্পট চন্দ্র তোমার বদন-সুধার সহিত নিজ সুধার বি[illegible] করেন; প্রিয়ে, যথার্থ বল্‌তে কি, ঐ করদ্বারা যে তোমার অধরস্পর্শ হচ্চ্যে, এও আমার পক্ষে অসহ্য।

মাল। (হাস্যমুখে মাধবের প্রতি দৃষ্টপাত) নাথ, আমার প্রতি তোমার এম্‌নি ভালবাসা বটে। (স্বকরে মাধবের কর লইয়া) কিন্তু নাথ !

সংগীত।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখো ভুলো না এ দাসী রে।
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে॥
তোমা বিনে অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন ক্ষণ না হেরিলে পরে।
কুল শীল লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জন্মের মত, প্রাণ মন তব করে॥

এই আমার নিবেদন, আর আমি কি বল্‌বো ?

অব। (হাস্যমুখে) আহা! লবঙ্গিকা এমন সময় এখানে থাক্‌তো, তা হলে নব বরবধূর রসালাপ শুনে সে কতই আহ্লাদিত হতো !

মাল। (কিঞ্চিৎ বিষণ্ন ভাবে) হাঁ ভাল কথা, লবঙ্গিকা এখনো আস্‌চে না কেন ? নাথ, আমার বড় আশঙ্কা হচ্যে, তোমার সখার ব্যাপার তো কিছু প্রকাশ হয়ে পড়েনি।

মাধ। না প্রিয়ে, তার কোন চিন্তা নাই। ভগবতী আপনি যখন সাহস করে সখাকে

সেখানে পাঠিয়েছেন তখন চতুরতা কর্‌বার কোন নিগূঢ় উপায়ও করে রেখে থাক্‌বেন; বিশেষ তাঁর প্রিয়শিষ্যা বুদ্ধরক্ষিতাও সেখানে আছেন, তিনিও বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, অতএব কোন চিন্তা——এই যে এঁরা সকলেই আস্‌ছেন।

মাল। এ কি! এঁরা এমন ব্যগ্রচিত্তে আস্‌চেন কেন? কোন বিপদ্‌ ঘটে থাকবে?

মাধ। কৈ, আমার সখা কৈ?

(সত্বর মদয়ন্তিকা, লবঙ্গিকা এবং বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রবেশ।)

বুদ্ধ। (ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে) বড় বিপদ্‌! বড় বিপদ্‌!

মাধ। কি কি? কি হয়েছে? সখার বৃত্তান্ত কি, বল।

বুদ্ধ। তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, আপনি শীঘ্র যান্‌।

মাধ। কেন, বিবাহের সময়েই প্রকাশ হয়েছেন না কি?

বুদ্ধ। না না, বিবাহের সময় প্রকাশ হন নাই, বাসরঘরে নন্দনকে নাথি মাল্‌লে তাতেও

প্রকাশ হয় নাই, শেষ তাঁর সহিত মদয়ন্তিকার মিলন হলে পর, আমরা চারি জনে যুক্তি করে অতি প্রচ্ছন্নভাবে আপনার নিকট আস্‌চি, এমন সময় আমাদিগের পশ্চাতে একটা ভারি গোল উট্‌লো——

মাধ। তার পর, তার পর।

বুদ্ধ। তার পর, রক্ষকগণ এসে আমাদের অবরোধ করলে।

মাধ। অ্যাঁ! অবরোধ কর্‌লে? সখার হস্তে অস্ত্র ছিল না?

লব। আগে ছিল না, তার পর এক জন রক্ষির হস্ত হতে একখানা অস্ত্র আকর্ষণ করে নিয়ে তিনি তাদের প্রতি আক্রমণ কল্যেন, আমরা সেই অবকাশে পালিয়ে এসেছি, এখন তাঁর কি হলো বল্‌তে পারিনে।

মাধ। তবে আর আমি থাক্‌তে পারিনে। যা হোক্ তোমাদের কোন চিন্তা নাই, সখা এক জন মহাবীরপুরুষ, তাঁকে পরাভব করে এমন কার সাধ্য? প্রিয়ে, এই মালা ছড়াটিতে তোমার বিশেষ যত্ন, পাছে ছিড়ে টিঁড়ে যায়, অতএব তোমার গলাতেই থাক্। (মালতীর

গলায় মাল্য প্রদান) আমি চল্লেম। (কটি-বন্ধন ও গমনোদ্যোগ।)

মাল। (সভয়ে) না, না, নাথ, তোমার সে খানে যাওয়া হবে না, আমার অন্তঃকরণ বড়ই ব্যাকুল হচ্যে, কি অদৃষ্টে ঘট্‌বে।

মাধ। না প্রিয়ে, কোন আশঙ্কা নাই, আমি আগত প্রায়।

[তরবারিহস্তে সত্বর মাধবের প্রস্থান।

মাল। (সবিষাদে) কি হলো! আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচ্যে! কি অদৃষ্টে ঘটে! উনি বারণ শুন্‌লেন না সে খানে গেলেন।

লব। তাই তো, এ যে বিষম বিপদ্! রক্ষক-গণ যেরূপ অস্ত্রক্ষেপ কর্‌চ্যে——

মাল। (সভয়ে) কি হবে? ভগবতী এমন সময় কোথায়? তবে বুঝি আমার কপাল ভাঙ্‌লো! (অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে) লবঙ্গিকে, তোমাতে আর বুদ্ধরক্ষিতাতে না হয় একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে এসো কি হচ্যে—যাও যাও, আর বিলম্ব করো না, আমার প্রাণ কেমন কচ্যে।

লব। আচ্ছা যাই।

[বুদ্ধরক্ষিতার সহিত প্রস্থান।

মাল। এখন উপায় কিছুই স্থির কর্ত্যে পাচ্যিনে। অবলোকিতে, তুমি একবার ভগবতীকে এই সংবাদটা দিয়ে এসো।

বুদ্ধ। সে কি? আমি তোমাদের দুটিকে এখানে রেখে কি রূপে যাই।

মাল। (ব্যাকুলভাবে) না না, তুমি যাও, একবার বলে এসো আর বিলম্ব করো না, আমার মাথা খাও।

অব। আচ্ছা যাই, তোমরা কিন্তু সাবধানে থেকো।

[প্রস্থান।

মদ। আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে যে এঁরা দুজনে এ বিপদ হতে উদ্ধার হয়ে আস্‌বেন? মনটা বড় অস্থির হয়ে উট্‌লো। একবার একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আস্‌বো, কি? দেখি ওঁরা আস্‌চেন কি না। আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

মাল। (সবিষাদে স্বগত) হায়! হায়! আমার মত হতভাগিনী আর জগতে কে আছে? জন্মের মধ্যে এক মুহূর্ত্তক সুখ কাকে বলে তা জান্‌লেম না, কেবল রোদন করেই এ জন্মটা

গেল। মনে করেছিলেম যে প্রাণনাথ হতে আমার সকল দুঃখ মোচন হবে, কিন্তু কেমন আমার অদৃষ্ট যে তাতেও পদে পদে বিড়ম্বনা। আহা! প্রাণনাথ আমার নিমিত্তে কত কষ্টই পেয়েছেন; কত বিপদেই পতিত হয়েছেন; কত মনোবেদনাই সহ্য করেছেন, তার আর পরিসীমা নাই; যদিও এত কষ্টের পর আজ মনোভিলাষ পূর্ণ হলো, তো পোড়া বিধি প্রথম সূত্রেই ব্যাঘাত উপস্থিত কল্যে। হায়! কি বিড়ম্বনা! ভাল, বিধাতা কি আমাকে পরিহাস কচ্যেন? প্রথমে প্রচুর সুখরাশি আমার আশাপথে উপস্থিত কল্যেন, কিন্তু আমি সেই সুখ পাবার নিমিত্তে হস্ত প্রসারণ কর্‌বা মাত্রেই জলবিম্বের ন্যায় তা অদৃশ্য হলো! হায়, হায়! (রোদনচ্ছলে সঙ্গীত)।

জঙ্গলা খাম্বাজ— তেওট।

মন দুখানলে দহিছে, মন দুখানলে কত যাতনা সহিছে।
ওঃ! হো! হো! হো!
বিকল করে প্রাণ, নয়ন ঝরে,
সব কিসে তনু জর জর হইছে।
সুখ লভিয়ে হায়, বিফল হলো,
বিধি সদা কত মত ছল করিছে॥

হা প্রাণনাথ! তোমাকে কি আর জীবিত দেখ্‌তে পাবো?

নেপথ্যে। হাঁ, ডাক্ তোর প্রাণনাথকে, সে এখন এসে তোকে রক্ষা করুক্। রে দুরাচারিণি, তোর নিমিত্ত সেই পাষণ্ড পামর দুরাত্মা আমার গুরুকে বধ করেছে, তার প্রতিফল এই এখনি পাবি।

মাল। (শুনিয়া চমকিতভাবে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ) এ কি?

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ।)

কপাল। (প্রবেশ করিতে করিতে) বনের পক্ষীর ন্যায় কয়েক দিবস লক্ষিত হয়ে, আজ্ তুই ব্যাধের হস্তে পতিত হয়েছিস্; ওরে দুষ্টে, আর কি তোর পরিত্রাণ আছে? চল্ এখন শ্রীপর্ব্বতে গিয়ে তোকে নরবলি দিয়ে আপনিই মন্ত্রসিদ্ধি কর্‌বো। (বলপূর্ব্বক মালতীকে লইয়া প্রস্থান)।

(মদয়ন্তিকা এবং অবলোকিতার প্রবেশ।)

মদ। তার পর ভগবতী কি বল্যেন?

অব। তিনি বল্যেন, তোমরা কোন চিন্তা

করো না, মাধব আর মকরন্দের যে বাহুবল তাতে তাঁরা কখনই পরাস্ত হবেন না, আর মন্ত্রী মহাশয় মাধবের প্রতি কখনই বিরক্ত নন, এ আমি স্থির জানি।

মদ। কিন্তু তাঁর সখা তো রাজার কোপে পতিত হবেন?

অব। তুমি কি পাগল হয়েছ? রাজার কি মনে নাই যে, মকরন্দ তোমাকে বাঘের গ্রাস হইতে রক্ষা করেছেন? তুমি অতো ভাব্‌চো কেন?—এখন মালতী কোথা?

মদ। তিনি এই খানেই তো ছিলেন। তাই তো, কোথা গেলেন? এস দেখি একবার দেখি। (দেখিয়া) এই যে মালতি, কোথা গিয়েছেলে?

(লবঙ্গিকা এবং বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।)

লব। আমি লবঙ্গিকা।

অব। তুমি মালতীকে দেখেচ?

লব। কৈ না। কেন? তিনি না এই খানেই ছিলেন?

মদ। ছিলেন বটে, তা কৈ, আর দেখ্‌তে

পাচ্যিনে। এখন ওঁদের সংবাদ কি বল? কি দেখে এলে?

বুদ্ধ। কলহংস এখানে সম্বাদ দিতে দৌড়ে আস্‌ছিল তারই মুখে শুন্‌লেম রক্ষিগণ সবতো প্রায় পরাভব হয়েছিল কেবল জন-সংখ্যা অধিক থাকাতেই তারা কৌশলে তাঁদের ধৃত করে, কর্য়ে রাজার নিকট নিয়ে গিয়েছিল; সে সময়ে মন্ত্রী মহাশয়ও সেখানে ছিলেন, তাঁরা মাধব আর মকরন্দের বলবীর্য্যের বৃত্তান্ত সমস্ত শুনে অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। পরে মন্ত্রী মহাশয় বল্যেন এরূপ বীরত্ব পুরস্কারের যোগ্য।

মদ। তার পর, তার পর, রাজা কিছু বলেছেন?

বুদ্ধ। রাজাও ওঁদের দুজনকেই চিন্‌তে পার্‌লেন।

মদ। কেমন্ করে চিন্‌লেন?

লব। আঃ! সেই যে বাঘটা মারবার পর মকরন্দ একবার রাজার কাছে যান কি না; আর মাধবও সেই শ্মশানহতে মালতীকে রক্ষা করে এনে রাজসভায় গিয়েছিলেন।

বুদ্ধ। তাই চিন্‌তে পেরে, রাজা সমাদর

কল্যেন আর কত প্রশংসা কল্যেন। মন্ত্রী মহাশয় উভয়কে কোল দিলেন, দিয়ে বসিয়ে, এখন বুঝি কি কথা বার্ত্তা হচ্চ্যে।

মদ। আঃ! এতক্ষণের পর আমি প্রাণ পেলেম। যা হোক, এখন মালতী কোথা গেল?

লব। তিনি এ কথা শুন্‌লে অত্যন্ত আহ্লাদিত হবেন। চল আমরা সকলে একবার খুঁজে দেখি কোথা আছেন; আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, কি জানি?

অব। হাঁ, হাঁ, এস, এস।

[সকলের প্রস্থান।

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।)

মাধ। যা হোক সখা, তোমার কি চমৎকার পরাক্রম!

মক। তোমারই কম কি সখা; তুমি না থাক্‌লে আমি কি একা পাত্যেম?

মাধ। এ কি? এখানে কেউ নাই যে, এঁরা তবে কোথা গেলেন?

মক। তবে বুঝি ভগবতীর নিকটে গেছেন। চল সখা, সেই খানেই যাই।

মাধ। যা হোক্ সখা, রাজার কি অপার দয়া? আমাদের অপরাধের দণ্ড দেওয়া দূরে থাক, উল্‌টে আমাদের সমাদর কর্‌লেন।

মক। সখা, সত্য বল্‌তে কি, মন্ত্রী মহাশয়ের তোমার প্রতি স্নেহ দেখে বিলক্ষণ বোধ হলো——

নেপথ্যে। এ কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কোথা গেলো! আর কোথা!

মাধ। এ আবার কি? সখা, আমার কি বিপদ্ হলো দেখ,আমার শরীর লোমাঞ্চ হচ্যে।

(মদয়ন্তিকা, লবঙ্গিকা, বুদ্ধরক্ষিতা এবং অবলোকিতার প্রবেশ।)

লব। এ কি বিপদ!মশায়, মালতী কোথায় গেছেন খুঁজে পাচ্যিনে।

মাধব ও মক। সে কি? সে কি? অ্যাঁ!

মক। বাগানের চারি দিক্ দেখেচো, ভগবতীর নিকটে তো যান নাই?

লব। না, সেখানেও নাই, কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না।

মাধ। সখা, তবেই হয়েছে, আমার যা

আশঙ্কা তাই ঘটেচে। এখন কি করি? কোথা যাই? হা মালতি! তুমি কোথা গেলে? হা প্রেয়সি! তোমার অদৃষ্টেও এত দুঃখ ছিল! তুমি কারো কখন অনিষ্ট কর নাই, কিন্তু তোমার পদে পদে শত্রু; তোমার পদে পদে বিপদ। আঃ! আমার মনে কত প্রকার চিন্তার উদয় হচ্যে।—ভাল, তিনি তো পরিহাস করবার নিমিত্ত কোথাও লুকিয়ে নাই? ছি প্রিয়ে, এ কি পরিহাসের সময়? তোমার মাধব যে এত ব্যাকুল হয়েছে, এ দেখে তোমার কি দয়া হয় না? এস প্রিয়ে এস। তুমি কি আমার প্রণয়-পরীক্ষা কচ্যো? প্রিয়ে, সে পরীক্ষার কি এখনো অপেক্ষা আছে? যদি আমার প্রতি অভিমান করে থাক, তো এই দেখ মাধব তোমার নিকট যোড়করে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্যে। প্রেয়সি, উত্তর প্রদান করে তোমার মাধবের জীবন রক্ষা কর। প্রিয়ে, এত নিষ্ঠুর হয়োনা, আমি আর সহ্য কত্যে পারিনে। হা মালতি, হা মালতি, হা মালতি। (মূর্চ্ছা)।

মক। হায় কি হলো! সখার এ কি হলো? (মাধবকে ধারণ)।

লব। ওগো বাতাস করো! বাতাস কর! (বস্ত্রের দ্বারা ব্যজন)।

অব। হা বিধি! তোর মনে এই ছিল? ভগবতীও এমন সময় নাই। কি করা যায়?

মক। স্থির হও, স্থির হও? কিঞ্চিৎ যেন চৈতন্য হয়েছে। তোমরা স্থির হও।

মাধ। (মৃদুস্বরে) হা মালতি! হা মালতি!

মক। সখা, অত উতলা হইও না, বিশেষ অনুসন্ধান তো করা হয় নাই; এখনি নিরাশ হবার কারণ কি? চল, এক্ষণে তোমাকে এস্থান হতে লয়ে যাই।

লব। হাঁ হাঁ চলুন, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

[মাধবকে লইয়া সকলের প্রস্থান।



পঞ্চমাঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্রীপর্ব্বত।

(চিত্রপট হস্তে সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদা। (স্বগত) তা সে সকলই জগদীশ্বরের ইচ্ছা; তিনিই রক্ষা করেন, তিনিই বিনাশ করেন, মনুষ্য উপলক্ষ মাত্র। গুরুদেব, তুমিই সত্য! আহা! এই অরুণোদয়ের কালটি কি সুন্দর! প্রকৃতি যেন রজনীর তিমিরাবৃত ক্রোড় হতে নিদ্রোত্থিত হয়ে সপুলকে হাস্য কচ্চ্যেন; দিবাকর রক্তপিণ্ডের ন্যায় দূরবর্ত্তী সাগরগর্ভ হতে অনুক্রমে প্রসবিত হচ্চ্যেন; আর ক্রমশঃ সমস্ত জগতে আপনার আরক্ত বর্ণ নবপ্রভা বিস্তার কচ্চ্যেন; নিশাকর, রবির বাল্য প্রতাপ দর্শনেই ত্রস্ত ম্লান এবং অবসন্ন হয়ে অনুচর তারকামণ্ডলীর সহ গগনমধ্যে প্রবেশ কচ্চ্যেন; পর্ব্বত বৃক্ষাদি কিরণমালীর প্রসাদে কিবা সুরঞ্জিত এবং উজ্জ্ব-

লিত হয়েছে; শিশিরবিন্দু সকল দূর্ব্বাদলে মুক্তাফলের ন্যায় বিকীর্ণ হয়ে আছে, এবং কোথাও বা নীহারবিন্দুতে অরুণকিরণ পতিত হয়ে ইন্দ্রধনুর উজ্জ্বল বর্ণের উদ্ভব করেছে; তরুসকল বাহু বিস্তার করে সূর্য্য দেবকে কুসুমাঞ্জলি প্রদান কচ্চে; বিহঙ্গমগণ আপন আপন কুলায়দ্বারে উপবিষ্ট হয়ে মুক্ত-কণ্ঠে জগদীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন কচ্চে; কাষ্ঠ-মার্জ্জারগণ আনন্দিত মনে শাখা হতে শাখা অতিক্রম কচ্চে; মৃগশাবকগণ ক্ষণে ক্ষণে কু-রঙ্গিণীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করে প্রসন্নমনে ইত-স্ততঃ কেলি কচ্চে; ময়ূরগণ যুবভানুর প্রতি যেন কটাক্ষ করেই আপনার অপূর্ব্ব চিত্রিত পুচ্ছ বিস্তারপূর্ব্বক সগর্ব্বে পাদ বিক্ষেপ কচ্চে। আহা! এই সকল দেখে মন এককালে উদাস হয়। হে ব্রহ্মাণ্ডনাথ! হে জগদীশ! তোমার মহিমার কি পরিসীমা আছে? আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই তোমার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশল প্রত্যক্ষ হয়। চতুর্দিগেই তোমার অনন্তলীলা অপরিসীম মহিমা ও প্রচুর কীর্ত্তি মূর্ত্তিমতী দেদীপ্যমান জ্ঞান হয়।

সঙ্গীত।

রামকেলী— কাওয়ালী।

তব কৃপাগুণ ভাসিতেছে ভুবনে।
ওহে দয়াময় ভবেশ, পরম তত্ত্ব তব কেহ
বর্ণিতে নহে পারগ মন বচনে॥
দিনকর তেজ তোমার সে জ্যোতি, ফুল তবমোহন ভাতি
আর নাথ গাহে তব মহিমা বিহগে
মেলি যতনে॥

আহা! এই প্রশান্ত প্রাতঃ সমীরণে আমার অঙ্গ স্নিগ্ধ হলো। যা হোক, রাত্রের সেই ব্যাপারটা স্মরণ হলে এখনো শরীর লোমাঞ্চিত হয়। উঃ! পাপীয়সী কপালকুণ্ডলার কি নৃশংস অন্তঃকরণ! রাক্ষসীর কিছুই অসাধ্য নাই; এমন সরলা কন্যারও প্রাণ বিনষ্ট কত্ত্যে উদ্যত হয়েছিল! বলিদান করেছিল আর কি! কেবল করুণাময় পরমেশ্বরই রক্ষা করেছেন; সে ঘোর ব্যাপারের অনতিপূর্ব্বেই আমার নয়ন পথে পতিত হয়েছিলে, এই সৌভাগের বিষয়; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হতো। ভাল, ঐ দুষ্টা স্ত্রীর অন্তঃকরণে কি

দয়ার লেশ মাত্র নাই? তা কেমন করেই বা থাক্‌বে? ওর গুরু অঘোরঘণ্ট মন্ত্রসিদ্ধি করবার উদ্দেশে নরবলি প্রদান কর্‌তো শুনেছি। উঃ! কি ভ্রম! প্রাণিহত্যা করে ভগবানের উপাসনা! যা হোক, এক্ষণে যে কন্যাটির জীবন রক্ষা হয়েছে এই পরম লাভ; এখন ওকে নির্ব্বিঘ্নে ওর পিত্রালয়ে দিয়ে আস্‌তে পাল্যেই আমি নিশ্চিন্ত হই। ভূরিবসুর কন্যা! কি আশ্চর্য্য! অমাত্য ভূরিবসুর যে এমন একটি কমনীয় কন্যা হয়েছে এতো আমি জানতেম না; আর আমি কি প্রকারেই বা জান্‌বো? বহুকাল সংসারাশ্রমের সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, এই যোগাশ্রম অবলম্বন করেছি; সুতরাং গৃহাশ্রমিদের বিষয় কিছুই অবগত নই। যা হোক, এই কন্যাটিকে দেখে অবধি আমি পুনর্ব্বার যেন সংসার মায়ার বশম্বদ হচ্চি। আহা! কন্যাটির কি মধুর প্রকৃতি! কি রূপ লাবণ্য! দেখে যেন মমতায় মন এককালে আকৃষ্ট হয়েছে। আবার শুন্‌লেম ভগবতী কামন্দকীর স্নেহপাত্রী, তবেতো পরমেশ্বর ওর জীবন রক্ষাহেতু যে আমাকে করেছেন এও আমার শ্লাঘা। হাঁ! ভাল কথা

আমার এখন স্মরণ হচ্চে, আমি যখন পদ্মাবতীতে অধ্যয়ন করি, ভূরিবসু আর দেবরাত আমার সঙ্গে পাঠ কত্তেন, তার পর পাঠ সমাপন হলে তাঁরা পরস্পরের প্রণয়পাশ দৃঢ় করবার অভিলাষে উভয়ে এই পণ করেন যে, তাঁদের সন্তান সন্ততি হলে পরস্পর বিবাহ দেবেন। ভগবতী আর আমি তাতে সাক্ষী স্বরূপ ছিলেম। এক্ষণে ভূরিবসুর তো এই কন্যা হয়েছে, তা অমাত্য দেবরাতের কি কিছু সন্তানাদি হয় নাই? বলা যায় না। যা হোক, কন্যাটির অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আহা! সর্ব্বদা বিলাপই করে, আমি কত প্রবোধ বাক্য বলি কিছুতেই সান্ত্বনা হয় না। ব্যাপার টা কি ভালরূপ বুঝ্‌তে পাচ্যিনে। কপালকুণ্ডলার তাড়নাতে যখন ওর মূর্চ্ছা হয়েছিল, তখন ওর বক্ষঃস্থলের বস্ত্র খুল্‌তে এই চিত্রপটখানি পেলেম; তা এটি তো ওর আপনার প্রতিমূর্ত্তি, এর পার্শ্বে এই অপূর্ব্ব সুন্দর নবীন পুরুষটি কে? আহা! এমন রূপ তো কখনো দেখি নাই। আবার কন্যাটি হা মাধব! হা মাধব! করে অবিরত বিলাপ

কচ্চ্যে, মাধবই বা কে আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; জিজ্ঞাসা কল্যেও কিছু বলে না, কেবল রোদন করে; বোধ হয় মাধব নামে ওর কোন প্রণয়ী ব্যক্তি থাক্‌বে; যা হোক, এটা বিশেষ জান্‌তে হবে। আহা! অমাত্য কন্যা-বিরহে না জানি কতই শোকাকুল হয়েছেন; আমার আর অধিক্ বিলম্ব করা হবে না; মালতীকে লয়ে শীঘ্র পদ্মাবতীতে যেতে হবে। (সম্মুখে দেখিয়া সচকিতে) ওঁরা দুজন কে পর্ব্বতে উঠে আস্‌-চেন? এওতো সামান্য বিড়ম্বনা নয়। নির্ব্বিঘ্নে যোগ সাধন হবে বলে আমি এই নিভৃত পর্ব্বত প্রদেশে অবস্থান করি, তা এস্থলেও যে জনতা হতে আরম্ভ হলো। এরা কি কপালকুণ্ডলার অনুচর হবে? হতেও পারে, বলা যায় না। আহা! দুটি যুবারই কি মনোহর রূপ-লাবণ্য! কিন্তু এমন বিষণ্ণ ভাব কেন? বিশেষ একটি— (সচকিতে) এ কি? না,—হাঁ!—(চিত্রপ-টের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ঠিক্ যে! এই অবয়ব, এই বয়ঃক্রম, এই বর্ণ। ইনিই বটেন তার সন্দেহ নাই। এঁরা যে এলেন বলে, এখন কি করি? (চিন্তা করিয়া) এই গুহার মধ্যে কিঞ্চিৎকাল

গোপনভাবে থাকি; দেখি, ওঁরা কোথায় যান, কি করেন। (গোপনভাবে অবস্থিতি)।

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।)

মক। (স্বগত) গ্রহবৈগুণ্য হলে কিছুতেই নিষ্কৃতি হয় না, একটা বিপদ হতে উদ্ধার হতে না হতে আর একটা এসে উপস্থিত হয়; এমন কি যে, সম্পদও বিপদ হয়ে উঠে। আহা! সখার ক্লেশ দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অদৃষ্টদোষে কি কষ্টই পাচ্যেন। (প্রকাশে) চল সখা, চল, চিন্তা কি? এত কষ্ট করেও কি অভীষ্ট সফল হবে না? এই পর্ব্বত টা বিশেষ করে দেখ্‌তে হবে; এখানেও থাক্‌তে পারেন।

মাধ। হা প্রিয়ে, তুমি কোথায় গেলে? তোমার স্পর্শ সুখানুভব হতে না হতেই আমি কি তোমাকে হারালেম? প্রিয়ে, তোমার এ কি কঠিন হৃদয়? মাধবের এত কষ্ট দেখেও কি তোমার দয়া হয় না? প্রিয়ে, তুমি আমাকে এত যে ভাল বাস্‌তে, এত যে দেখ্‌বার নিমিত্তে ব্যাকুল হতে, সে সকল কি এককালে ভুলে রৈলে? প্রিয়ে, তুমি কেন প্রতিকূল হলে?

আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছিলেম যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে পলায়ন কল্যে? যদি কোন অজ্ঞাত অপরাধে দোষী হয়ে থাকি, এসে আমাকে ভৎর্সনা কর; আমার প্রতি দণ্ডবিধান কর; আমাকে অভিসম্পাত কর; তোমার কোপানলে ভস্ম কর; কিন্তু প্রিয়ে, আমাকে একবার দেখা দেও; তোমার অদর্শন-ক্লেশ আর আমি সহ্য কত্যে পারিনে। (রোদন)।

মক। সখা, স্থির হও, স্থির হও, এত ব্যাকুল হলে কি হবে বল? চল, এখন উপায় চেষ্টা করা যাক্।

মাধব। শ্মশানে প্রাণত্যাগ কত্যে গেলেম তাতে ব্যাঘাত উপস্থিত হলো; সে সময় মৃত্যু হলে আর এত যন্ত্রণা ভোগ কত্যে হতো না। তখন বিধি অনুকূলতা প্রকাশ করে শেষে এই অপরিসীম যন্ত্রণাতে পাতিত কল্যেন। তা হবেই তো; যে ব্যক্তি ভাগ্যহীন, তার অন্য অভিলাষ দূরে থাক, মৃত্যু-অভিলাষও পূর্ণ হয় না। কি আশ্চর্য্য! বজ্রাঘাতে দগ্ধতরুর ন্যায় আমার দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ হয়েছে, তবু এখনো

ভস্ম হলো না; হৃদয় এতো আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, তবু এখনো বিদীর্ণ হলো না; বিপদ রূপ প্রবলঝটিকাতে আমাকে অবিরত ছিন্ন ভিন্ন কচ্চ্যে, তবু আমার কঠিন জীবন দেহত্যাগ কল্যে না। হা হতবিধে! এই সকল ক্লেশ দিবার নিমিত্তেই কি আমাকে এখনো জীবিত রেখে-ছিস্! রে দুরাচার পাষণ্ড! তোর কি তাড়নের বিশ্রাম নাই? তোর তুল্য নিদারুণ কি আর জগতে আছে?

মক। সখা, তপন-তাপও বিচ্ছেদ তুল্য নিদারুণ হয়ে উঠ্‌চে; তোমার দুর্ব্বল শরীরে সহ্য হবে না। এস সখা, একবার এই হ্রদের তটে বসে শ্রান্তিদূর করা যাক। (মাধবের হস্তধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া স্বগত) সখার মনটা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে, দেখি যদি অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গ করে সুস্থির কত্ত্যে পারি। (প্রকাশে) আহা! সখা, একবার তুমি সম্মুখে দৃষ্টিপাত কর দেখি; নয়নের অধিকারও সামান্য নয়। দেখ কত দেশ, কত দ্বীপ, কত নদ, কত নদী, কত সাগর, কত নগর, কত বন, কত কানন এককালে নয়নগোচর হচ্চ্যে,

আহা হাহা! দেখ ভাই আবার এই পশ্চাতে দেখ, পর্ব্বতোপরি পর্ব্বত, তদুপরি পর্ব্বত, যেন গগনমণ্ডল স্পর্শ কচ্চে, আর সমস্তই যেন মেঘাকার বোধ হচ্চে। আহা! দেখ্‌তে কি চমৎকার! মনকে এককালে ঔদাস্য করে! আ মরি মরি! কিবা সুন্দর শুক্লবর্ণ নির্ঝরগুলি! যেন দ্রব রজতের ন্যায় অধোমুখে প্রবাহিত হচ্চে। মধ্যে মধ্যে বৃহৎকায় তরু সকল আজানু-লম্বিত-বাহু বিস্তার করে যেন জগদীশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন কচ্চে। সহস্র সহস্র জীব——(মাধবের সহসা গাত্রোত্থানে স্বগত) সখা সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন রয়েছেন! আমার কথা কিছুই শুন্‌চেন না দেখ্‌চি, কিছুতেই কি ওঁকে অন্যমনা কত্তে পার্‌বোনা? (উঠিয়া প্রকাশে) সখা, কত দেশ, কত বন, কত পর্ব্বত দেখে এলে, কিন্তু এমন রমণীয় স্থান কোথাও দেখেচ? আহা! এই হ্রদের কিবা শোভা হয়েছে; চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী তরুসকল ফলফুলে সুশোভিত হয়ে এই নির্ম্মল সলিলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে; তাতে আবার সুশীতল সমীরণ সহকারে হ্রদের বারি হিল্লো-লিত হচ্চে, বোধ হচ্চে যেন জগতের সমস্ত

পদার্থ ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্যে। বনকুসুম সকল প্রস্ফুটিত হওয়ায় বনের কিবা শোভাই হয়েছে; যেন বনদেবী স্বীয় রূপ-গরিমায় হাস্য কচ্যেন; আর দূরস্থিত চন্দনকাননের সৌরভে সমস্ত স্থানটি আমোদিত হয়েছে; কত কত বিহঙ্গ তরু-শাখোপরি উপবিষ্ট হয়ে মধুরস্বরে গান কচ্যে। আহা! স্থানটি এমনি রম্য কিঞ্চিৎকাল অবস্থান কল্যেই মনের সকল ক্লেশ দূর হয়। কি বল সখা?

মাধ। ভাই, সে সকলই সত্য; কিন্তু আমার মালতী কোথা? মালতী অভাবে এ সকল কি আমার মন হরণ কত্যে পারে? সখা, আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধন কোথা গেল? আর কি আমার প্রাণেশ্বরী জীবিত নাই? (চিন্তা)।

মক। এ কি? সখা যে জ্ঞানশূন্য হওয়ার উপক্রম হয়ে উঠ্লেন! কি হবে? হায়! ভগবতীও নাই যে কোন সুমন্ত্রণা দিয়ে সাহায্য কর্‌বেন। আহা! সখার অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্যে। হা দেবরাত! তোমার বংশধরের কি অবশেষে এই দশা হলো?

সৌদা। (স্বগত) কি? দেবরাতের বংশধর?

মাধব। এই যে মালতীর সকল চিহ্নই এখানে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা মালতী কোথা?—এই যে চম্পকদাম তার বর্ণ অপহরণ করেছে; কোমল কমল তার লাবণ্য অপহরণ করেছে; বনলতা তার ভঙ্গি অপহরণ করেছে; মাতঙ্গী তার গাম্ভীর্য্য অপহরণ করেছে; গর্ব্বিণী হংসী তার গতি অপহরণ করেছে; কাল ভুজঙ্গিনী তার বেণী হরণ করেছে; মোহিনী কুরঙ্গী তার নয়নযুগল হরণ করেছে। হায় তবে আর কি আমার মালতী আছে?

মক। এ কি হলো? সখা যে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন; এখন উপায় কি করি? আমার তো কোন কথাই শুন্‌চেন না।

মাধ। হাঁ! বুঝেছি। এই সকল বন্য তস্করেরাই আমার মালতীকে সংহার করে্য তাঁর সমস্ত ভূষণ অপহরণ করে নিয়েছে। (কাতর-ভাবে) হে তস্করগণ! তোমরা কি দোষে আমার মালতীকে বিনাশ কল্যে? মালতী তো তোমাদের কোন অনিষ্ট করে নাই? আমার মালতীকে কোথা রেখেছ বল? আমার মাল-তীকে কি আর আমি দেখ্‌তে পাবো না? হা

মালতি! হা প্রাণেশ্বরি! তুমি কোথা গেলে? হা প্রিয়ে! এই কি তোমার মনে ছিল? আমাকে একান্ত আশা-ফলে বঞ্চিত কল্যে? আহা! প্রিয়ার সেই মধুর বাক্যগুলি আমার এখনো কর্ণে সংলগ্ন রয়েছে; আমার হস্ত ধারণ করে বল্যেন, নাথ! (প্রতিধ্বনি—নাথ) এ দাসীরে মনে রেখো। (প্রতিধ্বনি—মনে রেখো)——ও কে? এ হ্রদহতে কে কথা কচ্যে? আমাকে নাথ বলে সম্বোধন কল্যে না? আমার জীবিতেশ্বরীই কি হবেন? (গমন)।

মক। ও কি সখা? কোথা যাও?

মাধ। তিনিই বটেন; এই হ্রদ মধ্যেই আছেন। কি প্রিয়ে? কেন ডাক্‌চো? এই যে আমি যাচ্যি। (হ্রদে পতনোদ্যত)।

মক। (অত্যন্ত ত্রাসে) ও কি সখা? ও কি? (পশ্চাৎ হইতে মাধবের বাহুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক) সর্ব্বনাশ! তুমি কি উন্মত্ত হয়েছ?

মাধ। আঃ! ছেড়ে দেও না। মালতী যে আমাকে ডাক্‌চে। (বলপূর্ব্বক হস্তোদ্ধার)। কৈ প্রিয়ে, তুমি কোথায়? (হস্তপ্রসারণ, তদুপরি সৌদামিনীর চিত্রপট নিক্ষেপ)।

মক। (সবিস্ময়ে) এ কি!

মাধ। (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) উপদেবতা! উপদেবতার কার্য্য। সেই চিত্রপট—মৃতদেহে ছিল, প্রিয়ার বক্ষঃস্থলে;—(মূর্চ্ছা)।

মক। (মাধবকে ধারণপূর্ব্বক) এ কি হলো! এ কি হলো! হায়! এ কি হলো? সখা যে স্পন্দহীন হলেন? কি হবে? আর যে নিশ্বাস পড়্‌চে না; অঙ্গ শীতল হয়েছে। হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? হা সখা, তোমার এ কি হলো? কৈ, এখন যে চৈতন্য হলো না। (মাধবকে ভূমিতে শয়ন করাইয়া) হায়! আজ্ সকলই শেষ হলো, জগতের শিরোমণি আজ্ পতন হলো, অশেষ গুণ-মন্দির আজ্ সমভূমি হলো; মালতীর হৃদয়-প্রদীপ আজ্ নির্ব্বাণ হলো; মকরন্দের জীবনের সারাংশ আজ্ ধ্বংস হলো। আর আমার এ অসার দেহ-ভার বহনে ফল কি? সখা, যাবজ্জীবন আমি তোমার পার্শ্বে বদ্ধ ছিলেম, এখন কি তুমি আমাকে পরিত্যাগ কল্যে? না সখা, আমি তোমার সঙ্গেই থাক্‌বো। হায়, হায়! যে অঙ্গ

আলিঙ্গনে আমার কখনই পরিতৃপ্তি ছিল না, তার কি এখন এই অবস্থা হলো? হা নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? (চিত্রপট হস্তে লইয়া) আহা! এই চিত্রপট দেখেই সখার এ অবস্থা ঘট্‌লো, এ কে আন্‌লে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। দেব-ঘটনা হলেও হতে পারে; কেননা চিত্রপট এস্থানে আস্‌বার কি সম্ভাবনা? সে যা হোক, এখন আমি কি করি? হায়, হায়! সখা কি আর উঠ্‌বেন না? আমার সঙ্গে কথা কবেন না? আমাকে আর আলিঙ্গন কর্‌বেন না? (রোদন, সৌদামিনী পশ্চাতে আসিয়া শিরঃস্পর্শ করাতে সবিস্ময়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আপনি কে?

সৌদা। আমি এই পর্ব্বতেই বাস করি; মালতীর চিহ্ন এই চিত্রপট।

মক। আপনিই এনেছেন? তবে মালতী কি জীবিত আছেন?—বলুন না।

সৌদা। হাঁ বাছা, তোমাদের চিন্তা নাই; তিনি জীবিত আছেন।

মক। তাঁকে আপনি কিরূপে দেখ্‌লেন?

সৌদা। তোমার সখা মাধব অঘোরঘণ্ট যোগীকে বিনাশ করেন,——

মক। ওঃ! এখন বুঝ্‌লেম। কপালকুণ্ডলা কপালকুণ্ডলা?

সৌদা। হাঁ, হাঁ! সেই দুশ্চারিণী মালতীকে বলিদান কত্ত্যে এই পর্ব্বতে এনেছিল; জগদীশ্বর রক্ষা করেছেন।

মক। তা আপনি আমাদের কি প্রকারে জান্‌তে পাল্যেন? আর আপনিই বা আমাদের প্রতি অনুকুল হলেন কেন?

সৌদা। সে কথা পরে শুন্‌বে, এক্ষণে এই জেনো যে আমি তোমাদের ইষ্টসাধনের নিমিত্তে যত্নের ত্রুটি কর্‌বোনা।

মক। (সবিষাদে) আর যত্নে ফল কি? মালতীর জীবন ধারণেই বা ফল কি? যার নিমিত্তে মালতীর জীবন ধারণ করা, মকরন্দের পৃথিবীতে থাকা, তার প্রাণশূন্য দেহ তো এই ভূমিতে পতিত হয়ে আছে। ওঠ সখা, ওঠ; উঠে তোমার মালতীর সম্বাদ শ্রবণ কর। আর কেন শোকাকুল হয়ে শয়ন করে আছ! ওঠ সখা, একবার তোমার প্রফুল্ল বদন দেখি।

হায়, হায়! আর কি সখার দেহে সখা আছেন? (মুখাবৃত করিয়া রোদন। মেঘাগম এবং সৌদামিনী মাধবকে লইয়া অদৃশ্য।)

মক। হা ভগবতি! তোমার যত্নের কি শেষ এই ফল হলো? (মুখ মোচন এবং চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি? সখা কোথা গেলেন? সেই অপূর্ব্ব স্ত্রীই বা কোথায় গেলেন? কি আশ্চর্য্য! ইনি কি দেবী না উপ-দেবী, মিত্র কি শত্রু, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্যিনে। সখার মৃতদেহে এঁর প্রয়োজন কি? কোথা গেলেন; কোথা অনুসন্ধান করি? দূর হোক, আর চিন্তায় প্রয়োজন নাই। সখাকে তো আর জীবিত দেখ্‌তে পাবো না, তবে আর তাঁর দেহ অনুসন্ধানে ফল কি? দূর হোক, আর প্রাণ ধারণ কর্‌বো না। এই হ্রদেই প্রাণত্যাগ করি গে। হে অনাথ নাথ! এ অধীনের প্রতি এই কৃপা করো যেন জন্মান্তরে সখার সঙ্গে দেখা হয়। হা ভগবতি! তোমার সঙ্গে এমন সময় সাক্ষাৎ হলো না! (গমন করিতে করিতে) না, আগে একবার ভগবতীর নিকটে যাই, তাঁকে

এই সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলি, তার পরে অভীষ্ট সিদ্ধি কর্‌বো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামন্দকীর বাটীর প্রাঙ্গণ।

(লবঙ্গিকা ও অবলোকিতা দণ্ডায়মানা।)

লব। তাই তো! এ যে আবার বিপদের উপর বিপদ্। ভগবতী থাকাতে যা হোক আমাদের একটা ভরসা ছিল, কোন বিপদ উপস্থিত হলে সদুপদেশ দিতেন, সদুপায় কত্যেন; তা আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে ইনিও চল্যেন; তবে আর আমরা কাকে দেখে এ সংসারে থাক্‌বে

অব। লবঙ্গিকা, তোমাকে বল্‌ব্যে কি, বালিকাবস্থাতেই মাতৃহীনা হয়েছি; মা যে

কি পদার্থ তা জান্‌তে পারি নাই, ভগবতীকেই মা বলে জান্‌তেম; তা এতো দিনে বুঝি পুনর্ব্বার মাতৃহীন হতে হলো। (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

লব। আহা, তা বৈ কি! মা অপেক্ষাও অধিক। এমন আর আমাদের কে ভাল বাস্‌বে? কে আমাদের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হবে? হায়, হায়! মালতীর নিরুদ্দেশই সকল অনর্থের মূল হলো আর কি; তা না হলে মাধবই তাঁর অনুসন্ধান কত্যে যাবেন কেন; আর ভগবতীই বা এতো ব্যাকুল হবেন কেন। মাধব মালতীর শোকে ওঁতে কি আর উনি আছেন? আহা! দুজনকে যেন প্রাণ তুল্য ভাল বাস্‌তেন গো, প্রাণ তুল্য ভাল বাস্‌তেন। তাঁদের নিমিত্তেই ওঁর এস্থানে থাকা, তা তাঁরাই যদি গেলেন তো উনি আর কার নিমিত্তে থাক্‌বেন বল; তাই তীর্থ পর্য্যটনে যাওয়া অবধারণ করেছেন।

অব। আহা! মন্ত্রী মহাশয়ের কি সামান্য দুঃখ? একটি মাত্র কন্যা, তাতেও বিধাতা বঞ্চিত কল্যেন। তা অনুসন্ধান কত্যে তো ত্রুটি করেন নাই, দেশ দেশান্তরে লোক

পাঠিয়েছিলেন, কিছুতেই উদ্দেশ হলো না কি যে হলো কিছুই বলা যায় না।

লব। আর কি হলো, জীবিত থাক্‌লে তাঁরা এতো দিনে ফিরে আস্‌তেন।

অব। ভাল, মকরন্দ যে মাধব মালতীর অন্বেষণে গেলেন, তাঁরও তো এ পর্য্যন্ত কোন সম্বাদ পাওয়া গেলোনা। আহা! মদয়ন্তিকা ভেবে ভেবে যেন শুষ্ককাষ্ঠ হয়েছে, ফুটে তো কিছু বল্‌তে পারে না, কেবল অন্তরে দগ্ধ হচ্যে। ভগবতী কতো প্রবোধ দেন, কত ভরসা দেন, ——এই যে! মদয়ন্তিকাকে লয়ে ভগবতী বেরিয়ে আস্‌চেন। ভগবতী তবে এখনি যাত্রা কর্‌বেন। তবে আর কেন? আমিও স্থানান্তরে যাবো, আর এ স্থানে থেকে কি কর্‌বো?

(কামন্দকী ও মদয়ন্তিকার প্রবেশ।)

কাম। বাছা, তোমরা সকলে সুখী হবে, আমি দেখ্‌বো, এই আশাতেই আমার এ স্থানে থাকা, তা তাতেও যদি এই বিড়ম্বনা ঘট্‌লো তবে আর আমার লোকালয়ে থাকায় ফল কি?

আমি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেছি,তারই যথোচিত অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

মদ। ভগবতি, আপনি যদি যাবেন তো আমাদের দশা কি হবে? আপনার চরণে ধরি আপনি আমাদের ত্যাগ করে যাবেন না। আমাদের আর কেউ নাই; আপনার ভরসাতে আমরা আছি, আপনি গেলে আর আমরা বাঁচ্‌বো না।

কাম। না বাছা, আমাকে আর থাক্‌তে অনুরোধ করো না; আমি থাকাতে তো তোমাদের সকল উপকারই হলো; আর কেন? মাধব আর মালতী যে পথে গেছে, আমার সুখ ও স্বচ্ছন্দতাও সেই পথে গেছে। এখন জগদীশ্বরের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি, যে মকরন্দ অবিলম্বে পদ্মাবতীতে ফিরে আসুন, তুমি সুখী হও। (মদয়ন্তিকার অধোমুখে অবস্থিতি।)

অব। আর ভগবতি, তিনিও যে জীবিত আছেন তার স্থির কি?

কাম। না না বাছা, সে নিমিত্তে চিন্তা নাই, আমার বিলক্ষণ অনুমান হচ্যে যে মকরন্দ

জীবিত আছেন, শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন; কিন্তু আমার মালতীমাধব যে ফিরে আস্‌বেন তার তো কোন সম্ভাবনা দেখ্‌চিনে।

লব। প্রাণে বেঁচে থাকলে তো ফিরে আস্‌বেন! হুঁঃ এমন কি অদৃষ্ট আমাদের?

কাম। আহা! মালতী আমার কোথা গেল? হা মালতি! হা আমার প্রাণপুত্তলিকে! তোমার অসামান্য রূপ, অকপট প্রকৃতি, অসংখ্যগুণ স্মরণ হলে হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হয়। হায়! যাকে শৈশবাবস্থা হতে অতি যত্নে লালন পালন করেছিলেম, আমার সে হৃৎপিঞ্জরের পাখী কোথা উড়ে গেল? আহা! বাছার শৈশবকালের প্রারব্ধ লাবণ্য, অপরিস্ফুট বাক্য, অকারণ হাস্য, বাল্য ক্রীড়া সকল যেন এখনো আমার মনে জাগরিত রয়েছে। আবার সে প্রাপ্তযৌবন হলে, কত যত্নে, গোপনে, কত ছলে কৌশলে, জগদীশ্বরের কৃপায় বিবিধ প্রকার ব্যাঘাত হতে উত্তীর্ণ করে সর্ব্বগুণান্বিত পাত্রের সহিত পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছিলেম, বড় আশাও ছিল যে আমার মালতীর ক্রোড়ে একটি সুসন্তান দেখ্‌বো; তা

বিধাতা আমাকে সে আশায় একেবারে বঞ্চিত কল্যেন। অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার অতি যত্নের ধন মাধবকেও হারালেম! আহা! বাছা মাধব আমার মালতীর নিমিত্তে কত কষ্টই সহ্য করেছেন, কত বিপদেই পতিত হয়েছেন, তা সকলই বিফল হলো। দূর হোক, এ সময়ে আর এ সকল চিন্তা করা উচিত নয়। যাত্রার কাল প্রায় উপস্থিত হলো।

অব। ভগবতি, আপনি চল্‌লেন, তবে আমার দশা কি হবে?

কাম। কেন বাছা, তোমার চিন্তা কি? তুমি অতি সুচরিত্রা, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল কর্‌বেন।

(১ম ছাত্রের বেগে প্রবেশ।)

১ম ছাত্র। ভগবতি, মন্ত্রী মহাশয় একাকী এই দিকে আস্‌চেন, বোধ করি আপনারই সহিত সাক্ষাৎ কত্যে আস্‌চেন।

কাম। আমার সহিত সাক্ষাৎ কত্যে? এর কারণ?

১ম ছাত্র। তা কি প্রকারে জান্‌বো? তাঁর স্বাভাবিক পরিচ্ছদ পরেন নাই, অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরে আস্‌চেন, আর মুখমণ্ডল যেন অত্যন্ত ম্লান।

কাম। হাঁ, বুঝেছি। অমাত্য বুঝি মালতীর বিরহ আর সহ্য কত্যে পার্‌লেন না, তাই মনে একটা বিবেক উপস্থিত হয়ে থাক্‌বে। এই যে আস্‌চেন।

(ভূরিবসুর প্রবেশ।)

এ কি! অমাত্য যে সহসা একাকী এ স্থলে এলেন? আর আপনার এ বেশই বা কেন?

ভূরি। ভগবতি, সংসারের সুখ তো এ পর্য্যন্ত ভোগ করা হলো, সে সুখের লালসা এক প্রকার নিবৃত্তি হয়েছে; এক্ষণে মানস করেছি সিদ্ধাশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বো, তাই আপনার নিকটে এক বার বিদায় হতে এলেম্। বিশেষতঃ আপনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, তীর্থ-বিষয়ক বৃত্তান্ত আপনি অনেক বলে দিতেও পার্‌বেন, আপনি আমার বাল্যবন্ধু; অধিকন্তু আপনার সদৃশ মিত্র আমার

তার কেউ নাই। আমার হিতসাধনের নিমিত্তে আপনি যতদূর কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার কৃতজ্ঞতাও আমার প্রকাশ করে যাওয়া কর্ত্তব্য।

কাম। সে কি কথা অমাত্য? আমিই তীর্থ পর্য্যটনে যাবো মানস করেছি, আপনার এ কেন? তা আপনি যে সহসা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা অবধারণ করেছেন এর অবশ্য কোন আশু কারণ থাক্‌বে।

ভূরি। ভগবতি, আমি এ পর্য্যন্ত উদর পূরণের নিমিত্ত আত্ম-বিক্রয় করে কাল-যাপন করেছি, কিন্তু এক্ষণে ভাব্‌লেম যে আমার সংসারে আর প্রয়োজন কি? সংসার কার নিমিত্ত? সংসারের সার যে পুত্র তাও ভগবান আমাকে দেন নাই। একটি মাত্র কন্যা, তাতেই মন আবদ্ধ করে এক প্রকার কালাতিপাত কচ্ছিলেম, তা হত দৈব তাও অপহরণ কল্যে। ভগবতি, আমার মালতী যে কেমন কন্যা তাতো আপনি জানেন, আপনিই বুঝে দেখুন দেখি তার শোক কি সহ্য কর্‌তে পারা যায়?

কাম। অমাত্য, সে কথা আমাকে বলা

বাহুল্য। আপনি যে এ পর্য্যন্ত মালতীর বিরহ যাতনা সহ্য করেছেন এই আপনার মনের দৃঢ়তার বিলক্ষণ প্রমাণ। এ কি সকল মানবের সাধ্য? তবে কি না বিধির বিড়ম্বনা সহ্য করা ব্যতীত উপায় কি।

ভূরি। ভগবতি, আমি বিধাতার নিকটে কি অপরাধ করেছিলেম যে তিনি আমার এত বিপক্ষ হলেন? আমার মালতীও তো কখনো কারো অপকার করে নাই। আহা! বাছা আমার কত কষ্টই ভোগ করেছিলেন, কতই মানসিক ক্লেশ পেয়েছিলেন। তখন মনে করেছিলেম, ভাল, পরিণামে সুখলাভ হতে পারবে; তা কেমন নিষ্ঠুর বিধি, সুখ অঙ্কুরিত হতে না হতেই এককালে নির্ম্মূলিত কল্যে। ভগবতি, আপনার সাহায্য আর কৌশলে আমার মালতী অতি সংপাত্রেই প্রতিপাদিত হয়েছিল, আর তদ্দ্বারা আমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাও রক্ষা হয়েছিল, কিন্তু আমার ললাটদোষে সকলই বিফল হলো।

কাম। ভাল, আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, মালতীমাধবের পরিণয় হওয়াতে

নন্দন যে রাজার নিকটে অভিযোগ করেছিলেন তাতে রাজা কি বলেছেন ?

ভূরি। কেন, আপনি কি তা শোনেন নাই ? রাজা মাধবের অশেষ গুণের পরিচয় পেয়ে, এবং তাঁর মালতীর প্রতি অপরিসীম প্রণয়, আর লোকাতীত সাহসের বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হয়ে, নন্দন মালতীর পাণিগ্রহণে অযোগ্য বিবেচনায় সে অভিযোগ উপেক্ষা করেছেন। (মদয়ন্তিকার প্রতি) বাছা, তুমি এ কথায় কিছু মনে দুঃখ করো না ; রাজার যা অভিপ্রায় তাই আমি বল্‌লেম। (কামন্দকীর প্রতি) রাজা এক্ষণে মাধবের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, এ বিবাহতেও অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেছেন ; কিন্তু তাতে আর কি ফল ? সে মাধব কোথা ? মালতীই বা কোথা ? দূর হোক ! আর এ যাতনা সহ্য হয় না। ভগবতি আমাকে বিদায় দিন, আমি যাই।

কাম। অমাত্য, আপনার এতো অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয় ; বিশেষ মালতী মাধব এখনো ফিরে এলেও আস্‌তে পারেন, অতএব আপনি আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন্। আমি তীর্থ

পর্য্যটনে যাবো স্থির করেছি, আমিই যাই, আমিতো সংসারে কোন রূপে আবদ্ধ নই, আমার——

(বুদ্ধরক্ষিতার বেগে প্রবেশ।)

বুদ্ধ। ভগবতি, মকরন্দ এসেচেন।

কাম। বটে! তা—মাধব এসেচেন?

ভূরি। মালতি এসেচেন?

বুদ্ধ। না, মকরন্দকে একাই দেখ্‌লেম।

মদ। কোথা? কোথা?

বুদ্ধ। আমি লবণাতে স্নান কচ্ছিলেম, দেখ্‌লেম মকরন্দ নৌকায় পার হয়ে তীরস্থ হলেন, দেখেই আমি শীঘ্র——

লব। এই যে আস্‌চেন।

(মকরন্দের প্রবেশ।)

মদ। (স্বগত) আঃ! বাঁচ্‌লেম!

কাম। এসো বাছা, এসো। তবে মাধব মালতীর সম্বাদ কি বল; সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

মক। আজ্ঞা, সখা মাধবের সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ভূরি। তবে কি মালতীর কোন অনুসন্ধান হয় নাই?

মক। আজ্ঞা, অনুসন্ধান এক প্রকার হয়েছিল,——

ভূরি। এক প্রকার কেমন? বৃত্তান্তটাই কি বিশেষ করে বলো না।

লব। হাঁ! হাঁ! আদ্যোপান্ত বলুন, আমরা শুনি।

মক। আমি পদ্মাবতী হতে যাত্রা কর্‌বার তিন দিবসের পর সিন্ধুর তীরে হঠাৎ সখা মাধবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ কর্‌লেম; সখাকে ফিরে আস্‌তে অনেক স্তুতি বিনতি কল্যেম, কিছুতেই এলেন না; সুতরাং আমাকে সখার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হলো। দুজনে নানা দেশ ভ্রমণ কল্যেম, কিছুতেই মালতীর অনুসন্ধান হলোনা। সখা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লেন; আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কল্যেন; শরীর ক্রমে অস্থিমাত্রাবশিষ্ট হলো, উন্মত্তের ন্যায় অনবস্থিত হলেন; এমন কি যে, সময়ে সময়ে আমাকেও বিস্মৃত হতে লাগ্‌লেন। কি করি, কোন উপায় স্থির কর্‌তে পারিনে; সখা যেখানে

যান, আমিও সেই খানে যাই; এই রূপে যেতে যেতে একটি পর্ব্বতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেলো; সে পর্ব্বতটির নাম কি ভাল,—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ! শ্রীপর্ব্বত, শ্রীপর্ব্বত।

কাম। (সবিস্ময়ে) কি? শ্রীপর্ব্বত? তার পর? তার পর?

মক। তার পর সেই পর্ব্বতে উঠে সখা মালতীর নিমিত্তে বিলাপ কত্যে লাগ্‌লেন, অবশেষে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে, সেই পর্ব্বতের নিম্নে একটা বৃহৎ হ্রদ ছিল, তারই মধ্যে পতিত হতে যান, এমন সময় অকস্মাৎ শূন্যমার্গহতে এসে একখানা চিত্রপট তাঁর হস্তে পতিত হলো, আর সেই চিত্রপট দর্শন মাত্রেই সখার মূর্চ্ছা হলো। আমি সত্বর গিয়ে সখাকে ক্রোড়ে ধারণ কল্যেম, করে দেখলেম যে সে চিত্রপটে মাধবেরই প্রতিমূর্ত্তি, যে খানি মালতী স্বহস্তে চিত্রিত করে, অহর্নিশি আপনার বক্ষঃস্থলে রাখ্‌তেন। এই দেখুন সেই চিত্রপট। (কামন্দকীর হস্তে অর্পণ এবং সকলের বিস্ময়)।

লব। ও মা! তাই তো! সেই চিত্রপটই যে বটে! এই যে, সেই এক পাশে মাধবের

হস্তে চিত্রিত মালতীর প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে।—তার পর কি হলো ?

মক। তার পর আমি সখাকে চৈতন্য করবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করলেম, কিন্তু কিছুতেই তাঁর আর চৈতন্য হলো না। কি হবে, কিরূপে চৈতন্য হবে, কাকেই বা ডাকবো, এই সকল চিন্তা কর্‌চি, আর রোদন কর্‌চি, এমন সময় একটি যোগিনী—আহা! এমন শ্রী আমি কখনো দেখিনে—আশ্চর্য্য তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ আমার পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন।

কাম। যোগিনী? তার নাম কি তা জান্‌তে পার্‌লে ?

মক। কৈ, না, তাঁর নাম কি, তিনি কে, তা কিছুই বল্যেন না; তাঁর নিকটে কেবল এই মাত্র শুন্‌লেম যে মালতীজীবিত আছেন, তাঁরই নিকটে আছেন; কপালকুণ্ডলা তাঁকে সেই পর্ব্বতে নরবলি দিতে লয়ে গিয়েছিলো, তিনি রক্ষা করেছেন।

কাম। কপালকুণ্ডলা! সেই অঘোরঘণ্ট যোগীর শিষ্য!

অব। তবে তারই কর্ম্ম।

ভূরি। হাঁ! আমি মালতীর মুখে শুনে ছিলেম বটে, মাধব যখন শ্মশানে অঘোরঘণ্টকে বধ করেন, কপালকুণ্ডলা বলেছিল যে এর প্রতি-ফল অবিলম্বেই পাবি; তাই বোধ করি পাপী-য়সী মালতীকে হরণ করে লয়ে গিয়েছিলো। আমি দেখ্‌চি অঘোরঘণ্টের বধ এ অনর্থের কারণ। সে যা হোক, তার পর কি হলো?

মক। তার পর এই সকল শুনে আমি অতি বিস্ময়াপন্ন হয়ে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ সেই পর্ব্বত-শিখরদেশ মেঘাবৃত হলো, চতুর্দ্দিক অন্ধকার করে এলো, আমি আর কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না; কিন্তু অতি শীঘ্রই সে সকল মেঘ ছিন্নভিন্ন হলো; আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কল্যেম, তা দুঃখের কথা কি বল্‌বো, (সজল নয়নে) আর সে যোগি-নীকে দেখ্‌তে পেলেম না, আমার সখাকেও দেখ্‌তে পেলেম না।

লব। ও মা! সে কি! সে কি কথা! তাঁরা কোথা গেলেন?

মক। আর কোথা গেলেন! আমি তার পর উঠে পর্ব্বতের উপর কত অনুসন্ধান কল্যেম,

কিছুই উদ্দেশ কত্যে পার্‌লেম না; শেষে নিতান্ত হতাশ হয়ে আত্মহত্যাই অবধারণ করেছিলেম, কিন্তু ভাব্‌লেম যে অগ্রে ভগবতীকে এ সম্বাদটা দেওয়া কর্ত্তব্য, তার পর যা হয় কর্‌বো; এই ভেবে এখানে এলেম।

ভূরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) হায়! হায়! মকরন্দ আসাতে ভেবেছিলেম, বুঝি কোন সুসম্বাদ এনে থাক্‌বেন, তা এইতো সকল আশাই নিরাশ হলো। আর ভরসা কি?

লব। এতো দিনে জান্‌লেম যে মালতীর ফিরে আসার আর কোন ভরসা নাই।

অব। হায়! বিধাতা কি অবশেষে এই কল্যেন?

কাম। তোমরা সকলে অত ব্যাকুল হয়ো না। ইতিপূর্ব্বে আমি মাধব মালতীর পুনরাগমনের সকল আশাই পরিত্যাগ করেছিলেম, কিন্তু মকরন্দের কথা শুনে আমার কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হলো।

ভূরি। সে কি ভগবতি! আপনি যে আশ্চর্য্য কথা বল্‌চেন। আপনার এরূপ অনুমানের তো কোন কারণ দেখ্‌তে পাইনে।

কাম। কারণ আছে বৈ কি। কোন বিশেষ কারণ আছে।

(দুই জন ছাত্রের বেগে প্রবেশ।)

২য় ছাত্র। ভগবতি, মাধব আর মালতী আস্‌চেন।

৩য় ছাত্র। আর তাঁদের সঙ্গে যোগিনীর ন্যায় একটি স্ত্রীলোকও আস্‌চেন।

মক। তবে তিনিই হবেন।

ভূরি। অ্যাঁ-অ্যাঁ-বল কি! তোমরা ভাল করে দেখেচো, তাঁরাই তো বটেন? কৈ? কৈ?

২য় ছাত্র। আজ্ঞা হাঁ! তাঁরাই তার সন্দেহ নাই। এই যে আস্‌ছেন, দেখুন্ না।

লব। কৈ? কৈ? হাঁ, এই যে!—আঃ! আজ্ আমাদের কি আনন্দের দিন। আমার প্রিয়সখীকে আবার দেখ্‌তে পেলেম।

ভূরি। এমন্ শুভদিন যে হবে এ আমার মনে ছিল না। কিন্তু আমার চক্ষুকেও আমার বিশ্বাস হচ্যে না।

কাম। অমাত্য, আমি তো আপনাকে এই মাত্র বল্‌ছিলেম, মকরন্দ যখন শ্রীপর্ব্বতের আর যোগিনীর কথা বলেছেন, তখনই আমার

ভরসা হয়েছে। অমাত্য, এই যোগিনী কে তা আপনি চিন্‌তে পেরেছেন?

ভূরি। হাঁ! যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে। এ কি! ভগবতী সৌদামিনী নয়?

(সৌদামিনী মালতী ও মাধবের প্রবেশ।)

ভূরি। (অগ্রসর হইয়া) আসুন, আসুন; আমার আজ্ কি সৌভাগ্য! বহু দিনের পর আপনার দর্শন পেলেম।

সৌদা। অমাত্য, এই আপনার মালতী নিন্; এই আপনার মাধব নিন্। (মালতীর পিতার চরণে প্রণাম ও রোদন।)

ভূরি। এসো মা এসো! মা, তোমাকে যে আবার দেখ্‌তে পাবো এমন আমার মনে ছিল না। তোমার সন্তানকে ফেলে কোথা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলে মা? যাও, মা, একবার ভগবতীর নিকট যাও।—প্রণাম কর।—ভগবতি, এই আপনার মালতী।

মাল। (কামন্দকীর চরণে প্রণাম ও গলদেশ ধারণ করিয়া রোদন।)

কাম। কেন বাছা, আর রোদন কেন?

জগদীশ্বর এই বার তো তোমাদের সকল দুঃখ ও ক্লেশ দূর করলেন।

মাধব। (কামন্দকীর চরণে প্রণিপাত।)

কাম। চিরায়ুরস্তু।

মক। (স্বগত) ইনিই ভগবতী সৌদামিনী? (চরণে প্রণিপাত।)

সৌদা। দীর্ঘায়ুরস্তু! বাপু তোমার সখার নিমিত্তে ব্যাকুল হয়েছিলে, এই দেখ তোমার সখা জীবিত হয়ে এসেচেন।

মক। ভগবতি, এ কেবল আপনারই অসামান্য দয়ার কার্য্য।

ভূরি। (সৌদামিনীর প্রতি) ভগবতি, মকরন্দের নিকটে আমরা সকলই অবগত হয়েছি। আপনি আমার বাল্যবন্ধু, তার উপযুক্ত উপকার করেছেন। আমি আর অধিক কিছু বল্‌তে পারিনে; আপনার অপার দয়া চিন্তা করে আমার কণ্ঠরোধ হচ্যে।

সৌদা। অমাত্য, সকলই জগদীশ্বর করেন; আমার কি সাধ্য।

কাম। বৎস মাধব, তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর। (ভূরিবসুর চরণে মাধবের প্রণাম।)

ভূরি। এস বাবা এস। আমি আহ্লাদে কি যে তোমাকে বল্‌বো কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যিনে; আনন্দবারিতে আমার দৃষ্টি রোধ কচ্যে, আমার মালতীর প্রতি যে তোমার অসাধারণ প্রণয়, তার যৎপরোনাস্তি প্রমাণ পাওয়া হয়েছে। তুমি মালতীর প্রাপ্তির নিমিত্ত বহুতর ক্লেশ সহ্য করেছ; অত্যন্ত মনোবেদনাও পেয়েছ, এমন কি, যে শ্মশানে আত্মঘাতী হতে গিয়েছিলে। মালতীকে লাভ করেও কত কষ্ট পেয়েছ। যা হোক্ করুণাময় পরমেশ্বরের অপার কৃপা আর ভগবতীদের অসীম অনুগ্রহে আজ্ তোমার সকল কষ্টই দূর হলো, আর আমিও পরম সুখী হলেম। বাবা মাধব, তুমি আমার মালতীকে দুইবার মৃত্যুগ্রাস হতে রক্ষা কর্‌লে এর পরিশোধ আমি আর কি কর্‌বো? তবে এখন জগদীশ্বর তোমাদের উভয়কে সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন, এই আমার প্রার্থনা।—কেন বাবা? তুমি এমন অধোবদন হয়ে আছ কেন?

কাম। আপনার অজ্ঞাতসারে মালতীর পাণিগ্রহণ করেছেন বলে বুঝি লজ্জিত হয়েছেন। (হাস্য করিয়া মাধবের প্রতি) বাছা,

তোমাদের আর এ বিষয়ে ভ্রম থাকা উচিত নয়। উনি সকলই জান্‌তেন, ওঁর অভিমতেই সমস্ত কার্য্য হয়েছে।

লব। সে কি! এ কেমন কথা হলো?

মক। বলেন কি ভগবতি? উনি জান্‌তেন তবে বুঝি রাজার অনুরোধে অবরুদ্ধ হয়ে কিছু প্রকাশ করেন নাই?

কাম। তা বৈ কি; রাজার অভিপ্রায়ের বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ কল্যে তিনি আবার বিরক্ত হবেন, তাই প্রকাশ করেন নাই।

মাল। (লবঙ্গিকার প্রতি জনান্তিকে) কি আশ্চর্য্য! আমরা কিছুই জান্‌তে পারিনে!

মক। ভাল, তবে যে শুনেছিলেম, যে রাজার অভিপ্রায়ে উনি সম্মত হয়েছিলেন; বলেছিলেন "আপনার কন্যা, আপনি যা করেন।"

কাম। বাছা, তোমরা বালক; ও কথার অভিপ্রায় তোমরা কি বুঝ্‌বে? উনি যে রাজাকে বলেছিলেন, "আপনার কন্যা, আপনি যা করেন," তাতে প্রত্যবায় কি হলো? মালতী কি রাজার কন্যা?

মক। ও! এখন বুঝ্‌লেম। তা উনি কি প্রথম সূত্র হতে জান্‌তেন।

কাম। তা না তো কি? তবে পূর্ব্বকথা আনুপূর্ব্বিক বলি শোন। যখন মাধবের পিতা দেবরাত, অমাত্য ভূরিবসু, সৌদামিনী, আর আমি এই পদ্মাবতীতে অধ্যয়ন করি, অমাত্য ভূরিবসু আর দেবরাত সৌদামিনীকে আর আমাকে সাক্ষ্য করে স্বীকার করেছিলেন যে ওঁদের সন্তান সন্ততি হলে পরস্পর বিবাহ দেবেন। কিন্তু অগ্রে পরস্পরের প্রণয় সঞ্চার হওয়া আবশ্যক সেই উদ্দেশেই অমাত্য দেবরাত মাধবকে পদ্মাবতীতে অধ্যয়ন করাবার ছলে পাঠান, অমাত্য ভূরিবসুও আমাকে এ বিষয়ে যথোচিত যত্ন কত্যে অনুরোধ করে ছিলেন; তাই আমার এত আকিঞ্চন। যা হোক, জগদীশ্বরের কৃপায় অমাত্যদের যে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা হলো এই পরম সুখের বিষয়।

ভূরি। সে কেবল আপনার বুদ্ধি নৈপুণ্যের ফল।

মক। কিন্তু এ বিবাহে তো রাজা অত্যন্ত

বিরক্ত হয়ে থাক্‌বেন, কারণ নন্দনের আশা পূর্ণ হলো না।

ভূরি। না বাপু, কিছু মাত্র বিরক্ত হন নাই, বরঞ্চ পরম আহ্লাদ প্রকাশ করেছেন। মাধবের মালতীর প্রতি অপরিমিত স্নেহ, আর তার বিষম সাহস, আর একান্ত সহ্যগুণ, আর লোকাতীত ক্ষমতা এবং তৎকর্ত্তৃক মালতীর জীবন প্রাপ্ত হওয়া এ সকল পরিচয় তিনি পেয়ে মাধব যে মালতীর যথার্থ উপযুক্তপাত্র তা স্বীকার করেছেন, নন্দনও তাতে কিছু বল্‌তে পারেন নাই।—(মকরন্দের প্রতি) আর বাপু, তোমার পরিতুষ্টির নিমিত্ত একটা সম্বাদ দি। রাজা তোমারও অশেষ গুণের প্রশংসা শুনে, এবং সেই ব্যাঘ্রের গ্রাস হতে তোমা কর্ত্তৃক মদ-য়ন্তিকার জীবন রক্ষার বৃত্তান্ত স্মরণ করে, তোমাদের পরস্পর পরিণয়ে অত্যন্ত আহ্লা-দিত হয়েছেন; আর নন্দনেরও তাতে মত করিয়েছেন।

বুদ্ধ। তবে আর কি? আজ্‌কার সকলই তো মঙ্গল। আর আমাদের আনন্দের সীমা কি?

অব। কিন্তু মালতীর বিবাহটা যে লুকিয়ে

লুকিয়ে হয়েছে এই কিঞ্চিৎ আক্ষেপের বিষয় রৈল ।

বুদ্ধ । (হাস্য করিয়া) ভাল, মদয়ন্তিকার বিবাহ না হয় সমারোহ করে হবে ।

কাম । তবে আর কি ? এখন মালতী মাধবের পুনর্মিলনের মাঙ্গলিক ক্রিয়াটা অমাত্যের সম্মুখে হওয়া আবশ্যক, তা হলেই মাধব মালতীর পরিণয়ে তাঁর সম্মতি প্রকাশ করা হয়, আর এঁদেরও সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি জন্মে ।— অমাত্য কি বলেন ?

ভূরি । ভগবতীর যথা ইচ্ছা ।

কাম । অবলোকিতা, শিষ্যগণকে স্বস্তি উচ্চারণ কর্‌তে বলো । আর তুমি সত্বর মাঙ্গলিক মাল্যচন্দনাদি দ্রব্য আহরণ করে আন ।

অব । যে আজ্ঞে, আমি এলেম বলে ।

[প্রস্থান ।

(মাঙ্গলিক সঙ্গীত ।)

কানাড়া—আড়া ।

যোগী যাঁরে ধরে ধ্যানে সদা সেই কৃপাল ।
করুণা অপার কণার দানে দম্পতি দোহাঁরে
হেরুন, সদা আনন্দে বঞ্চয়ে যেন কাল ॥

(মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া অবলোকিতার পুনঃপ্রবেশ এবং সকলের মালতী মাধবকে আশীর্ব্বাদ।)

কাম। এই তো, এ কর্ম্ম সমাপন হলো, এক্ষণে দম্পতীর একবার রাজদর্শন কর্ত্তব্য।

ভূরি। হাঁ! উত্তম বলেছেন। রাজাও দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন, সন্দেহ নাই। (মাধবের প্রতি) কেমন বাপু, তোমরা এখন সন্তুষ্ট হলে তো ?

মাধ। আজ্ঞা, আপনারা সকলেই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, এতেই আমার সন্তোষ। তবে সভ্যজন মালতী মাধবের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি না বলা যায় না। (অগ্রসর হইয়া দর্শকবর্গের প্রতি করযোড় করিয়া) আপনারা সকলে সন্তুষ্ট হলেন কি ?

(যবনিকাপতন।)

I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta.